তিনটি বছরের খতিয়ানঃ আগামীর পথ রচনা

বাজেট বক্তৃতা ২০১২-১৩

Avej gvj Ave`j gwnZ
gšx
A_© gšYvjq
MYcRvZšx evsjv‡`k miKvi

XvKv

24 ˆR¨ô 1419

7 Rb 2012

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
প্রস্তাবনা	১
প্রথম অধ্যায়ঃ সূচনা ও প্রেক্ষাপট	
শ্রদ্ধাঞ্জলি, কৃতজ্ঞতা, রূপকল্পের স্বপ্ন, বাজেটঃ ‘রূপকল্প ২০২১’ বাস্তবায়নের হাতিয়ার	১-৪
দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ সামষ্টিক অর্থনীতি ও বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট	
বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট, প্রবৃদ্ধি, বৈদেশিক খাত, রেমিট্যান্স ও জনশক্তি রপ্তানি, চলতি হিসাব, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ও বিনিময় হার, মূল্যস্ফীতি, মুদ্রানীতি	৫-৮
তৃতীয় অধ্যায়ঃ ২০১২-১৩ অর্থবছরের বাজেটঃ সমস্যা এবং সংশোধন	
সংশোধিত রাজস্ব আয়, সংশোধিত মোট ব্যয়, বাজেট ঘাটতি, সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি, সাম্প্রতিক অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট, অর্থনৈতিক কৌশল	৯-১৩
চতুর্থ অধ্যায়ঃ ২০১২-১৩ অর্থবছরের বাজেট কাঠামো	
অনুমানঃ বিশ্ব অর্থনীতি, রাজস্ব ও মুদ্রা খাতের পরিসর, কৃষি খাতে প্রবৃদ্ধি, ব্যক্তিখাতে বিনিয়োগ, রাজস্ব আহরণ, সহনীয় মূল্যস্ফীতি	১৪-১৬
কাঠামোঃ রাজস্ব আয় প্রাক্কলন, ব্যয় প্রাক্কলন, বাজেট ঘাটতি ও অর্থায়ন, বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন, সামগ্রিক ব্যয় কাঠামো	১৬-১৮
পঞ্চম অধ্যায়ঃ সংস্কার কার্যক্রম	
সরকারি ব্যয় ব্যবস্থাপনাঃ মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামো, মাল্টি-মডিউল ডাটাবেজ (iBAS), ব্যয় ব্যবস্থাপনার সংস্কার, বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি, বাজেটের নতুন শ্রেণীবিন্যাস ও জেলা বাজেট, সরকারি আর্থিক ব্যবস্থাপনায় তথ্যপ্রযুক্তি, নিরীক্ষা কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ	১৯-২১
অবকাঠামো খাতে ব্যক্তিখাতের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণঃ সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব, প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো, পিপিপি খাতে অগ্রগতি ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা	২১-২২
আর্থিক খাতঃ সার্বভৌম ঋণমান নির্ধারণ, বাংলাদেশ ব্যাংক আধুনিকীকরণ, আর্থিক খাত সংস্কার, মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ, বীমা খাত সংস্কার	২২-২৪
পুঁজিবাজারঃ পুঁজিবাজার পুনর্গঠন, সার্ভেইল্যান্স ও ক্লিয়ারিং এন্ড সেটেলমেন্ট সিস্টেম, ফিন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং আইন ও কাউন্সিল	২৪-২৫
ব্যবসা পরিবেশঃ ব্যবসা-ব্যয় হ্রাস, আঞ্চলিক বাণিজ্য, সুস্থ প্রতিযোগিতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণ, অর্থনৈতিক অঞ্চল	২৫-২৭

বিষয়	পৃষ্ঠা
ষষ্ঠ অধ্যায়ঃ গুরুত্বপূর্ণ খাতসমূহ	
(১) বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাত	২৮-৩২
বিদ্যুৎঃ বিদ্যুৎ উৎপাদন পরিস্থিতি, বিদ্যুৎ উৎপাদন পরিকল্পনা, বিকল্প উৎস	২৮-৩০
জ্বালানিঃ জ্বালানি উৎপাদন পরিস্থিতি, সমুদ্রবক্ষে তেল ও গ্যাস অনুসন্ধান, স্থলভাগে তেল ও গ্যাস অনুসন্ধান, জ্বালানি ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন	৩১-৩২
(২) কৃষি ও পল্লী উন্নয়ন	৩২-৪২
কৃষি খাতঃ কৃষি উপকরণ সহায়তা, কৃষি বীজ, মাটির স্বাস্থ্য রক্ষা, ভুট্টা ও বীট চাষে প্রণোদনা, কৃষিঋণ ও শস্য-বীমা, নতুন জাতের ধান উদ্ভাবন, কৃষি জমির আওতা সম্প্রসারণ, কৃষি বিপণন, কৃষি গবেষণা, ই-কৃষি	৩২-৩৬
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদঃ মৎস্য খাত উন্নয়ন, সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা	৩৬-৩৭
খাদ্য নিরাপত্তাঃ খাদ্য নিরাপত্তা কার্যক্রম, আপদকালীন মজুদ	৩৭-৩৮
পানিসম্পদঃ সাম্প্রতিক অর্জন, নাব্যতা বৃদ্ধি, হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন, উপকূলীয় এলাকায় ভূমিহীন পুনর্বাসন, বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ ব্যবস্থার উন্নয়ন	৩৮-৪০
পল্লী উন্নয়নঃ পল্লী অবকাঠামো নির্মাণ ও উন্নয়ন, নিরাপদ পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন, প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর স্বার্থরক্ষা, পল্লী বিদ্যুতায়ন	৪০-৪২
(৩) মানব সম্পদ উন্নয়ন	৪২-৫২
সামগ্রিক শিক্ষা খাতঃ শিক্ষানীতি বাস্তবায়ন, শিক্ষাক্ষেত্রে বৈষম্য দূরীকরণ ও গুণগত উৎকর্ষ সাধন, শিক্ষা বিকেন্দ্রীকরণ, উচ্চ শিক্ষা, প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ফাউন্ডেশন	৪২-৪৪
প্রাথমিক ও গণশিক্ষাঃ প্রাথমিক শিক্ষা খাতে অর্জন, প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়ন, ঝরে পড়া রোধ, শিক্ষা ক্ষেত্রে তথ্য প্রযুক্তি	৪৪-৪৫
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণঃ সাধারণ স্বাস্থ্যসেবা, নাগরিক স্বাস্থ্য, কমিউনিটি ক্লিনিক, জনসংখ্যা, পরিবার পরিকল্পনা, জনবল ও অবকাঠামোগত উন্নয়ন, চিকিৎসা সেবায় তথ্য প্রযুক্তি, পুষ্টি	৪৫-৪৮
সংস্কৃতিঃ বাঙ্গালী সংস্কৃতির বিকাশ, প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান	৪৯-৫০
ধর্মঃ ধর্মীয় সম্প্রীতি, হজ্জ, মসজিদ-মন্দিরভিত্তিক শিক্ষা	৫০-৫১
যুব ও ক্রীড়াঃ ন্যাশনাল সার্ভিস, প্রশিক্ষণ ও ক্ষুদ্রঋণ, ক্রীড়া অবকাঠামো ও ব্যবস্থাপনা, ক্রীড়াক্ষেত্রে অর্জন	৫১-৫২

বিষয়	পৃষ্ঠা
(৪) ভৌত অবকাঠামো	৫২-৬০
সড়ক ও সেতুঃ সমন্বিত পরিবহন নীতিমালা, কৌশলগত পরিবহন পরিকল্পনা, ঢাকা ও চট্টগ্রাম শহরের যানজট নিরসন, সড়ক খাতে সাফল্য, পদ্মা সেতু	৫২-৫৫
রেলপথঃ রেল যোগাযোগে অগ্রাধিকার, রেলসেবা সম্প্রসারণ, রেল অবকাঠামো সম্প্রসারণ	৫৬-৫৭
নৌ পরিবহনঃ সমুদ্র-বন্দর, স্থল-বন্দর	৫৭-৫৮
বেসামরিক বিমান পরিবহণঃ বিমানের সক্ষমতা বৃদ্ধি	৫৮-৫৯
আবাসন ও সুপরিকল্পিত নগরায়নঃ প্লট উন্নয়ন ও ফ্ল্যাট নির্মাণ, গৃহায়ন তহবিল, গৃহায়ন নীতিমালা	৫৯-৬০
(৫) শিল্পায়ন	৬০-৬৪
ব্যক্তিখাতের বিকাশ, রপ্তানি শিল্পে প্রণোদনা, পরিবেশ বান্ধব শিল্পায়ন, পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণ, সম-মূলধন ও উদ্যোক্তা তহবিল, টিসিবি শক্তিশালীকরণ, পর্যটন, পাটখাত পুনরুজ্জীবিতকরণ, চিনিশিল্প	৬০-৬৩
ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পঃ এসএমই খাতে অর্থায়ন, নারীবান্ধব এসএমই কার্যক্রম, বিসিক শিল্পনগরী	৬৩-৬৪
(৬) জলবায়ু পরিবর্তন ও পরিবেশ	৬৫-৬৮
জলবায়ু পরিবর্তন, দুর্যোগ-ঝুঁকি মোকাবেলা, দুর্যোগ সহনীয় গৃহ ও আশ্রয়কেন্দ্র, উদ্ধার তৎপরতায় সক্ষমতা, দুর্যোগ মোকাবেলায় ডিজিটাল প্রযুক্তি, বায়ু দূষণ হ্রাস, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, হাসপাতাল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ	৬৫-৬৮
(৭) ডিজিটাল বাংলাদেশ	৬৮-৭২
তথ্য-প্রযুক্তি সেবাঃ প্রান্তিক জনগণের কাছে ই-সেবা, ই-গভর্ন্যান্স, ই-কমার্স, ডাকঘর ই-সেন্টার, ই-সেবার উন্নয়ন, ইন্টারনেট ও টেলিফোনের আওতা সম্প্রসারণ	৬৮-৭০
ডিজিটাল অবকাঠামোঃ টেলিযোগাযোগ অবকাঠামো, আঞ্চলিক তথ্য মহাসড়ক, টেকনোলজি পার্ক, Outsourcing Destination হিসেবে স্বীকৃতি, দক্ষ পেশাজীবী তৈরী	৭১-৭২
সপ্তম অধ্যায়ঃ জনকল্যাণ	
দারিদ্র বিমোচন ও সামাজিক নিরাপত্তাঃ সামাজিক ক্ষমতায়ন, সিটিজেন কোর ডাটা স্ট্রাকচার, বিভিন্ন প্রকার ভাতা, এতিম শিশু কল্যাণ, প্রতিবন্ধী জরিপ, অটিজম, প্রতিবন্ধী উন্নয়ন, ভিক্ষুক পুনর্বাসন, দরিদ্র জনগোষ্ঠীর পুনর্বাসন, অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান, ক্ষুদ্র ঋণ	৭৩-৭৭

বিষয়	পৃষ্ঠা
কর্মসংস্থানঃ কর্মসংস্থানের সুযোগ সম্প্রসারণ, দক্ষতা উন্নয়ন	৭৭-৭৮
প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থানঃ প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক, শ্রম বাজার সম্প্রসারণ, প্রবাসীদের ভোটাধিকার ও স্বয়ংক্রিয় অভিবাসন ব্যবস্থা	৭৯-৮০
নারী ও শিশু কল্যাণঃ নারী-অধিকার নিশ্চিতকরণ, নারীর কর্মক্ষেত্রের প্রসার, কর্মক্ষেত্রে নারীর অংশ গ্রহণ বৃদ্ধির উদ্যোগ, শিশু কল্যাণ	৮০-৮২
মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণঃ মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি সংরক্ষণ, মুক্তিযোদ্ধাদের ভাতা, রেশন ও চিকিৎসা, মুক্তিযোদ্ধাদের আবাসন	৮২-৮৩
সংখ্যালঘু ও সুবিধাবঞ্চিত সম্প্রদায়ঃ ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক জাতিগোষ্ঠীর স্বার্থ সংরক্ষণ, পার্বত্য অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীসমূহের সংস্কৃতির বিকাশ, সুবিধা বঞ্চিত বিশেষ জনগোষ্ঠী	৮৩-৮৪
অষ্টম অধ্যায়ঃ সুশাসন	
সংসদীয় কার্যক্রম	৮৫
জনপ্রশাসনঃ জনপ্রশাসনে সংস্কার, সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারি কল্যাণ	৮৫-৮৬
স্থানীয় সরকার	৮৬-৮৭
ভূমি ব্যবস্থাপনাঃ ডিজিটাল ভূমি ব্যবস্থাপনা, পরিকল্পিত পল্লী নিবাস, ভূমিহীনদের পুনর্বাসন, ভূমি সুরক্ষা ও বিরোধ নিষ্পত্তি	৮৭-৯০
দুর্নীতি প্রতিরোধঃ দুর্নীতি দমন	৯১
আইনের শাসনঃ আইন ও বিচার, যুদ্ধাপরাধীদের বিচার ও চাঞ্চল্যকর মামলা, আইনি সহায়তা প্রদান, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী শক্তিশালীকরণ, পাসপোর্ট	৯১-৯৩
গণমাধ্যমের উন্নয়নঃ সম্প্রচার মাধ্যমের উন্নয়ন, সাংবাদিকতার মানোন্নয়ন, চলচ্চিত্র শিল্পের উন্নয়ন	৯৩-৯৪
পররাষ্ট্র নীতিঃ ভাবমূর্তি পুনরুদ্ধার, সমুদ্র সীমা জয়, আঞ্চলিক/উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতা	৯৪-৯৫
রাষ্ট্রীয় প্রতিরক্ষাঃ সশস্ত্রবাহিনীর আধুনিকায়ন	৯৬
নবম অধ্যায়ঃ রাজস্ব খাত	
রাজস্ব আহরণ কার্যক্রমঃ রাজস্ব আহরণের মৌল নীতিমালা, সংস্কার কার্যক্রম, আয়কর আইন, মূল্য সংযোজন কর আইন	৯৭-১০০
প্রত্যক্ষ কর	১০০-১০৭
আয়করঃ ন্যূনতম প্রদেয় কর, পুঁজিবাজারে প্রণোদনা অব্যাহত, আর্থিক শৃঙ্খলা, ট্রান্সফার প্রাইসিং ও কর ফাঁকি, কৃষিপণ্য উৎপাদন বহুমুখীকরণ ও শিল্পের কাঁচামাল উৎপাদনে প্রণোদনা, কর অবকাশ সুবিধা ও ইপিজেড, প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট ফান্ড, উৎসে কর কর্তন/সংগ্রহের খাত সম্প্রসারণ এবং রপ্তানিখাতসহ অন্যান্য খাতে উৎসে আয়কর সংগ্রহের হার যৌক্তিকীকরণ, অডিট ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ, রিফান্ড ব্যবস্থা জোরদারকরণ, আয়কর প্রশাসন পুনর্বিন্যাস ও আধুনিকায়ন	১০০-১০৭

বিষয়	পৃষ্ঠা
পরোক্ষ কর	১০৭-১২০
মূল্য সংযোজন করঃ করদাতাদের স্বার্থ সংরক্ষণ, টার্নওভার কর সুবিধার প্রসার, ব্যবসায়ী মূসক, ট্যারিফ মূল্য ও সংকুচিত ভিত্তিমূল্য, আইনের সংশোধন	১০৭-১১২
আমদানি শুল্ক ও সম্পূরক শুল্কঃ দেশীয় শিল্পকে সহায়তা, শুল্ক স্তর, শুল্ক হার যৌক্তিকীকরণ, রপ্তানিমুখী শিল্প কর্তৃক ETP-এর যন্ত্রপাতি আমদানিতে শুল্ক, নতুন ও পুরাতন গাড়ির মূল্য নির্ধারণ, কপিরাইট ও মেধাসত্ত্ব আইনের প্রয়োগ, বন্ড ব্যবস্থার অটোমেশন, শুল্ক বিভাগের Capacity Building ও PSI ব্যবস্থার মেয়াদ, WCO প্রণীত মান ও ব্যবস্থা অনুসরণ, সৌরচালিত Water distillation plant, বাংলাদেশ কাস্টমস ট্যারিফে H.S. Code-এর পরিবর্তন, ইলিশ মাছের জন্য পৃথক H.S. Code সৃষ্টি	১১৩-১২০
দশম অধ্যায়ঃ উপসংহার	
উপসংহার	১২১-১২৩
পরিশিষ্ট	
পরিশিষ্ট-ক	১২৪-১৪৬
পরিশিষ্ট-খ	১৪৭-১৫৯

পরম করুণাময় আল্লাহ্‌তায়ালার নামে

মাননীয় স্পীকার

১। আমি ২০১২-১৩ অর্থবছরের বাজেট ও ২০১১-১২ অর্থবছরের সম্পূরক বাজেট এই মহান সংসদে উপস্থাপনের জন্য আপনার সানুগ্রহ অনুমতি প্রার্থনা করছি।

প্রস্তাবনা

প্রথম অধ্যায়ঃ সূচনা ও প্রেক্ষাপট

২। বর্তমান মহাজোট সরকারের চতুর্থ বাজেট উপস্থাপনার শুরুতেই আমি সশ্রদ্ধ চিত্তে স্মরণ করছি — আমাদের স্বাধীনতার রূপকার জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। তাঁর দূরদর্শী নেতৃত্বেই আজ থেকে প্রায় একচল্লিশ বছর আগে পৃথিবীর বুকে অভ্যুদয় ঘটেছিল স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশের । আমি গভীর শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য সহকর্মী জাতীয় চার নেতাকে। স্মরণ করছি জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান মুক্তিযোদ্ধাদের। স্মরণ করছি তাঁদের আত্মত্যাগের কথা। আমি শ্রদ্ধা নিবেদন করছি ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে স্বৈরাচার ও মৌলবাদ বিরোধী আন্দোলনে জীবনদানকারী অগণিত শহীদের প্রতি। শ্রদ্ধা নিবেদন করছি উদার গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ বিনির্মাণে যে সব অকুতোভয় সেনানি জীবন উৎসর্গ করেছেন তাঁদের প্রতি।

শ্রদ্ধাঞ্জলি

৩। আজ ৭ জুন। বাংলাদেশের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় দিন। ১৯৬৬ সালের ছয় ফেব্রুয়ারি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান লাহোরে সংবাদ সম্মেলনে আমাদের স্বায়ত্তশাসনের একটি রূপরেখা প্রদান করেন। তাঁর নিজের ভাষায় সেটা ছিল 'ছয় দফা কার্যক্রম — আমাদের বাঁচার দাবী।' এই কার্যক্রম ১৯ মার্চ আওয়ামী লীগের কাউন্সিল সভায় অনুমোদিত হয়। এই কার্যক্রমের পক্ষে প্রচারণা চালানোর কারণে ৬ মে-তে বঙ্গবন্ধু গ্রেফতার হন। বঙ্গবন্ধুর গ্রেফতার কিন্তু ছয় দফা আন্দোলনকে আরো বেগবান করে তোলে। প্রগতিশীল ছাত্রসমাজ — ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়ন, আওয়ামী লীগের অনুসারী এবং ছয় দফার সমর্থকবৃন্দ এই ৭ জুনে এই দাবীকে

বাংলাদেশের মহাসনদে পরিণত করেন। সেদিন ঢাকায় পুলিশের গুলিতে ৪১ জন সমর্থক শহীদ হন এবং প্রায় হাজারখানেক গ্রেফতার হন। তাঁদের সকলের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন করে আমি আমার বক্তব্য শুরু করছি।

৪। বিশ্ব অর্থনীতির সাম্প্রতিক অনিশ্চয়তার প্রেক্ষাপটে এবারের বাজেট প্রণয়নের কাজটি আমাদের জন্য ছিল একটি বড় চ্যালেঞ্জ। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বরাবরের মত এবারো মূল্যবান দিক-নির্দেশনা ও পরামর্শ দিয়ে এই কঠিন কাজটিকে সফল সমাপ্তির দিকে এগিয়ে নিতে সহায়তা করেছেন। আমার ওপর তাঁর আস্থা অক্ষুন্ন রেখেছেন। আমি তাঁর কাছে আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ। প্রতিবারের ন্যায় এবারও বাজেট তৈরির প্রাক্কালে আমি কথা বলেছি বিভিন্ন মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সম্মানিত সদস্য, দেশের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, খ্যাতিমান অর্থনীতিবিদ, পেশাজীবী, ব্যবসায়িক সংগঠন, এনজিও নেতৃবৃন্দ, সাংবাদিক এবং সকল মন্ত্রণালয় ও বিভাগের সচিবদের সঙ্গে। তাঁরা প্রত্যেকেই মূল্যবান পরামর্শ এবং প্রাজ্ঞ অভিমত দিয়ে আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। এছাড়া, বাজেট নিয়ে কৃষকসহ সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী ও পেশার মতামত জানতে আমি ঢাকার বাইরে সিলেট ও ময়মনসিংহে দুটি আলোচনা সভায় যোগ দিয়েছি। এ সভাগুলোতে অংশগ্রহণ করে যাঁরা মূল্যবান মতামত দিয়েছেন, তাঁদের প্রতিও আমি কৃতজ্ঞ। একইসাথে বাজেট প্রণয়নের শ্রমসাধ্য কাজটি সুসম্পন্ন করার জন্য আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি অর্থ বিভাগ ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের।

কৃতজ্ঞতা

৫। আপনাদের নিশ্চয়ই স্মরণ আছে — এ সরকারের প্রথম বাজেটে আমি এক নতুন বাংলাদেশের রূপরেখা তুলে ধরেছিলাম। সেই বাংলাদেশে অর্থনীতির চালিকাশক্তি হবে উন্নত প্রযুক্তি এবং উচ্চতর প্রবৃদ্ধি। সেখানে স্থিতিশীল থাকবে দ্রব্যমূল্য। আয়-দারিদ্র্য ও মানব-দারিদ্র্য নেমে আসবে ন্যূনতম পর্যায়ে। সবার জন্য শিক্ষা ও স্বাস্থ্য অধিকার নিশ্চিত হবে। ব্যাপকভাবে বিকশিত হবে মানুষের সৃজনশীলতা এবং সক্ষমতা। বৈষম্য কমে গিয়ে প্রতিষ্ঠিত হবে সামাজিক ন্যায়বিচার। কাঙ্খিত সেই বাংলাদেশে নিশ্চিত হবে অংশীদারিত্বমূলক গণতন্ত্র। অর্জিত হবে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সৃষ্ট বিপর্যয় মোকাবেলার সক্ষমতা। তথ্য-প্রযুক্তির সৃজনশীল ব্যবহারে সেই দেশ হয়ে উঠবে সম্ভাবনাময় 'ডিজিটাল বাংলাদেশ'। এভাবে উন্নয়ন আর সমৃদ্ধির নবতর

রূপকল্পের স্বপ্ন

অভিযাত্রায় ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ পরিণত হবে এক মধ্যম আয়ের দেশে। আমাদের প্রতিটি বাজেটই আমাদের জন্য এই স্বপ্ন পূরণের হাতিয়ার।

মাননীয় স্পীকার

৬। ২০০৮ সালের ২৯ ডিসেম্বর জনগণের বিশাল ম্যান্ডেট নিয়ে আমরা নির্বাচিত হই এবং ৬ জানুয়ারি, ২০০৯ সরকার গঠন করি। একটি সুখী ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে জনগণের সামনে উপস্থাপন করি 'রূপকল্প ২০২১'। ইতোমধ্যে 'রূপকল্প ২০২১' এর আলোকে আমরা প্রণয়ন করেছি 'প্রেক্ষিত পরিকল্পনা' (২০১০-২০২১) এবং 'ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা' (২০১১-২০১৫)। বিগত ৩টি বাজেটই প্রণীত হয়েছে এই পরিকল্পনার অংশ হিসেবে এবং জনগণের কাছে আমাদের প্রতিশ্রুত অঙ্গীকার বাস্তবায়নের লক্ষ্যকে সামনে রেখে। আমাদের প্রণীত প্রতিটি বাজেটে আমরা আমাদের ঘোষিত অঙ্গীকারের কতটা বাস্তবায়ন করতে পেরেছি, কতটুকু পারিনি এবং রূপকল্পের অঙ্গীকার পূরণে কতদূর অগ্রসর হয়েছি তা তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। সকলের সুবিধার্থে আমি পরিশিষ্ট-ক এর **১ম সারণি**-তে বিগত তিন বছরের বাজেটে উল্লিখিত নীতি ও কার্যসূচির মধ্যে যেগুলো সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে তার একটি তালিকা তুলে ধরেছি। **২য় সারণি**-তে অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত বিষয়সমূহের মধ্যে যেগুলো বাস্তবায়নাধীন অথবা চলমান তার একটি তালিকা দিয়েছি এবং **৩য় সারণি**-তে যেসব ক্ষেত্রে বাস্তবায়ন শুরু করা যায়নি সেরকম বিষয়ের আরোও একটি তালিকা প্রদান করেছি।

বাজেটঃ 'রূপকল্প ২০২১' বাস্তবায়নের হাতিয়ার

৭। আজ এই মহান সংসদে দাঁড়িয়ে আমি দৃঢ়তার সাথে বলতে পারি — ঘোষিত অঙ্গীকার বাস্তবায়নে শতভাগ সফলতা অর্জিত না হলেও সাফল্যের পথে আমাদের অগ্রযাত্রা অব্যাহত আছে। আর আমাদের নিরন্তর প্রয়াস থেকে প্রাপ্তির পরিমাণও কম নয়। বিগত বছরগুলোতে বৈশ্বিক ও অভ্যন্তরীণ নানা অভিঘাত সত্ত্বেও রূপকল্পের স্বপ্ন বাস্তবায়নের লক্ষ্য থেকে আমরা বিচ্যুত হইনি। মাত্র তিন বছরের মধ্যে আমরা অভ্যন্তরীণ সম্পদ আহরণ প্রায় দ্বিগুণ করতে পেরেছি; একইসাথে দ্বিগুণ হয়েছে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আকার। ফলে বিশ্বব্যাপী মহামন্দার সময়ে এবং সম্প্রতি এর পুনরাবির্ভাবকালেও এ দেশের অর্থনীতি তার স্বাভাবিক গতিশীলতা হারায়নি। বিদ্যুৎ-জ্বালানি, সামাজিক-ভৌত অবকাঠামো আর

তথ্য-প্রযুক্তি খাতে আবশ্যকীয় বিনিয়োগ নিশ্চিত করা হয়েছে। পরিকল্পিত উন্নয়নের মাধ্যমে সরবরাহের প্রতিবন্ধকতা দূর করে দক্ষতার বিকাশ ঘটানো হয়েছে। সেবা প্রদান প্রক্রিয়া সহজীকরণ, সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর লক্ষ্যাভিমুখী সম্প্রসারণ এবং সময়োপযোগী ও বিচক্ষণ সামষ্টিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার ফলে প্রবৃদ্ধির ধারাবাহিক গতি বজায় রাখতে আমরা সক্ষম হয়েছি। একইসাথে আমরা দারিদ্র্য ও বৈষম্য হ্রাসের মাধ্যমে সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার পথে অনেকদূর এগিয়েছি। সামাজিক সূচকসমূহের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি আন্তর্জাতিক অঙ্গনে সরকার ও দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করেছে। এ প্রাপ্তির পুরো কৃতিত্ব মূলত এ দেশের পরিশ্রমী জনগণের। যে কোন অভিঘাত মোকাবেলায় তাঁদের সহজাত অন্তর্নিহিত ক্ষমতাই রূপকল্পের স্বপ্ন পূরণে আমাদের প্রধান ভরসা।

৮। তবে, স্বপ্ন পূরণের এ পথ মসৃণ নয়। এ পথে রয়েছে হাজারো সমস্যা আর অতীত অব্যবস্থাপনার দায়। মাত্র সাড়ে তিন বছরের মধ্যে এসব সমস্যা দূর করা সম্ভব নয়। এ প্রেক্ষিতে আমরা সমস্যাগুলোর অগ্রাধিকার নির্ণয় করেছি এবং সে অনুযায়ী প্রাপ্ত সম্পদের বরাদ্দ নিশ্চিত করেছি। একইসাথে অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক সম্পদ বাড়ানোর চেষ্টা অব্যাহত রেখেছি। গ্রহণ করছি উপযুক্ত নীতি-কৌশল। আমাদের প্রচেষ্টা সবসময় লক্ষ্যাভিমুখী — সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখা, সরকারি ও বেসরকারি খাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি এবং একে একে উচ্চতর অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধির (inclusive growth) সোপানে আরোহণ করা। আজ নতুন অর্থবছরের যে বাজেট আমি ঘোষণা করতে যাচ্ছি, তা বিগত বছরগুলোর ধারাবাহিকতার আলোকেই প্রণীত। আমার দৃঢ় বিশ্বাস — একটি সুখী, সমৃদ্ধ ও কল্যাণকামী দেশ গড়ার পথে এ বাজেট আমাদের আরও এক ধাপ সামনে এগিয়ে নিয়ে যাবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

সামষ্টিক অর্থনীতি ও বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট

মাননীয় স্পীকার

৯। বাজেট প্রস্তাবাবলী তুলে ধরার আগে যে বৈশ্বিক ও দেশীয় অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে **২০১২-১৩** অর্থবছরের বাজেট প্রণয়ন করা হয়েছে সে সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোকপাত করতে চাই। এখানে আমি পরিশিষ্ট 'ক' এর **৪র্থ সারণি**-তে সাম্প্রতিক সময়ে কতিপয় সূচকের গতিধারা উপস্থাপন করেছি।

বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট

১০। ২০০৮-০৯ ছিল বিশ্ব-মন্দার বছর। এ সময়ই আমরা সরকার গঠন করেছিলাম। এই মন্দা মোকাবেলায় আমরা পরপর দু'টি প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করি। এর ফলে আমাদের অর্থনীতির উপর এই মন্দার নেতিবাচক প্রভাব ন্যূনতম পর্যায়ে রাখা সম্ভব হয়েছিলো। এ সময়ে বিশ্ব প্রবৃদ্ধি নেমে যায় (-০.৬ শতাংশ), রপ্তানি কমে যায় (-১১ শতাংশ) ও রেমিট্যান্স হ্রাস পায় (-৬.৩ শতাংশ)। অথচ আমাদের প্রবৃদ্ধি অব্যাহত থাকে (৫.৭ শতাংশ), রপ্তানি বাড়ে (১০.৩ শতাংশ) এবং রেমিট্যান্সও বৃদ্ধি পায় (২২.৪ শতাংশ)।

১১। বিশ্ব-মন্দার পরবর্তী দু'বছর বিশ্ব-উৎপাদন বৃদ্ধি পায়, বৃদ্ধি পায় রপ্তানি ও রেমিট্যান্স। তবে, ২০১২-তে এসে দেখা যায় — বিশ্ব-মন্দা থেকে বিশ্ব অর্থনীতি পুনরুদ্ধারের যে গতি আশা করা হয়েছিল, বাস্তবে তা হয়নি। মন্দাবস্থা থেকে যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতিতে কিছুটা পুনরুদ্ধার পরিলক্ষিত হলেও ইইউ দেশসমূহে সার্বভৌম ঋণ সংকট (sovereign debt crisis) ও ভূ-রাজনৈতিক ঝুঁকি (geo-political risk) বৃদ্ধির কারণে প্রবৃদ্ধির গতি হ্রাস পায়। অন্যদিকে বৈশ্বিক প্রবৃদ্ধির এই শ্লথ গতি এবং সংযত মুদ্রানীতি গ্রহণের কারণে বিকাশমান ও উন্নয়নশীল অর্থনীতির প্রবৃদ্ধির গতিও কিছুটা কমে আসে। সামনের দিনগুলোতে প্রবৃদ্ধির এই গতিধারা অনেকটাই নির্ভর করবে দ্বিতীয় দফা মন্দার স্থায়িত্ব ও আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানি তেলের মূল্যের ওঠা-নামার ওপর।

১২। সর্বশেষ পূর্বাভাস অনুযায়ী, ২০১২ সালে বিশ্ব অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি দাঁড়াতে পারে ৩.৫ শতাংশ। বিকাশমান ও উন্নয়নশীল অর্থনীতির ক্ষেত্রে এ প্রবৃদ্ধি হতে পারে ৫.৭ শতাংশ। অন্যান্য বিকাশমান ও উন্নয়নশীল অর্থনীতির সাথে তাল মিলিয়ে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির গতি অব্যাহত রাখতে আমরা সক্ষম হয়েছি। ২০১০-১১ অর্থবছরে প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে ৬.৭ শতাংশ এবং সাময়িক হিসাব অনুযায়ী ২০১১-১২ অর্থবছরে ৬.৩ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জিত হবে বলে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) হিসাব দিয়েছে। আমার বিবেচনায় বিবিএস-এর এই হিসাবে তিনটি বিষয় প্রাধান্য পায় নি, যথা- বাম্পার বোরো ধানের ফলন এবং এপ্রিল মাস থেকে অভ্যন্তরীণ চাহিদার ব্যাপক বিকাশ। এছাড়াও এই সময়ে বিদ্যুৎ উৎপাদনে অর্জন প্রশংসনীয় এবং বার্ষিক উন্নয়ন কার্যক্রমের বাস্তবায়ন অনেক সবল হয়েছে। এইসব কারণে আমার বিশ্বাস যে, এই মাসে শেষ হতে যাওয়া বর্তমান অর্থবছরে আমাদের প্রবৃদ্ধির হার ৭ শতাংশের কাছাকাছি হবে। পূর্বাভাস অনুযায়ী ২০১৩ সাল নাগাদ বিশ্ব অর্থনীতির পুনরুদ্ধারের সাথে সাথে বাণিজ্য ও কৃষি খাতে সন্তোষজনক প্রবৃদ্ধির ধারা অব্যাহত থাকবে, উৎপাদনশীল খাতে ঋণ সরবরাহ নিশ্চিত হবে এবং সর্বোপরি বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও যোগাযোগ অবকাঠামো খাতে ধীরে ধীরে ঘাটতি কমে আসবে — এ প্রত্যাশার নিরিখে আগামী ২০১২-১৩ অর্থবছরে আমরা ৭.২ শতাংশ প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছি।

প্রবৃদ্ধি

১৩। গত তিন বছরে রপ্তানি খাতে গড় প্রবৃদ্ধি হয়েছে ২১.২ শতাংশ। চলতি ২০১১-১২ অর্থবছরের এপ্রিল পর্যন্ত রপ্তানি খাতে বিগত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় প্রায় ৮.৪ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হয়েছে। প্রধান প্রধান বাজারসমূহে বিশেষ করে ইইউ দেশসমূহে প্রবৃদ্ধি কমে যাওয়ায় আমাদের রপ্তানির বৈশ্বিক চাহিদা হ্রাস পেয়েছে। তবে, আমরা পণ্য ও বাজার বহুমুখীকরণের সাথে সাথে আঞ্চলিক বাণিজ্য বৃদ্ধির প্রচেষ্টাও অব্যাহত রেখেছি। রপ্তানির পাশাপাশি গত তিন বছরে আমাদের আমদানিও গড়ে ২২.২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। চলতি অর্থবছরের এপ্রিল পর্যন্ত আমদানি খাতে প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৮.৭ শতাংশ। এ সময়ে মূলধনী যন্ত্রপাতি ও শিল্পের কাঁচামাল আমদানির প্রবৃদ্ধি হ্রাস পেলেও গত তিন বছরে মূলধনী যন্ত্রপাতির আমদানি বৃদ্ধি পেয়েছে ২০.৭ শতাংশ ও শিল্পের কাঁচামাল আমদানি বৃদ্ধি পেয়েছে ১৯.৮ শতাংশ। পাশাপাশি আমাদের

বৈদেশিক খাত

উন্নয়ন কৌশলের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এ সময়ে পেট্রোলিয়াম দ্রব্যের আমদানির পরিমাণ বেড়েছে।

১৪। গত তিন বছরে রেমিট্যান্সের প্রবৃদ্ধি হয়েছে গড়ে ৯.৮ শতাংশ। এ বছরেও রেমিট্যান্স প্রবাহের প্রবৃদ্ধি অব্যাহত রয়েছে। জুলাই-এপ্রিল সময়ে এই প্রবৃদ্ধি ১০.৪ শতাংশ। চলতি অর্থবছরের এপ্রিল পর্যন্ত জনশক্তি রপ্তানি হয়েছে ৫.৬৬ লক্ষ। আমরা জনশক্তি রপ্তানি ও রেমিট্যান্স প্রবাহ বৃদ্ধির লক্ষ্যে আমাদের শ্রমিকদের দক্ষতা উন্নয়নের প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছি। নতুন শ্রম বাজার সৃষ্টির লক্ষ্যে কূটনৈতিক প্রচেষ্টাও অব্যাহত রয়েছে।

রেমিট্যান্স ও জনশক্তি রপ্তানি

১৫। চলতি অর্থবছরের প্রথমার্ধে আমরা দেখতে পাই, আমাদের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ হ্রাস পাচ্ছে এবং টাকার বিনিময় হার কমছে। সাথে সাথে আমরা কিছুটা নিয়ন্ত্রিত মুদ্রা ও রাজস্ব নীতি গ্রহণ করি। ফলে বর্তমান অর্থবছরের মার্চ পর্যন্ত চলতি হিসাবে উদ্বৃত্ত দাঁড়িয়েছে ৪৫৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে।

চলতি হিসাব

১৬। এদিকে ডলারের বিপরীতে টাকার মূল্যমানও স্থিতিশীল হয়ে এসেছে। ২৯ মে, ২০১২ তারিখে তা ৮১.৯ টাকায় এসে দাঁড়িয়েছে। আমাদের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৯.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। এটা দিয়ে প্রায় তিন মাসের আমদানি ব্যয় পরিশোধ করা সম্ভব।

বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ও বিনিময় হার

১৭। চলতি অর্থবছরের দ্বিতীয় প্রান্তিক হতে খাদ্য-মূল্যস্ফীতি কমে আসলেও খাদ্য-বহির্ভূত মূল্যস্ফীতি এখনো দুই অঙ্কে বিরাজ করছে। দীর্ঘদিন পরে এপ্রিল, ২০১২ শেষে সাধারণ মূল্যস্ফীতি 'পয়েন্ট টু পয়েন্ট' ভিত্তিতে দুই অঙ্কের নীচে ৯.৯ শতাংশে এবং খাদ্য মূল্যস্ফীতি ৮.১ শতাংশে নেমে এসেছে। আমরা নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের সরবরাহ ও বিতরণ ব্যবস্থা নির্বিঘ্ন রাখছি, নিয়মিত বাজার মনিটরিং করছি এবং কৃষিতে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির ব্যবস্থা নিচ্ছি। এর ফলে কৃষিতে সন্তোষজনক প্রবৃদ্ধি অব্যাহত রয়েছে। এবারও বোরোর বাম্পার ফলন হয়েছে। আমাদের খাদ্য মজুদ পরিস্থিতিও ভালো রয়েছে। উপরন্তু, অপ্রয়োজনীয় সরকারি ব্যয় কাটছাঁট করে এবং রাজস্ব আয় বাড়িয়ে

মূল্যস্ফীতি

বাজেট ঘাটতি সহনীয় পর্যায়ে রাখতে সক্ষম হয়েছি। এসব পদক্ষেপের প্রভাবে মূল্যস্ফীতি সামনের দিনগুলোতে সহনীয় পর্যায়ে নেমে আসবে বলে আমি মনে করি।

১৮। সামগ্রিক চাহিদা নিয়ন্ত্রণে আমরা সংযত মুদ্রানীতি অনুসরণ করছি। মার্চ পর্যন্ত বছরভিত্তিক মুদ্রা সরবরাহের প্রবৃদ্ধি দাঁড়িয়েছে ১৭.৬ শতাংশ। বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি হয়েছে ১৯.৪ শতাংশ। আমরা উৎপাদনশীল খাতে, বিশেষ করে মেয়াদি শিল্প ঋণ ও এসএমই ঋণের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করতে ব্যাংকগুলোর ওপর তদারকি বাড়িয়েছি। অনুৎপাদনশীল খাতে ঋণের প্রবাহ নিয়ন্ত্রণের প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছি। এসব পদক্ষেপও মূল্যস্ফীতি প্রশমনে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে বলে আমি আশা করছি।

মুদ্রানীতি

তৃতীয় অধ্যায়

২০১১-১২ অর্থবছরের বাজেটঃ সমস্যা এবং সংশোধন

১৯। আমি এখানে চলমান অর্থবছরের অর্থাৎ ২০১১-১২ অর্থবছরের অর্থনৈতিক অবস্থা এবং সংশোধিত বাজেটের বিষয়ে অতি সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখছি। ২০০৯-১০ ও ২০১০-১১ অর্থবছরে রাজস্ব পরিস্থিতি স্থিতিশীল ছিল। বাজেট ঘাটতি ছিল সহনীয় পর্যায়ে। এ সময়ে আমাদের রাজস্ব আয় বৃদ্ধি পায়। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আকার ও ব্যবহারের হারও যথেষ্ট বাড়াতে আমরা সক্ষম হই। চলতি অর্থবছরের রাজস্ব পরিস্থিতি সম্পর্কে আমি ইতোমধ্যে ২টি ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন এই মহান সংসদে উপস্থাপন করেছি। আমার দ্বিতীয় ত্রৈমাসিক উপস্থাপনায় ২০১১-১২ অর্থবছরের সম্ভাব্য সংশোধিত বাজেট কাঠামো তুলে ধরেছিলাম। তবে, সেটি ছিল অর্থবছরের এমন একটি সময়, যখন থেকে সাধারণভাবে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার কর্মকাণ্ডে গতি সঞ্চার হতে শুরু করে। ফলে, অর্থবছরের বাকি সময়ে আয়-ব্যয়ের চিত্রটি আরো উজ্জ্বল হয়ে উঠবে বলে আমি আশাবাদ ব্যক্ত করেছিলাম। এরই ধারাবাহিকতায় আমি এবার ২০১১-১২ অর্থবছরের প্রস্তাবিত সংশোধিত বাজেটের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণী উপস্থাপন করছিঃ

সংশোধিত রাজস্ব আয়

- ২০১১-১২ অর্থবছরের মূল বাজেটে রাজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ১ লক্ষ ১৮ হাজার ৩৮৫ কোটি টাকা (জিডিপি'র ১৩.২ শতাংশ)। সংশোধিত বাজেটে এনবিআর বহির্ভূত খাতে রাজস্ব আহরণের লক্ষ্যমাত্রা অপরিবর্তিত রেখে এনবিআর খাতে লক্ষ্যমাত্রা ৫০০ কোটি টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে। টু-জি মোবাইল লাইসেন্স ফি ২ বছরের জায়গায় ৩ বছরে বিস্তৃত করায় কর বহির্ভূত রাজস্ব ৪ হাজার কোটি টাকা কমিয়ে ১৮ হাজার ৬০০ কোটি টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। ফলে মোট রাজস্ব আদায়ের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা দাঁড়িয়েছে ১ লক্ষ ১৪ হাজার ৮৮৫ কোটি টাকা (জিডিপি'র ১২.৬ শতাংশ)। আমরা চলতি অর্থবছরে সরকারের রাজস্ব আয় গত অর্থবছরের প্রকৃত আদায় থেকে (জিডিপি-র প্রায় ০.৮ শতাংশ) বাড়াতে সক্ষম হব বলে আশাবাদী।

- চলতি অর্থবছরের মূল বাজেটে সর্বমোট সরকারি ব্যয়ের প্রাক্কলন ছিল ১

সংশোধিত মোট ব্যয়

লক্ষ ৬৩ হাজার ৫৮৯ কোটি টাকা (জিডিপি'র ১৮.২ শতাংশ)। সংশোধিত বাজেটে তা ২ হাজার ৩৭৬ কোটি টাকা হ্রাস পেয়ে দাঁড়িয়েছে ১ লক্ষ ৬১ হাজার ২১৩ কোটি টাকায় (জিডিপি'র ১৭.৬ শতাংশ)। প্রকল্প সাহায্যের ব্যবহার আশানুরূপ না হওয়ায় বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির বরাদ্দ কিছুটা হ্রাস পেয়ে ৪১ হাজার ৮০ কোটি টাকায় এসে দাঁড়িয়েছে। অন্যদিকে কৃষি, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতসহ মোট ভর্তুকি বাবদ মূল বরাদ্দ ছিল ২০ হাজার ৪৭৭ কোটি টাকা। সংশোধিত বাজেটে তা ৯ হাজার ৬৭৭ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৩০ হাজার ১৫৪ কোটি টাকা। পিপিপি, শেয়ার ও ইক্যুয়িটিতে বিনিয়োগ এবং অপ্রত্যাশিত খাত থেকে স্থানান্তর ও অপ্রয়োজনীয় ব্যয় কাট-ছাঁটের মাধ্যমে অতিরিক্ত ভর্তুকি ব্যয়ের অর্থ সংস্থান করা হয়েছে।

বাজেট ঘাটতি

➢ মূল বাজেটে প্রাক্কলিত ঘাটতি ধরা হয়েছিল জিডিপি'র ৫ শতাংশ। সংশোধিত বাজেটে তা' সামান্য বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়াবে জিডিপি'র ৫.১ শতাংশে। এই ঘাটতির মধ্যে জিডিপি'র ১.৩ শতাংশ মেটানো হবে বৈদেশিক উৎস থেকে এবং বাকি ৩.৮ শতাংশ মেটানো হবে অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে। এর মধ্যে ব্যাংক ব্যবস্থা থেকেই আসবে ৩.২ শতাংশ। সার্বিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখার স্বার্থে ব্যাংক খাতের ওপর এই নির্ভরশীলতা কমিয়ে আনা প্রয়োজন। সে লক্ষ্যে ইতোমধ্যেই আমরা সঞ্চয়পত্রের মুনাফার হার বাড়িয়েছি, শিথিল করেছি বিনিয়োগের শর্তসমূহ।

সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি

➢ গত তিনটি বাজেট বক্তৃতায় আমি বলেছিলাম আমাদের সামনে বড় চ্যালেঞ্জ হলো বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির সফল বাস্তবায়ন। এ বিষয়ে পরিকল্পনা কমিশন বৃহৎ ১০টি মন্ত্রণালয়ে প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা করছে। আমি নিজে তিন দফায় সবগুলো মন্ত্রণালয়/বিভাগের সাথে মিলিত হয়েছি। আমরা জোর দিচ্ছি — অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, প্রকল্প বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়সমূহ এবং উন্নয়ন সহযোগীদের মধ্যে নিবিড় সমন্বয়ের ওপর। পাশাপাশি, বৈদেশিক সাহায্যপ্রাপ্ত সর্বাধিক ব্যয়সাপেক্ষ প্রকল্পসমূহের

বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নকেও আমরা যথেষ্ট গুরুত্বের সাথে নিয়েছি। বাস্তবায়ন দক্ষতা অবশ্যই বহুগুণ বেড়েছে। ২০০৮-০৯ সালে যেখানে বার্ষিক উন্নয়ন কার্যক্রমে প্রকৃত ব্যয় হয় ১৯ হাজার ৪৩৮ কোটি টাকা বা জাতীয় আয়ের ৩.১৬ শতাংশ এবার তা হচ্ছে ৪১ হাজার ৮০ কোটি টাকা বা জাতীয় আয়ের ৪.৪৯ শতাংশ।

মাননীয় স্পীকার

সাম্প্রতিক অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট

২০। গত দুই বছর ধরে আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানি তেলের সাথে সাথে সার এবং খাদ্যের মূল্যও অব্যাহতভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এর নেতিবাচক প্রভাব আমাদের মত আমদানি-নির্ভর দেশে অবশ্যম্ভাবী। জ্বালানি তেলের মূল্যবৃদ্ধিজনিত এ অভিঘাত মোকাবেলায় কিছু অপ্রিয় সিদ্ধান্ত নিতে হতে পারে বলে আমি গত বাজেটেই আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলাম। বলেছিলাম রাজস্ব আয় বাড়াতে হবে। ভর্তুকিসহ কম গুরুত্বপূর্ণ ব্যয় কমাতে হবে। প্রয়োজনে কৃচ্ছ্রতা সাধন করতে হবে। আমি আরও বলেছিলাম সম্ভাব্য অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা অর্জনের জন্য মুদ্রা সরবরাহ সংযত করতে হবে এবং বিনিময় হারের যথাযথ পুনর্বিন্যাসও প্রয়োজন হতে পারে। চলতি অর্থবছরের প্রথমার্ধে আমরা দেখতে পাই — সরকারি ব্যয় লক্ষ্যণীয়ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এই বৃদ্ধি ঘটে মূলত কৃষি, জ্বালানি ও বিদ্যুৎ খাতে অতিরিক্ত ভর্তুকির দায় থেকে। এর তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া হিসেবে ব্যাংক ব্যবস্থা হতে সরকারের ঋণ গ্রহণের পরিমাণ বাড়ে। ফলে সুদের হার বেড়ে যায়। ব্যক্তিখাতের ঋণ প্রবাহের গতি কিছুটা শ্লথ হয়ে আসে। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের ওপর চাপ সৃষ্টি হয় এবং টাকার বিনিময় হার অস্থিতিশীল হয়ে ওঠে। সাথে সাথে আমরা সংযত মুদ্রা ও রাজস্ব নীতি গ্রহণ করি। আমরা অগ্রাধিকারের পুনর্বিন্যাস এবং ব্যয় যৌক্তিকীকরণ করি। ফলে দ্বিতীয়ার্ধের প্রথম থেকেই সামষ্টিক অর্থনীতির গতিশীলতা ফিরে আসে। আশা করছি — সামনের দিনগুলোতেও আমরা অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা ও প্রবৃদ্ধির গতিধারা অব্যাহত রাখতে সক্ষম হব।

২১। এখানে একটা কথা বলে রাখা ভাল — তত্ত্বগতভাবে সুদের হার বাড়লে বিনিয়োগ কমে, শিল্পায়ন ব্যাহত হয়। চলতি অর্থবছরে ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে সরকারের অধিকতর ঋণ গ্রহণ এবং মুদ্রাস্ফীতি কমানোর জন্য সংযত মুদ্রানীতি গ্রহণের ফলে সুদের হার কিছুটা বেড়েছে। এ কারণে আগামী অর্থবছরে ব্যাংক

ব্যবস্থা থেকে সরকার ন্যূনতম ঋণ গ্রহণের নীতি গ্রহণ করেছে। আমরা মনে করি — সুদের হার সাধারণভাবে উন্মুক্ত রাখা উচিত যাতে করে চাহিদা ও যোগানের ভিত্তিতে সুদের হার নির্ধারিত হতে পারে এবং সম্পদের সর্বোত্তম (optimum allocation of resources) ব্যবহার নিশ্চিত হয়। এক্ষেত্রে আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন — প্রায়োগিকভাবে (emperically) দেখা গিয়েছে সুদের হারের সাথে বিনিয়োগের সম্পর্ক ততটা স্পষ্ট নয়। একটি দেশের অর্থনীতি যখন উচ্চ সোপানে আরোহণরত (take off), তখন বিনিয়োগে উচ্চ মুনাফা (high profit) ও উচ্চ প্রাপ্তির (high returns) সুযোগ থাকে। এ কারণে সুদের হার বাড়লেও বিনিয়োগ তেমন বাধাগ্রস্ত হয় না।

২২। আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানি তেলের মূল্যের উর্ধ্বমুখী প্রবণতার সাথে আমরা যথাসময়ে প্রয়োজনীয় মূল্য সমন্বয় না করার ফলে ভর্তুকির পরিমাণ বাড়ছে। চাপ সৃষ্টি হয়েছে আর্থিক খাতের ওপর, সরকারের বাজেটের ওপর, সামষ্টিক অর্থনীতির ওপর। এ প্রেক্ষাপটে ভর্তুকির পরিমাণ সহনীয় পর্যায়ে নামিয়ে আনতেই হবে, বিশেষ করে জ্বালানি ভর্তুকি। সীমিত করতে হবে অনুৎপাদনশীল খাতে সরকারি ব্যয়। বাড়াতে হবে রাজস্ব আয়। নিয়ন্ত্রণ করতে হবে অনুৎপাদনশীল

অর্থনৈতিক কৌশল

খাতে ঋণ প্রবাহ। সংযত মুদ্রানীতি বহাল রাখতে হবে। তবে, একইসাথে আমাদের খেয়াল রাখতে হবে প্রবৃদ্ধির গতিধারা যেন রুদ্ধ না হয়, ব্যক্তি বিনিয়োগ যেন বাধাগ্রস্ত না হয়। সে লক্ষ্যে সৃষ্টি করতে হবে রাজস্ব ও মুদ্রাখাতে পর্যাপ্ত পরিসর (fiscal and monetary space)। বাড়াতে হবে বৈদেশিক সাহায্যের ব্যবহার। বের করতে হবে প্রতিশ্রুত বৈদেশিক সাহায্যের দ্রুত অবমুক্তি ও সদ্ব্যবহারের উপায়। দেশে বিনিয়োগে প্রবাসী বাংলাদেশীদের উৎসাহিত করতে হবে। প্রয়োজনে সভরিন বন্ড (sovereign bond) ইস্যু করতে হবে, যা থেকে আহরিত অর্থ শুধুমাত্র জাতীয় অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত বৃহৎ প্রকল্পে ব্যয় করা হবে। এখানে বলে রাখা ভাল যে, স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় প্রতি বছরই আমাদের বাজেটের আকার বাড়বে এবং প্রতিবছর অনুন্নয়ন খাতে ব্যয় বাড়বে। জাতি একটি সম্পদ সৃষ্টি করলে সেই সম্পদ থেকে যথাযথ সুফল আহরণ করতে গেলে তার পরিচালনা এবং সংরক্ষণ অপরিহার্য হয়ে পড়ে। এই পরিচালনা ও সংরক্ষণের দায়িত্বই হলো অনুন্নয়ন বাজেটের এবং আমরা জানি, প্রায়শই এই দু'টি কাজে ব্যর্থতা অর্থনীতিতে অব্যবহৃত সামর্থ্য সৃষ্টি করে যা জাতির উন্নয়নকে বাধাগ্রস্ত করে।

চতুর্থ অধ্যায়

২০১২-১৩ অর্থবছরের বাজেট কাঠামো

অনুমান

মাননীয় স্পীকার

২৩। এখন আমি **২০১২-১৩** অর্থবছরের সামগ্রিক বাজেট কাঠামোর উপর সংক্ষেপে আলোকপাত করতে চাই। একটি মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামোর আওতায় আগামী অর্থবছরের বাজেটটি প্রণীত হয়েছে। এই কাঠামোর অন্যতম প্রধান উপজীব্য হলো — রাজস্ব ও মুদ্রা নীতি-কৌশলের ধারাবাহিকতা ও

বিশ্ব অর্থনীতি

সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা। অনুমান করা হয়েছে — ২০১২ সালে বিশ্ব অর্থনীতি, বিশেষ করে ইউরোপে মন্দার যে পুনরার্বিভাব ঘটে, ২০১৩ সালে বিশ্ব অর্থনীতি তা থেকে বেরিয়ে আসবে। ফলে বিশ্ব অর্থনীতির প্রবৃদ্ধির হারও বৃদ্ধি পাবে। বৃদ্ধি পাবে বাংলাদেশের রপ্তানি পণ্যের চাহিদা। পরিশিষ্ট 'ক' এর **৫ম সারণি**-তে বাজেট কাঠামো সম্বন্ধে একটি ছক দেয়া হয়েছে এবং **৬ষ্ঠ** ও **৭ম সারণি**-তে সমগ্র বাজেটের এবং বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির খাতওয়ারি বরাদ্দ তুলে ধরা হয়েছে।

২৪। আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল-এর সাথে ইসিএফ (Extended Credit Facility, ECF) কর্মসূচি কার্যকর হওয়ায় উন্নয়ন সহযোগী এবং সম্ভাব্য বিনিয়োগকারীদের মধ্যে বাংলাদেশ সম্পর্কে অধিকতর আস্থার সৃষ্টি হবে। তাতে সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ (Foreign Direct Investment, FDI) বৃদ্ধি

রাজস্ব ও মুদ্রা খাতের পরিসর

পাবে বলে আমরা আশা করছি। এতে পাইপলাইনে থাকা বৈদেশিক সাহায্য অবমুক্তিও সহজতর হবে। প্রকল্প সহায়তার ব্যবহার বৃদ্ধি পাবে। ফলে এডিপি বাস্তবায়নে গতিশীলতা আসবে। সঞ্চয়পত্রকে আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য আমরা এর সুদের হার বাজারে বিদ্যমান অন্যান্য সুদের হারের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করেছি। উপরন্তু, আগামী অর্থবছরে প্রচলিত ডায়াসপোরা (diaspora) বন্ডসমূহ রিপ্যাকেজিং (repackaging) ও রিব্র্যান্ডিং (rebranding) করে আমরা বাজারমুখী বিপণন নীতি গ্রহণ

করেছি। এর ফলে প্রস্তাবিত বাজেটে সঞ্চয়পত্র ও বন্ডসমূহ থেকে আমাদের সংগ্রহ বৃদ্ধি পাবে। ব্যক্তিখাতে ঋণ ও বিনিয়োগ প্রবাহ হ্রাসের (crowding out) সম্ভাবনা থাকবে না। রাজস্ব ও মুদ্রাখাতে পরিসর সৃষ্টি হবে। সরকারের উন্নয়নমূলক কার্যক্রমে অধিকতর গতি আসবে। ত্বরান্বিত হবে ব্যক্তি খাতে বিনিয়োগ। এ প্রেক্ষিতে আগামী ২০১২-১৩ অর্থবছরে ৭.২ শতাংশ জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জন সম্ভব হবে। ২০১৪-১৫ অর্থবছর নাগাদ প্রবৃদ্ধির এই হার ৮ শতাংশে উন্নীত হবে।

কৃষি খাতে প্রবৃদ্ধি

২৫। কৃষি খাত আমাদের প্রবৃদ্ধি অর্জনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে সহায়তা করবে। বন্যা, খরা ও লবণাক্ততা-সহিষ্ণু বীজ উদ্ভাবন, কৃষি ক্ষেত্রে সরকারি সহায়তা লক্ষ্যাভিমুখীকরণ, সেচের জন্য নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ এবং কৃষি ঋণের প্রবাহ বৃদ্ধি অব্যাহত থাকবে। ফলে কৃষিখাতে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, শস্য নিবিড়তা (crop intensity) ও কৃষি পণ্যের বহুমুখীকরণ ঘটবে।

ব্যক্তিখাতে বিনিয়োগ

২৬। এই মুহূর্তে বিনিয়োগের প্রথম বাধা হচ্ছে অনুন্নত অবকাঠামো এবং সুশাসনের অভাব। অবকাঠামো উন্নয়নে আমরা জোর দিয়েছি। দ্রুত বিদ্যুতায়নের প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছি। আমাদের অন্বেষা চলছে সর্বোত্তম জ্বালানি বহুমুখীকরণের। রেল, সড়ক, নৌ-পথ এবং স্থল, নৌ ও বিমান বন্দরসমূহের সম্প্রসারণ ও উন্নয়নে আমাদের উদ্যোগ অব্যাহত রয়েছে। আমরা অবকাঠামো গড়ে তোলার প্রয়াশ নিয়েছি সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে। ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার পথেও আমরা দ্রুত অগ্রসর হচ্ছি। একইসাথে ব্যবসা-ব্যয় কমিয়ে আনার জন্য সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ হাতে নিয়েছি। আমরা আশা করছি — আমাদের এসব পদক্ষেপের ফলে ব্যক্তি খাতের বিনিয়োগ বাড়বে (crowd in)। বেসরকারি খাতের বিনিয়োগ নিয়ে অনেকেই আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন। আমার কাছে মনে হয় এই আশঙ্কা অমূলক। কারণ, গত বছর ব্যক্তিমালিকানা খাতে ঋণ প্রবাহের প্রবৃদ্ধির হার ছিল খুব বেশি। প্রায় ২৬ শতাংশ। যা' এই বছরে ১৬ শতাংশ অনুমিত হচ্ছে। জুন, ২০১১ পর্যন্ত ব্যক্তিখাতে ঋণের পরিমাণ ছিল ৩ লক্ষ ৪০ হাজার ৭১৩ কোটি টাকা। চলতি অর্থবছর শেষে তা' দাঁড়াতে পারে ৩ লক্ষ ৯৫ হাজার ২২৭ কোটি টাকা।

২৭। রাজস্ব খাতে চলমান আইন, পদ্ধতি এবং কাঠামোগত সংস্কার কার্যক্রমসমূহ অব্যাহত থাকবে। চলতি অর্থবছরে শুরু হওয়া 'বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি' পদ্ধতি রাজস্ব আদায় বৃদ্ধিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে। রেটসমূহ পুনঃনির্ধারণের ফলে এনবিআর-বহির্ভূত কর ও কর-বহির্ভূত রাজস্ব আহরণ বৃদ্ধি পাবে।

রাজস্ব আহরণ

২৮। প্রস্তাবিত বাজেটে আন্তর্জাতিক বাজারমূল্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে স্বয়ংক্রিয়ভাবে জ্বালানি তেলের মূল্য সমন্বয় এবং পরিকল্পনা মোতাবেক বিদ্যুতের মূল্য সমন্বয়ের অনুমান করা হয়েছে। খাদ্য মূল্যস্ফীতির ওপর জ্বালানি তেলের মূল্য বৃদ্ধির বিলম্বিত প্রভাবের কারণে প্রথমদিকে খাদ্য বহির্ভূত মূল্যস্ফীতি কিছুটা বেশি থাকতে পারে। তবে, সংযত মুদ্রানীতির পাশাপাশি রাজস্ব খাত সুসংহতকরণের (fiscal consolidation) প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে। দেশে কৃষিপণ্যের সন্তোষজনক উৎপাদন এবং আন্তর্জাতিক বাজারে খাদ্যশস্যের নিম্নমুখী মূল্যের পূর্বাভাসের প্রেক্ষিতে আমরা আশা করছি — খাদ্যশস্যের মূল্য সহনীয় পর্যায়ে থাকবে। বৈদেশিক মুদ্রার সরবরাহ বৃদ্ধি টাকার বিনিময় হারের ক্ষেত্রে স্থিতিশীলতা বজায় রাখবে। ফলে মূল্যস্ফীতি সহনীয় পর্যায়ে নেমে আসবে। এ প্রেক্ষিতে আগামী অর্থবছরে মূল্যস্ফীতি ৭.৫ শতাংশে এবং মধ্যমেয়াদে তা ৫.০ শতাংশে নামিয়ে আনতে পারব বলে আশা করছি।

সহনীয় মূল্যস্ফীতি

কাঠামো

মাননীয় স্পীকার

এবার আমি আগামী ২০১২-১৩ অর্থবছরে প্রস্তাবিত আয় ও ব্যয়ের সংক্ষিপ্ত চিত্র তুলে ধরবঃ

২৯। ২০১২-১৩ অর্থবছরে মোট রাজস্ব আয় প্রাক্কলন করা হয়েছে ১ লক্ষ ৩৯ হাজার ৬৭০ কোটি টাকা – যা জিডিপি'র ১৩.৪ শতাংশ। এর মধ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড সূত্রে ১ লক্ষ ১২ হাজার ২৫৯ কোটি টাকার কর রাজস্ব প্রাক্কলন করা হয়েছে (জিডিপি'র ১০.৮ শতাংশ)। এনবিআর-বহির্ভূত সূত্র থেকে কর রাজস্ব প্রাক্কলন করা হয়েছে ৪ হাজার ৫৬৫

রাজস্ব আয় প্রাক্কলন

কোটি টাকা (জিডিপি'র ০.৪ শতাংশ)। এছাড়া, কর-বহির্ভূত খাত থেকে রাজস্ব আহরিত হবে ২২ হাজার ৮৪৬ কোটি টাকা (জিডিপি'র ২.২ শতাংশ)।

ব্যয় প্রাক্কলন

৩০। ২০১২-১৩ অর্থবছরে বাজেটের মোট ব্যয় প্রাক্কলন করা হয়েছে ১ লক্ষ ৯১ হাজার ৭৩৮ কোটি টাকা (জিডিপি'র ১৮.১ শতাংশ)। এবারে বাজেটে অনুন্নয়নসহ অন্যান্য খাতে মোট বরাদ্দ রাখা হয়েছে ১ লক্ষ ৩৬ হাজার ৭৩৮ কোটি টাকা (জিডিপি'র ১৩.১ শতাংশ) এবং বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ ধরা হয়েছে ৫৫ হাজার কোটি টাকা (জিডিপি'র ৫.৩ শতাংশ)।

বাজেট ঘাটতি ও অর্থায়ন

৩১। সার্বিকভাবে বাজেট ঘাটতি দাঁড়াবে ৫২ হাজার ৬৮ কোটি টাকা, যা জিডিপি'র ৫.০ শতাংশ। ঘাটতি অর্থায়নে বৈদেশিক সূত্র থেকে ১৮ হাজার ৫৮৪ কোটি টাকা (জিডিপি'র ১.৮ শতাংশ) এবং অভ্যন্তরীণ সূত্র হতে ৩৩ হাজার ৪৮৪ কোটি টাকা (জিডিপি'র ৩.২ শতাংশ) সংগ্রহ করা হবে। অভ্যন্তরীণ উৎসের মধ্যে ব্যাংক ব্যবস্থা হতে সংগৃহীত হবে ২৩ হাজার কোটি টাকা (জিডিপি'র ২.২ শতাংশ) এবং ব্যাংক-বহির্ভূত খাত থেকে ১০ হাজার ৪৮৪ কোটি টাকা (জিডিপি'র ১.০ শতাংশ)। ঘাটতি অর্থায়নে এবারও আমরা সহজ শর্তে স্বল্প সুদে বৈদেশিক উৎস হতে ঋণ আহরণকে গুরুত্ব দিয়েছি।

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন

৩২। গত ৩টি বাজেটের মত এবারও আমরা দেশের কোনো একটি বিশেষ অঞ্চলের দিকে না তাকিয়ে নির্বাচনী অঙ্গীকার অনুযায়ী আঞ্চলিক সমতা, উন্নত অবকাঠামো এবং গুণগত ব্যয়ের বিষয়টি বিবেচনায় রেখে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আকার নির্ধারণ করেছি। প্রস্তাবিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে মানবসম্পদ (শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য) খাতে ২৫.৫ শতাংশ; সার্বিক কৃষিখাতে (কৃষি, পল্লী উন্নয়ন ও পল্লী প্রতিষ্ঠান, পানিসম্পদ এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য) ২৯.৯ শতাংশ; বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে ১৭.৩ শতাংশ এবং যোগাযোগ (সড়ক, রেল, সেতু এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য) খাতে ১৪.৮ শতাংশ বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে।

৩৩। আমি ইতোমধ্যে ২০১২-১৩ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির বরাদ্দ কাঠামো উপস্থাপন করেছি। এখন প্রস্তাবিত বাজেটের সামগ্রিক ব্যয় কাঠামো

সামগ্রিক ব্যয় কাঠামো

(উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন) সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত রূপরেখা এ মহান সংসদে তুলে ধরতে চাই, যা থেকে সমগ্র বাজেটের খাতওয়ারি বিভাজন ও অগ্রাধিকার সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যাবে। বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগের সম্পাদিত কাজের শ্রেণীবিন্যাস অনুযায়ী কাজগুলোকে আমরা ৩টি প্রধান ভাগে ভাগ করতে পারি — সামাজিক অবকাঠামো, ভৌত অবকাঠামো ও সাধারণ সেবা খাত। প্রস্তাবিত বাজেটে সামাজিক অবকাঠামো খাতে বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে মোট বরাদ্দের ২৪.২ শতাংশ, যার মধ্যে মানবসম্পদ খাতে (শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য খাত) বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে ২০.৫ শতাংশ। ভৌত অবকাঠামো খাতে প্রস্তাব করা হয়েছে মোট বরাদ্দের ২৭.৮ শতাংশ। এর মধ্যে রয়েছে সার্বিক কৃষি ও পল্লী উন্নয়ন খাতে ১৪.৯ শতাংশ; বৃহত্তর যোগাযোগ খাতে ৭.০ শতাংশ এবং বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে ৫.০ শতাংশ। সাধারণ সেবা খাতে প্রস্তাবিত বরাদ্দ মোট বরাদ্দের ১৯.৩ শতাংশ। সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব (PPP), বিভিন্ন শিল্পে আর্থিক সহায়তা, ভর্তুকি, রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে বিনিয়োগজনিত ব্যয় বাবদ বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে ৪.৯ শতাংশ। সুদ পরিশোধ বাবদ প্রস্তাব করা হয়েছে ১২.২ শতাংশ। নীট ঋণদান (net lending) ও অন্যান্য ব্যয় বাবদ ব্যয়িত হবে অবশিষ্ট ১১.৭ শতাংশ। আমি আশা করছি — বৈশ্বিক ও অভ্যন্তরীণ বাস্তবতার নিরিখে যে বাজেট কাঠামোটি আমরা আগামী অর্থবছরে বাস্তবায়ন করতে যাচ্ছি তা' প্রবৃদ্ধি সহায়ক হবে, মূল্যস্ফীতিকে সংযত রাখবে এবং এতে জনগণের আশা-আকাঙ্খার প্রতিফলন ঘটবে।

পঞ্চম অধ্যায়

সংস্কার কার্যক্রম

সরকারি ব্যয় ব্যবস্থাপনা

মাননীয় স্পীকার

৩৪। আমাদের সম্পদ সীমিত। প্রয়োজন এই সীমিত সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা। তাই সরকারি আর্থ-ব্যবস্থাপনায় অধিকতর স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সংস্কার কার্যক্রম এগিয়ে নিতে আমরা বদ্ধপরিকর। সংস্কার একটি চলমান প্রক্রিয়া এবং সংস্কার ছাড়া ক্রমপশ্চাদপদ ব্যবস্থা উন্নত হয় না। এক্ষেত্রে এ যাবৎ অর্জিত অগ্রগতি ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার ওপর আমি সংক্ষেপে আলোকপাত করতে চাই।

মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামো

৩৫। বাজেট প্রণয়ন পদ্ধতি সংস্কারের অংশ হিসেবে আমরা ইতোমধ্যে সাংবিধানিক সকল দপ্তরসহ সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগকে মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামোর আওতাভুক্ত করেছি। ফলে সরকারের নীতি ও অগ্রাধিকার অনুযায়ী অর্থ বরাদ্দ নিশ্চিত করা এবং সরকারি দপ্তর/সংস্থাসমূহের কৃতি (performance) মূল্যায়নের ব্যবস্থা আমরা শুরু করেছি। বর্তমানে এ প্রক্রিয়াকে আরও নিবিড় করার প্রয়াস চলছে। এই প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে চলতি অর্থবছরের মধ্যে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহে বাজেট অনুবিভাগ/অধিশাখা সৃজনের কাজ সম্পন্ন হবে বলে আশা করছি।

মাল্টি-মডিউল ডাটাবেজ (iBAS)

৩৬। প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতার সাথে সাথে সরকারি দপ্তরসমূহের কারিগরি সক্ষমতা (Technical Capacity) বৃদ্ধির লক্ষ্যেও আমরা কাজ করছি। সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ বর্তমানে কম্পিউটারভিত্তিক মাল্টিমডিউল ডাটাবেজের (iBAS) মাধ্যমে বাজেট প্রণয়ন করছে। আমরা একে বিভিন্ন অধিদপ্তর/সংস্থার জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের দপ্তর পর্যন্ত সম্প্রসারণের পরিকল্পনা নিয়েছি। এর ধারাবাহিকতায় ভবিষ্যতে শুধু বাজেট প্রণয়ন নয়, রাজস্ব আহরণ ও অর্থ ছাড়সহ

বাজেট বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণের কাজেও মাল্টিমডিউল ডাটাবেজ ব্যবহার করা হবে।

৩৭। লক্ষ্যানুযায়ী উৎপাদ (output) পেতে হলে সুষ্ঠু ব্যয় ব্যবস্থাপনার বিকল্প নেই। এ কারণে ব্যয় ব্যবস্থাপনা সংস্কারের উদ্যোগ অব্যাহত রেখেছি। সামষ্টিক অর্থনৈতিক মডেল ও ডাটাবেজ তৈরির মাধ্যমে আমরা সামষ্টিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার ভিত শক্ত করার প্রয়াস নিয়েছি। সরকারের ঋণ ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা গতিশীল করার জন্য বিশ্লেষণ ব্যবস্থার উন্নয়ন শুরু করেছি। শুরু করেছি নগদ লেনদেন পরিকল্পনা। ব্যবস্থাপনাগত স্বচ্ছতা বিধানের লক্ষ্যে সরকারের শেয়ার ও ইক্যুইটির ডাটাবেজ তৈরির পদক্ষেপও নেওয়া হয়েছে। গত অর্থবছর থেকেই অঙ্গীকার অনুযায়ী আমরা অনুন্নয়ন ও উন্নয়ন বাজেটের অর্থনৈতিক কোডভিত্তিক ম্যাপিং (mapping) শুরু করেছি। আশা করি — এসব প্রয়াস হবে অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক অর্থনৈতিক অস্থিতিশীলতার হাত থেকে আমাদের অর্থনীতিকে রক্ষার বর্ম।

ব্যয় ব্যবস্থাপনার সংস্কার

৩৮। প্রকল্প অনুমোদন প্রক্রিয়ায় দীর্ঘসূত্রিতা ও জটিলতা এড়ানোর উপায় নির্ণয়ের জন্য ২টি কমিটি গঠন করেছি। আশা করছি — আগামী সেপ্টেম্বর নাগাদ এ কমিটিগুলোর সুপারিশ বাস্তবায়নের কাজ শুরু করতে পারব। স্বীকার করছি — এক্ষেত্রে আমাদের কিছু ব্যর্থতাও রয়েছে। উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, প্রক্রিয়াকরণ, বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন কার্যক্রম সুষ্ঠু করার লক্ষ্যে প্রতিশ্রুত নীতিমালা এখনও আমরা জারি করতে পারিনি। তবে আমাদের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি

৩৯। আমি গত বাজেট বক্তৃতায় আন্তর্জাতিক রীতির সাথে সামঞ্জস্য বিধানের লক্ষ্যে বিদ্যমান বাজেট শ্রেণীবিন্যাস কাঠামো সংশোধনের কথা বলেছিলাম। ইতোমধ্যে আমরা একটি খসড়া শ্রেণীবিন্যাস কাঠামো প্রস্তুত করেছি। এটি বর্তমানে পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর্যায়ে রয়েছে। আশা করছি — আগামী অর্থবছরের মধ্যেই এ কাঠামোটি আমরা চূড়ান্ত করতে পারবো। এই কাঠামোটি চূড়ান্ত হলেই জেলা বাজেট প্রণয়নের যে অঙ্গীকার আমরা করেছিলাম তা’ বাস্তবায়নের পথে বিদ্যমান কারিগরি বাধাসমূহ দূর হয়ে যাবে।

বাজেটের নতুন শ্রেণীবিন্যাস ও জেলা বাজেট

৪০। আমরা সম্প্রতি তিনটি মন্ত্রণালয়ে পরীক্ষামূলকভাবে 'ইলেকট্রনিক ফান্ড ট্রান্সফার' বা 'ইএফটি' পদ্ধতি চালু করেছি। এতে সরাসরি সুবিধাভোগীর ব্যাংক হিসাবে অর্থ প্রেরণ করে তা' মোবাইল ও ইন্টারনেটের মাধ্যমে তাঁকে জানিয়ে দেয়া হচ্ছে। আগামী অর্থবছরে সকল মন্ত্রণালয়ে এবং পর্যায়ক্রমে জেলা পর্যায়ে এ পদ্ধতির বিস্তার করার পরিকল্পনা আমাদের রয়েছে। ট্রেজারি চালান ডিজিটাইজেশন প্রক্রিয়া আগামী অর্থবছরেই সম্পন্ন হবে। প্রজাতন্ত্রের সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারির বেতন-ভাতা, পেনশন, পে-রোল এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক তথ্য সম্বলিত তথ্য-ভাণ্ডার তৈরির প্রক্রিয়াও শুরু করেছি। আমরা আগামী অর্থবছরে একটা পেনশন ফান্ড গঠন করার বিষয়েও চিন্তা-ভাবনা করছি।

সরকারি আর্থিক ব্যবস্থাপনায় তথ্যপ্রযুক্তি

৪১। প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী নিরীক্ষা আইন (Audit Act) এর খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে। পরীক্ষা-নিরীক্ষাক্রমে এটি আগামী অর্থবছরে মহান জাতীয় সংসদে উপস্থাপন করতে পারবো বলে আমি আশা করছি। ৫টি মন্ত্রণালয়/বিভাগে কৃতিভিত্তিক নিরীক্ষা (Performance Audit) কার্যক্রম চলছে। এ বছরের মধ্যে এ সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন শেষ হবে বলে আমি আশা করছি। পর্যায়ক্রমে আমরা এ কার্যক্রম আরো সম্প্রসারণ করবো।

নিরীক্ষা কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ

অবকাঠামো খাতে ব্যক্তিখাতের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ

মাননীয় স্পীকার

৪২। আমার প্রথম বাজেট বক্তৃতায় অবকাঠামো উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণে বিনিয়োগ ঘাটতি পূরণে পিপিপি-র আওতায় উদ্যোগ নেওয়ার কথা বলেছিলাম। প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী পিপিপি কাঠামো স্বচ্ছ, শক্তিশালী করা ও এতে সরকারি অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করার জন্য পিপিপি অফিসকে স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তুলেছি। এ অফিস আর্থিক ও নির্বাহী ক্ষমতার দিক থেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে কাজ করছে। পিপিপি চুক্তির দীর্ঘমেয়াদি বৈশিষ্ট্যের কারণে মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের কর্মকর্তাদের দক্ষতা উন্নয়নের কাজ চলছে। পিপিপি প্রকল্পের নীতি, কৌশল,

সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব

বাছাই ও অনুমোদনের জন্য প্রস্তুতকৃত নীতিমালার উপর ভিত্তি করে আইনের খসড়াও প্রণীত হয়েছে।

৪৩। ২০০৯-১০ অর্থবছরের পিপিপি কার্যক্রমের অংশ হিসেবে কারিগরি সহায়তা, ইকনোমিক ভায়াবিলিটি ফান্ড (ইভিএফ) গঠন করি। গঠন করি অবকাঠামো বিনিয়োগ তহবিল। ইতোমধ্যে কারিগরি সহায়তা ও ভিজিএফ সংক্রান্ত নীতিমালা চূড়ান্ত হয়েছে। অর্থ বিভাগে পূর্ণাঙ্গ পিপিপি ইউনিট স্থাপন করা হয়েছে। পিপিপি বিষয়ে এই মাসের মধ্যেই তারা একটি ম্যানুয়েল উপহার দেবেন। বাংলাদেশ ইনফ্রাস্ট্রাকচার ফিন্যান্স ফান্ড লিমিটেড (বিআইএফএফএল) নামে একটি বিনিয়োগ তহবিল প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো

৪৪। এরই মধ্যে আশানুরূপ না হলেও উল্লেখযোগ্য সংখ্যক পিপিপি প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে। আমি আশাবাদী — অচিরেই এ প্রকল্পগুলোর বাস্তবায়ন শুরু করা যাবে। ইতোমধ্যে পিপিপি-র আওতায় বিদ্যুৎ কেন্দ্র, স্থল-বন্দরসহ অন্যান্য অবকাঠামো খাতে কয়েকটি প্রকল্প সফল হয়েছে। পাঁচটি মন্ত্রণালয়/বিভাগের অধীনে পাইলট ভিত্তিতে বাস্তবায়নের জন্য ইতোমধ্যে ৮টি প্রকল্প চিহ্নিত করা হয়েছে। প্রাথমিক হিসেবে এগুলোতে সম্ভাব্য বিনিয়োগের অঙ্ক প্রায় ৩ (তিন) হাজার কোটি টাকা।

পিপিপি খাতে অগ্রগতি ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

আর্থিক খাত

মাননীয় স্পীকার

৪৫। আন্তর্জাতিক ঋণমান প্রতিষ্ঠান Moody's ও Standard & Poor’s-এর মূল্যায়নে বাংলাদেশের ঋণমান অবস্থান অক্ষুণ্ন রয়েছে। সাম্প্রতিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে বিশ্বের অনেক উন্নত দেশের ঋণমানের অবনমনের বাস্তবতায় এটি আমাদের একটি বড় সাফল্য। প্রকৃতপক্ষে এটি আমাদের আর্থিক শৃঙ্খলা ও সামষ্টিক অর্থনৈতিক সুব্যবস্থাপনারই নির্দেশক। ঋণমানের এ অবস্থা দেশে বৈদেশিক

সার্বভৌম ঋণমান নির্ধারণ

বিনিয়োগ বৃদ্ধি ও বৈদেশিক বাণিজ্যের ওপর ইতিবাচক প্রভাব অব্যাহত রাখতে সহায়ক হবে।

৪৬। একটি দক্ষ আর্থিক খাত সৃষ্টির উদ্দেশ্যে আমরা বেশ কিছু সংস্কারমূলক কার্যক্রম শুরু করেছি। বাংলাদেশ ব্যাংকের সকল বিভাগ/অফিসের মধ্যে LAN ও WAN এর মাধ্যমে ওয়েব নির্ভর ইন্টারনেট সংযোগ স্থাপন করা হয়েছে। হিসাবায়ন এবং মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনার জন্য আধুনিক ইআরপি (Enterprise Resource Planning) সফটওয়্যার ব্যবহার করা হচ্ছে। ই-কমার্স বাস্তবায়নের বৃহৎ লক্ষ্যমাত্রা সামনে রেখে ডাটা ওয়্যারহাউজ ও ন্যাশনাল সুইচ স্থাপনের মত দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

বাংলাদেশ ব্যাংক আধুনিকীকরণ

৪৭। ২০১০-১১ অর্থবছরে ব্যক্তি মালিকানায় ১টি প্রবাসী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার করেছিলাম। ইতোমধ্যে ব্যক্তি মালিকানায় ৩টি প্রবাসী ব্যাংক স্থাপনের অনুমতি দেয়া হয়েছে। আমরা ইতোমধ্যে ব্যাংক কোম্পানি আইন, ১৯৯১-এর একটা খসড়া সংশোধনী প্রণয়ন করেছি। পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক খসড়াটি চূড়ান্তকরণের জন্য একটি বিশেষ কমিটি কাজ করছে। আগামী অর্থবছরের মধ্যেই এটি চূড়ান্ত হবে বলে আমি আশা করছি।

আর্থিক খাত সংস্কার

৪৮। মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসবাদ সহায়তায় অর্থায়ন প্রতিরোধে আমাদের অঙ্গীকারের কথা আমি গত বাজেট বক্তৃতায় ব্যক্ত করেছি। ইতোমধ্যে মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ এবং সন্ত্রাস বিরোধী (সংশোধন) আইন, ২০১২ প্রণয়ন করা হয়েছে। এর ফলে বিদেশে পাচারকৃত অর্থ সংক্রান্ত তথ্যাদি সহজে আদান-প্রদান করা সম্ভব হবে এবং পাচারকৃত অর্থ পুনরুদ্ধার কার্যক্রমও জোরদার হবে বলে আমি আশা করছি। একইসাথে সন্ত্রাসবাদ সহায়তায় অর্থায়ন প্রতিরোধে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হবে। এই বিষয়ে বিস্তৃত তথ্য ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ অধুনা প্রকাশ করেছেন। ইংরেজিতে লেখা সেই প্রতিবেদনের একটি খসড়া বাজেট পুস্তকাবলীর সঙ্গে দেওয়া হয়েছে।

মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ

মাননীয় স্পীকার

৪৯। ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার এবং ঝুঁকি প্রশমনে শক্তিশালী বীমা খাতের গুরুত্ব অপরিসীম। বীমা খাতের আইন ও কাঠামোগত সংস্কারের লক্ষ্যে বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ গঠনের কথা আমি গত বাজেট বক্তৃতায় উল্লেখ করেছি। এ কর্তৃপক্ষ বীমা শিল্পে শৃঙ্খলা আনার লক্ষ্যে ৬টি প্রবিধানমালা চূড়ান্ত করেছে এবং আরো ৫টি প্রণয়নের কাজ এগিয়ে চলছে। এসব বিধির প্রয়োগ করা গেলে এক দিকে যেমন গ্রাহক স্বার্থ রক্ষা পাবে, অন্যদিকে বীমা শিল্পে গতিশীলতাও বৃদ্ধি পাবে বলে আমি আশা করছি।

বীমা খাত সংস্কার

পুঁজিবাজার

মাননীয় স্পীকার

৫০। পুঁজিগঠন, শিল্পায়ন ও কর্মসংস্থানে পুঁজিবাজারের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দার প্রভাব সত্ত্বেও বাংলাদেশের পুঁজিবাজারে যথেষ্ট তেজিভাব লক্ষ্য করা গিয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে এ ইতিবাচক ধারা বজায় থাকেনি। দুঃখজনক হলেও সত্যি যে, গত প্রায় এক বছর ধরে বাজার মূলধন ও সূচকে ব্যাপক সংশোধন হয়। বিষয়টি আমরা যথেষ্ট গুরুত্বের সাথে নিয়ে নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করি। এর ফলে বর্তমানে পুঁজিবাজারে স্থিতিশীলতা ফিরে আসার অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে। একইসঙ্গে বিনিয়োগকারীগণের আস্থা ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ আমরা নিয়েছি এবং এবারকার বাজেটেও পুঁজিবাজারের জন্য কতিপয় প্রণোদনা প্রদান করা হয়েছে।

৫১। স্টক এক্সচেঞ্জ তালিকাভুক্ত সকল কোম্পানির শেয়ার ও মিউচ্যুয়াল ফান্ডের অভিহিত মূল্য ১০ টাকা করা হয়েছে। আমরা পরিচালকদের ক্ষেত্রে সম্মিলিতভাবে পরিশোধিত মূলধনের ৩০ শতাংশ এবং এককভাবে ২ শতাংশ শেয়ার ধারণ বাধ্যতামূলক করেছি। বুক বিল্ডিং, মিউচ্যুয়াল ফান্ড এবং পরিশোধিত মূলধন সংক্রান্ত পুরোনো আইনগুলোকে যুগোপযোগী করেছি। সিকিউরিটি এক্সচেঞ্জ কমিশনের কার্যক্রমকে স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক করার জন্য এ সংক্রান্ত আইন সংশোধনের উদ্যোগ নিয়েছি। তবে আমার মতে পুঁজিবাজারের অস্থিতিশীলতা এবং অহেতুক উঠানামা বন্ধ করার জন্য বিশেষ সংস্কারের প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যে আগামী অর্থবছরেই আমরা স্টক

পুঁজিবাজার পুনর্গঠন

এক্সচেঞ্জের Demutualization কার্যক্রম চালু করবো। এর ফলে সার্বিকভাবে স্টক এক্সেচঞ্জগুলোর ব্যবস্থাপনা এবং বাজার ব্যবস্থা উন্নততর ও স্বচ্ছ হবে।

৫২। পুঁজিবাজারের লেনদেনে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে উন্নত সার্ভেইল্যান্স স্থাপনের মাধ্যমে বাজার মনিটরিং আরো জোরদার করা হচ্ছে।

সার্ভেইল্যান্স ও ক্লিয়ারিং এন্ড সেটেলমেন্ট সিস্টেম

একই সাথে সম্ভাব্য স্বল্পতম সময়ের মধ্যে স্টক এক্সচেঞ্জের লেনদেন নিষ্পত্তির জন্য পৃথক ক্লিয়ারিং এন্ড সেটেলমেন্ট কোম্পানি (clearing and settlement) প্রতিষ্ঠার কাজও এগিয়ে চলছে। পুঁজিবাজার সংশ্লিষ্ট মোকদ্দমাসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে বিশেষ আদালত প্রতিষ্ঠার উদ্যোগও আগামীতে আমরা গ্রহণ করবো।

৫৩। পুঁজিবাজারের স্থিতিশীলতা রক্ষায় ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং আইনের (Financial Reporting Act) প্রয়োজনীয়তার কথা আমি গত বাজেট বক্তৃতায়

ফিন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং আইন ও কাউন্সিল

উল্লেখ করেছিলাম। ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের হিসাব স্বচ্ছ এবং প্রশ্নাতীত না হলে কোন মতেই শেয়ারের অতিমূল্যায়ন বা অবমূল্যায়ন রোধ করা যাবে না। এ আইনের একটি খসড়া ইতোমধ্যে প্রণীত হয়েছে। প্রয়োজনীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর পর্যালোচনা ও অনুমোদনের জন্য আগামী অর্থবছরে তা’ মহান জাতীয় সংসদে উপস্থাপন করা যাবে বলে আমি আশা করছি।

ব্যবসা পরিবেশ

মাননীয় স্পীকার

৫৪। গত বাজেট বক্তৃতায় আমি ব্যবসা ব্যয় হ্রাসের লক্ষ্যে ৭টি পদক্ষেপের ঘোষণা দিয়েছিলাম। এর মাধ্যমে ব্যবসা ক্ষেত্রে যে তিনটি মৌলিক পরিবর্তন

ব্যবসা-ব্যয় হ্রাস

আমরা ঘটাতে চেয়েছি এবার তার অগ্রগতির বর্ণনা দেব। আমরা নতুন উদ্যোক্তার পথচলা মসৃণ করার জন্য জমি রেজিস্ট্রেশন পদ্ধতি অটোমেশনের প্রাথমিক প্রস্তুতি শেষ করেছি। ডিজিটাল ভূমি ব্যবস্থাপনা প্রবর্তনের প্রাথমিক ধাপ হিসেবে পার্বত্য জেলা ব্যতীত ৬২টি জেলায় ভূমি সংক্রান্ত সকল ধরণের তথ্য কম্পিউটারাইজেশনের কাজ শুরু করেছি।

উদ্যোগ নিয়েছি রাজউকে এক-কেন্দ্র সেবা সেল চালুর। একইসাথে আমরা ভূমি দলিল ডিজিটাইজেশনের কাজ করছি। আশা করছি — এপ্রিল ২০১৩ নাগাদ এ কাজটি শেষ হলে রেজিস্ট্রিকৃত মূল দলিল প্রদানের সময়সীমা ৭ থেকে ২ দিনে নেমে আসবে। পাশাপাশি জুন ২০১৩ সালের মধ্যে প্রতিশ্রুত 'ট্রেড পোর্টাল' স্থাপনের কাজ সমাপ্ত করার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছি। আমরা ব্যবসা সংক্রান্ত আইনি জটিলতা পরিহারের লক্ষ্যে কর, অর্থ ও শ্রম সংক্রান্ত মোকদ্দমাসমূহের জন্য হাইকোর্টে ৫টি পৃথক বেঞ্চ এবং সুপ্রীম কোর্টে ডাটা সেন্টার তৈরি করেছি। একইসাথে আধুনিক বিশ্ব বাণিজ্যের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার লক্ষ্যে ASYCUDA-World সফট্‌ওয়্যার সংগ্রহের মাধ্যমে অগ্রিম ডিক্লারেশন ও কার্গো ক্লিয়ারেন্স স্বয়ংক্রিয়করণ এবং কাগুজে পদ্ধতির পরিবর্তে মুঠোফোন অথবা অন-লাইনে ট্রেজারি চালান জমা দেয়ার কাজ এগিয়ে চলছে।

৫৫। আমরা বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে খোলা নীতি গ্রহণ করেছি। এর আওতায় সাম্প্রতিক সময়ে আমরা বিভিন্ন আঞ্চলিক ও দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদন করেছি। এর ফলে সাফটাভুক্ত (South Asian Free Trade Agreement, SAFTA) দেশসমূহ সেনসেটিভ লিস্ট বহুলাংশে হ্রাস করেছে। ভারত সার্কভুক্ত স্বল্পোন্নত দেশগুলোকে ২৫টি ছাড়া সব পণ্যের শুল্কমুক্ত প্রবেশের সুবিধা দিয়েছে। সার্কের সেবা বাণিজ্য চুক্তির (SAARC Agreement on Trade in Services, SATIS) আওতায় সদস্য দেশগুলো ইতোমধ্যেই পরস্পরের সাথে প্রাথমিক 'অফার লিস্ট' ও 'রিকোয়েস্ট লিস্ট' বিনিময় করেছে। এছাড়া, বাংলাদেশসহ আপটা (Asia-Pacific Trade Agreement, APTA) ভুক্ত রাষ্ট্রগুলো 'ফ্রেমওয়ার্ক চুক্তি' স্বাক্ষর করেছে। ভারতের সাথে আমরা সীমান্ত হাট স্থাপন করেছি। ধীরে ধীরে এর আকার ও সংখ্যা বৃদ্ধি করা হবে। আমরা আগাম আমদানি ও রপ্তানি নীতিমালাও অচিরেই চূড়ান্ত করব।

আঞ্চলিক বাণিজ্য

৫৬। বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সুস্থ প্রতিযোগিতার গুরুত্ব অপরিসীম। আমি গত বাজেটে 'প্রতিযোগিতা আইন' প্রণয়নের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম। ইতোমধ্যেই এর খসড়া জাতীয় সংসদে উপস্থাপন করা হয়েছে। আইনটি পাশ হলে এর আওতায় একটি প্রতিযোগিতা কমিশন গঠিত হবে। সহজ হবে প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে অনৈতিক

সুস্থ প্রতিযোগিতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণ

কার্যক্রম প্রতিরোধ করা। আমরা মাল্টি লেভেল মার্কেটিং কোম্পানি ও সামাজিক সংগঠনের কর্মকাণ্ডে স্বচ্ছতা ও নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার জন্য আইনের আওতায় আনার কার্যক্রম শুরু করেছি।

অর্থনৈতিক অঞ্চল

৫৭। 'বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল আইন, ২০১০' এর আওতায় অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার জন্য প্রাথমিকভাবে ৭টি স্থান নির্বাচনের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। আমি নিশ্চিত, ব্যবসা প্রসারের ক্ষেত্রে আমরা অচিরেই অনেকটা এগিয়ে যাব। ইতোমধ্যে আমাদের এ অগ্রযাত্রা বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে বাণিজ্য সংগঠনের আইনি কাঠামোকে যুগোপযোগি করেছি। এইসব অঞ্চলে বেসরকারি খাতই প্রধান ভূমিকা পালন করবে। সরকার এলাকার মহাপরিকল্পনা, যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং অবকাঠামো উন্নয়ন করে দিবে এবং উদ্যোক্তাদের জন্য জমি অধিগ্রহণেও সাহায্য করবে। কিন্তু উদ্যোক্তাদেরই আর সব প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

গুরুত্বপূর্ণ খাতসমূহ

মাননীয় স্পীকার

৫৮। এবার আমি বিগত তিন বছরে বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমাদের সরকারের অর্জিত সাফল্য, আগামী অর্থবছরের খাতভিত্তিক কর্মসূচি, ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা এবং তা' বাস্তবায়নের লক্ষ্যে খাতভিত্তিক বরাদ্দ প্রস্তাব মহান সংসদে উপস্থাপন করব।

(১) বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাত

বিদ্যুৎ

মাননীয় স্পীকার

৫৯। আমাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনের প্রধান চালিকা শক্তি হচ্ছে বিদ্যুৎ। শুরু থেকেই বিষয়টির গুরুত্ব উপলব্ধি করে আমরা আমাদের নির্বাচনী ইস্তেহার এবং বিগত বাজেটগুলোতে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেই। জোর দেই সমন্বিত একটি কর্মপরিকল্পনার ওপর। ইতোমধ্যে আমরা পাওয়ার সেক্টর মাস্টার প্ল্যান, ২০১০ (Power Sector Master Plan-PSMP, 2010) প্রণয়ন করেছি। শুরু করেছি নতুন নতুন বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপন, বিদ্যুৎ সঞ্চালন ও বিতরণ ব্যবস্থার উন্নয়ন, জ্বালানি-উৎসের বহুমুখীকরণ এবং বিদ্যুৎ সাশ্রয়ের নানা উপায় অনুসন্ধানের মাধ্যমে আমাদের কর্মযজ্ঞ। এত কিছুর পরেও ঢাকাসহ সারাদেশের মানুষকে এখনও লোডশেডিং-এর কারণে পোহাতে হচ্ছে নানা দুর্ভোগ। স্বভাবতঃই প্রশ্ন উঠবে তাহলে এত পরিকল্পনা ও কর্মযজ্ঞের ফলাফল কী? এর উত্তরে বলতে চাই, উন্নয়নের পথ চলতে গিয়ে সকল কাজের সফলতা শুরুতেই দেখা যায় না। দৃষ্টিগোচর হতে সময় লাগে। আমাদের কর্মযজ্ঞের সত্যিকার ফলাফল জাতির সামনে ২০১৩-এর মধ্যে স্পষ্ট হবে - এটা আমি নিশ্চিত।

৬০। ২০০৯ সালের জানুয়ারিতে আমরা যখন সরকার গঠন করি, তখন দেশে বিদ্যুতের চাহিদা ছিল ৫ হাজার ৬০০ মেগাওয়াট। এর বিপরীতে উৎপাদন হতো ৩ হাজার ৫২৫ মেগাওয়াট। তখন দেশে সরকারি এবং ব্যক্তিখাত মিলিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র ছিল ৩৩টি। দেশে মোট বিদ্যুৎ সঞ্চালন লাইন ছিল ৮ হাজার ৩০৫ কিলোমিটার, উপকেন্দ্র ছিল ১০৩টি এবং বিতরণ লাইন ছিল ২ লক্ষ ৫৬ হাজার ১৪৩ কিলোমিটার। বর্তমানে দেশে বিদ্যুতের চাহিদা দাঁড়িয়েছে ৭ হাজার ৫১৮ মেগাওয়াট। আর আমরা উৎপাদন করছি ৬ হাজার ৬৬ মেগাওয়াট। দেশে এখন সরকারি এবং বেসরকারি খাত মিলিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র দাঁড়িয়েছে ৭৯টি। কিন্তু চাহিদার দ্রুত বৃদ্ধির কারণে বিদ্যুতের অভাব এখনো প্রকটভাবে অনুভূত হচ্ছে।

বিদ্যুৎ উৎপাদন পরিস্থিতি

৬১। গত ২০০৯-১০ অর্থবছরের বাজেটে প্রদত্ত আমাদের অঙ্গীকার অনুযায়ী এপ্রিল ২০১২ এর মধ্যেই আমরা অতিরিক্ত ৫২৩ কিলোমিটার সঞ্চালন লাইন, ১০টি নতুন উপকেন্দ্র এবং ২২ হাজার ৮৫৭ কিলোমিটার নতুন বিতরণ লাইন নির্মাণে সক্ষম হয়েছি। গত ৩ বছরে আমরা নতুন ১ কোটি ৩০ লক্ষ গ্রাহককে বিদ্যুৎ সংযোগের আওতায় নিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছি। ৪৭ শতাংশের স্থলে মোট জনসংখ্যার ৫৩ শতাংশ বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় এসেছে। জানুয়ারি ২০০৯ থেকে এপ্রিল ২০১২ পর্যন্ত সময়ে আমরা মোট ৩ হাজার ৩০০ মেগাওয়াট অতিরিক্ত বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রিডে যুক্ত করতে সক্ষম হয়েছি। চাহিদার অব্যাহত চাপের বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে আপনারা নিশ্চয়ই আমার সাথে একমত হবেন বাংলাদেশের বিদ্যুৎ পরিস্থিতি অতীতের যে কোন সময়ের তুলনায় এখন অনেক ভালো।

৬২। ২০০৯-১০ অর্থবছরের বাজেট বক্তৃতায় আমি বলেছিলাম, ২০১৩ সালের মধ্যে ৫ হাজার মেগাওয়াট অতিরিক্ত বিদ্যুৎ আমরা উৎপাদন করব। ইতোমধ্যে বিদ্যুতের চাহিদা বৃদ্ধি পেয়েছে। মাথাপিছু বিদ্যুৎ ব্যবহারের পরিমাণ ২২০ কিলোওয়াট আওয়ার থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২৬৫ কিলোওয়াট আওয়ারে উপনীত হয়েছে। তাই ২০১৩ সালের মধ্যে অতিরিক্ত বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ৮ হাজার ২৯৪ মেগাওয়াটে পুনর্নির্ধারণ করেছি। এ লক্ষ্যে সরকারি ও বেসরকারি খাতে মোট ৫২টি বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের জন্য ইতোমধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। আশা করছি

বিদ্যুৎ উৎপাদন পরিকল্পনা

— ২০১৩-১৪ সালের মধ্যে এ কেন্দ্রগুলো বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদন শুরু করতে পারবে। এ ছাড়াও সরকারি ও বেসরকারি খাতে ৫ হাজার ৬০০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন আরো ৩০টি বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের কার্যাদেশ বর্তমানে প্রক্রিয়াধীন আছে। এগুলো ২০১৫-১৬ সাল নাগাদ উৎপাদনে আসবে।

৬৩। আমরা গ্যাসভিত্তিক পুরাতন বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলোর সংরক্ষণ, মেরামত ও দক্ষতা বৃদ্ধি করে ফেব্রুয়ারি, ২০১৫ সাল নাগাদ আরও ৭০০-৮০০ মেগাওয়াট অতিরিক্ত বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে সক্ষম হব। ক্রমবর্ধমান বিদ্যুৎ চাহিদার প্রেক্ষাপটে ২০১৩ সাল নাগাদ ভারত থেকে আমদানি করা হবে ২৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ। এর বাইরে মিয়ানমার, নেপাল ও ভুটান থেকে বিদ্যুৎ আমদানির প্রক্রিয়াও চলছে। এছাড়া, ২০১৬ সাল নাগাদ যৌথ বিনিয়োগে ২ হাজার ৯৩৮ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে।

বিকল্প উৎস

আমরা ২০৩০ সালের মধ্যে নিউক্লিয়ার এনার্জি থেকে প্রায় ৫ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করার উদ্যোগ নিয়েছি। পাশাপাশি আমরা জ্বালানি উৎস বহুমুখীকরণের প্রক্রিয়া অব্যাহত রেখেছি। এ যাবৎ সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে নবায়নযোগ্য জ্বালানি থেকে প্রায় ৭০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করা সম্ভব হয়েছে। ২০২০ সাল নাগাদ নবায়নযোগ্য জ্বালানি থেকে ৫০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করার পরিকল্পনা রয়েছে। ২০১৩ সাল নাগাদ, বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করে ৩৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ সাশ্রয় করতে সমর্থ হব বলে আশা করছি। পাশাপাশি শতভাগ রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যে বিদ্যুৎ সংস্থায় ৫৬ হাজার ৪১৫টি প্রি-পেইড মিটার স্থাপন করা হয়েছে। আগামীতে আরো ৩৫ হাজার প্রিপেইড মিটার স্থাপন করা হবে।

৬৪। **'বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাত উন্নয়নে পথ নকশা: একটি হালচিত্র'** নামে এ সংক্রান্ত তৃতীয় প্রতিবেদনটি আমি এই মহান সংসদে উপস্থাপন করছি। এ প্রতিবেদন থেকে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাত সম্পর্কিত আমাদের পরিকল্পনা, এ খাতে আমাদের অর্জিত সাফল্য, বিদ্যমান সমস্যাসমূহ এবং সমস্যাসমূহ দূরীকরণে আমাদের কর্মপরিকল্পনা সম্পর্কে জাতি একটি সুস্পষ্ট ধারণা পাবে।

জ্বালানি

৬৫। পরিবেশবান্ধব ও মূল্য-সাশ্রয়ী জ্বালানি হিসেবে দেশে প্রাকৃতিক গ্যাসের চাহিদা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। গত তিন বছরে গ্যাস উত্তোলন বৃদ্ধির লক্ষ্যে আমাদের বিভিন্ন কার্যক্রমের ফলে ইতোমধ্যে গ্যাসের উত্তোলন দৈনিক ৪০৫ মিলিয়ন ঘনফুট বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়েছে। একইসাথে উত্তোলনযোগ্য গ্যাসের মজুদ ২০.৬ ট্রিলিয়ন ঘনফুট থেকে বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ২৬.৮ ট্রিলিয়ন ঘনফুটে। এর মধ্যে নতুন সংযোগ পাইপ লাইন নির্মাণের মাধ্যমে ৩৬৫ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস জাতীয় গ্রিডে সরবরাহ করা হয়েছে। ২০১৩ সাল নাগাদ আরো ১ হাজার ২৮৫ মিলিয়ন ঘনফুট অতিরিক্ত গ্যাস জাতীয় গ্রিডে যোগ করার পরিকল্পনা আমাদের রয়েছে। বর্তমানে ২৪টি গ্যাসক্ষেত্র থেকে দৈনিক গড়ে প্রায় ২ হাজার ১০০ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস উত্তোলিত হচ্ছে। বড়পুকুরিয়া কয়লা খনি থেকে বার্ষিক প্রায় ৭ লক্ষ মেট্রিক টন কয়লা বড়পুকুরিয়া তাপ-বিদ্যুৎ কেন্দ্রে ব্যবহৃত হচ্ছে। ২০০৯-১০ অর্থবছরের বাজেটে আমি ইস্টার্ন রিফাইনারির পরিশোধন ক্ষমতা তিন গুণ বৃদ্ধির কাজ শুরু করার কথা বলেছিলাম। ডিসেম্বর, ২০১৩ এর মধ্যে আমরা এ কাজটি শেষ করতে পারব বলে আশা করছি।

জ্বালানি উৎপাদন পরিস্থিতি

৬৬। যদিও এলএনজি (Liquified Natural Gas) আমদানিতে উল্লেখযোগ্য কোন অগ্রগতি সাধিত হয়নি, কয়লা উত্তোলন ও আমদানি সংশ্লিষ্ট আইন বা নীতিমালা প্রণীত হয়নি, তথাপি জ্বালানি খাতে আমাদের উল্লেখযোগ্য সাফল্য হচ্ছে বঙ্গোপসাগরে ২০০ নটিক্যাল মাইল নিবিড় অর্থনৈতিক এলাকা এবং এর পরবর্তী মহিসোপান এলাকায় নিরঙ্কুশ আইনগত স্বীকৃতি লাভ। এই স্বীকৃতি সমুদ্রসীমায় তেল ও গ্যাস অনুসন্ধানে এক বিপুল সম্ভাবনার দ্বার উম্মোচন করেছে।

সমুদ্রবক্ষে তেল ও গ্যাস অনুসন্ধান

৬৭। দেশের ভূ-ভাগে আমরা নতুন গ্যাসক্ষেত্র অনুসন্ধান কার্যক্রম জোরদার করেছি। বাপেক্স (Bangladesh Petroleum Exploration and Production Company Limited, BAPEX)-কে শক্তিশালী করার উদ্যোগ নিয়েছি। ইতোমধ্যে ক্রয় করেছি একটি ডিপ ড্রিলিং রিগ ও ওয়ার্কওভার রিগ। আরো একটি ড্রিলিং রিগ ক্রয় প্রক্রিয়াধীন

স্থলভাগে তেল ও গ্যাস অনুসন্ধান

রয়েছে। আমি আনন্দের সাথে জানাচ্ছি — ইতোমধ্যে বাপেক্স হরিপুর ও কৈলাশটিলায় ২টি তেলক্ষেত্র আবিষ্কার করেছে। নতুন আবিষ্কৃত 'সুনেত্রা' গ্যাসক্ষেত্রে কূপ খননের কার্যক্রম শুরু হয়েছে। স্থলভাগের কয়েকটি স্থানে তেল ও গ্যাস অনুসন্ধানের জন্য ২-ডি ও ৩-ডি সাইসমিক সার্ভে সম্পন্ন করা হয়েছে।

৬৮। গ্যাস খাত উন্নয়নের লক্ষ্যে আমরা গ্যাস উন্নয়ন তহবিল গঠন করেছি। জারি করেছি 'গ্যাস উন্নয়ন তহবিল নীতিমালা, ২০১২'। জাতীয় জ্বালানি নীতি হালনাগাদ করার কার্যক্রম চলছে। কয়লা নীতির খসড়া প্রণীত হয়েছে। জনগণ ও দেশী-বিদেশী বিশেষজ্ঞের মতামতের জন্য খসড়াটি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে। গত বাজেটে দেয়া অঙ্গীকার অনুযায়ী 'টেকসই জ্বালানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১১'-এর খসড়া মন্ত্রিপরিষদে অনুমোদিত হয়েছে।

জ্বালানি ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন

৬৯। আগামী অর্থবছরে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন মিলিয়ে আমি ৯ হাজার ৫৪৪ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রস্তাব করছি।

(২) কৃষি ও পল্লী উন্নয়ন

৭০। কৃষি বাংলাদেশের প্রাণ। কৃষক বাঁচলে দেশ বাঁচবে। আমি গত তিনটি বাজেটের মত এ বাজেটেও কৃষি ও পল্লী উন্নয়নকে সমন্বিতভাবে বিবেচনায় নিয়েছি। ফলে গ্রামীণ অবকাঠামো, আবাসন ও স্যানিটেশন, ভূমি ও পানি, মৎস্য ও প্রাণী, পল্লী বিদ্যুতায়ন এবং গ্রামাঞ্চলে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের বিকাশকে কৃষির সাথে এক করে দেখেছি। আমি একটি সামগ্রিক পরিকল্পনার অংশ হিসেবে এ খাতে প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

কৃষি খাত

মাননীয় স্পীকার

৭১। গত তিন বছর ধরে আমাদের কৃষি খাতে প্রবৃদ্ধির ধারা অব্যাহত রয়েছে। এ খাতে প্রতিবছর গড়ে ৪.৭ শতাংশ হারে প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে। কৃষি শস্যের প্রবৃদ্ধি হয়েছে গড়ে ৫.৬ শতাংশ। আমাদের লক্ষ্য ২০১৩ সালের মধ্যে

বাংলাদেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করা। সে লক্ষ্যে 'জাতীয় কৃষি নীতি, ২০১১' প্রস্তুত করা হয়েছে।

৭২। কৃষককে আমরা সম্ভাব্য সবরকম উপকরণ সহায়তা দিচ্ছি। সারাদেশে ইতোমধ্যে ১ কোটি ৪০ লক্ষ কৃষককে 'কৃষি উপকরণ সহায়তা কার্ড' প্রদান করা হয়েছে। মাত্র ১০ টাকায় তাঁরা ব্যাংক একাউন্ট খোলার সুযোগ পেয়েছেন। ২০১০-১১ অর্থবছরে পাহাড়ী ঢলে ক্ষতিগ্রস্ত হাওর এলাকার ৩ লক্ষ ৪৬ হাজার ১০০ কৃষক পরিবারকে বিনামূল্যে সার ও বীজ সরবরাহ করা হয়েছিল। ২০১১-১২ অর্থবছরে উফশী আউশ ও বোনা আউশ (নেরিকা) উৎপাদনের জন্য ৫৬টি জেলায় ৩ লক্ষ ৬৫ হাজার ২০৬ কৃষক পরিবারকে বিনামূল্যে সার ও বীজ প্রদান করা হয়। একইসাথে আমরা ৩৫টি জেলায় কৃষকদের মাঝে ভর্তুকি মূল্যে পাওয়ার টিলার, ট্রাক্টরসহ বিভিন্ন কৃষি যন্ত্রপাতি সরবরাহের ব্যবস্থা করেছি। গত তিন বছরে ইউরিয়া ও নন-ইউরিয়া সারের ভর্তুকি বাবদ ১৭ হাজার ৯২ কোটি টাকা প্রদান করা হয়েছে। আমি আগামী ২০১২-১৩ অর্থবছরের বাজেটে কৃষি খাতে ভর্তুকি বাবদ ৬ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ রাখার প্রস্তাব করছি।

কৃষি উপকরণ সহায়তা

৭৩। উন্নত জাতের বীজ সরবরাহের জন্য আমরা বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশনকে শক্তিশালী করেছি। ২০০৮-০৯ অর্থবছরে বিএডিসি মাত্র ১৮ শতাংশ বোরো বীজ সরবরাহ করত। বর্তমানে প্রায় ৬০ শতাংশ বোরো বীজ সরবরাহ করছে। ২০১১-১২ অর্থবছরে বিএডিসি'র মাধ্যমে মোট ১ লক্ষ ৪৪ হাজার মেট্রিক টন বিভিন্ন ফসলের বীজ সরবরাহের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। আগামী বছরে বীজ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত হয়েছে ১ লক্ষ ৬৬ হাজার ২৫২ মেট্রিক টন। মানসম্মত বীজ সহজলভ্য করার জন্য 'সার্ক সীড ব্যাংক' প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এছাড়া হাইব্রিড ধান চাষের আওতা বাড়ছে। ২০১১-১২ অর্থবছরের মার্চ মাস পর্যন্ত ৭ লক্ষ ৩০ হাজার হেক্টর জমিতে হাইব্রিড ধান চাষ করা হয়েছে।

কৃষি বীজ

৭৪। মাটির স্বাস্থ্য রক্ষায় অজৈব সারের পাশাপাশি জৈব সারের উৎপাদন ও ব্যবহার বৃদ্ধির জন্য আমরা বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছি। গত তিন বছরে ৬৮ লক্ষ কম্পোস্ট সারের স্তূপ মনিটরিংসহ ২০ লক্ষ নতুন কম্পোস্ট সারের স্তূপ স্থাপন করা হয়েছে। পাশাপাশি এ সময়ে

মাটির স্বাস্থ্য রক্ষা

লাগসই আধুনিক প্রযুক্তির ওপর ১৫ লক্ষ ৮৭ হাজার কৃষক ও ৫৬ হাজার ৬৫৯ জন সম্প্রসারণ কর্মকর্তা ও কর্মচারিকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।

৭৫। ২০১১-১২ অর্থবছরে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকের ভুট্টা আবাদে সহায়তার জন্য ৫ কোটি ৬৯ লক্ষ টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। পাশাপাশি ভুট্টা চাষের জন্য বর্তমানে ৪ শতাংশ হারে কৃষিঋণ বিতরণ করা হচ্ছে। আগামী অর্থবছরে বাজেটে এ খাতে দেয়া প্রণোদনা অব্যাহত রাখা হবে। আমরা চিনির কাঁচামাল হিসেবে সুগার বীট চাষের সম্ভবনা যাচাইয়ের কাজ করছি। গবেষণা কার্যক্রমের ফলাফলের ভিত্তিতে ভবিষ্যতে এ খাতে প্রণোদনা দেয়ার বিষয়টি বিবেচনা করা হবে।

ভুট্টা ও বীট চাষে প্রণোদনা

৭৬। চলতি অর্থবছরে প্রায় ১৩ হাজার ৮০০ কোটি টাকা কৃষিঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছিল। এপ্রিল ২০১২ পর্যন্ত লক্ষ্যমাত্রার ৭৩.৯ শতাংশ ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। আগামী অর্থবছরে কৃষিঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা ১৪ হাজার ১৩০ কোটি টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। আমি গত বাজেটে শস্য-বীমা প্রচলনের লক্ষ্যে পাইলট কর্মসূচি চালু করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম। ইতোমধ্যে হবিগঞ্জের মাধবপুর উপজেলায় সাধারণ বীমা কর্পোরেশনের আওতায় পাইলট ভিত্তিতে শস্য-বীমা স্কিম চালু করা হয়েছে।

কৃষিঋণ ও শস্য-বীমা

৭৭। বর্তমানে খাদ্যশস্যের সিংহভাগ উৎপাদিত হয় উত্তরাঞ্চলের বরেন্দ্রভূমিতে। খাদ্যশস্যের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণের জন্য বন্যা, লবণাক্ততা ও খরা প্রবণ এলাকায় ধানের আবাদ সম্প্রসারণের উদ্যোগ আমরা নিয়েছি এবং নতুন জাতের ধান উদ্ভাবনের ওপর গুরুত্ব দিচ্ছি। ইতোমধ্যে লবণাক্ততা সহিষ্ণু বিনা-৮ এবং ব্রি ধান-৪৭ আবাদের কার্যক্রম শুরু হয়েছে। পাশাপাশি লবণাক্ততা প্রবণ এলাকার জন্য ব্রি ধান-৫৩, ৫৪ ও বন্যা প্রবণ এলাকার জন্য ব্রি ধান-৫১ ও ৫২ জাতের ধান উদ্ভাবন করা হয়েছে। এগুলোর পাইলটিং কার্যক্রম চলছে, শীঘ্রই আবাদ কার্যক্রম শুরু হবে। একইসাথে আফ্রিকা থেকে খরা সহিষ্ণু নারিকা ধানের জাত সংগ্রহ করা হয়েছে। ইতোমধ্যেই উত্তরবঙ্গের মঙ্গা-পীড়িত অঞ্চলে সমন্বিত কৃষি কার্যক্রম গ্রহণ ও সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচি বাস্তবায়নের পাশাপাশি বীনা-৭ ধান চাষের মাধ্যমে স্থায়ীভাবে মঙ্গা দূর করা সম্ভব হয়েছে।

নতুন জাতের ধান উদ্ভাবন

৭৮। সীমিত ভূ-খণ্ডে বিপুল জনগোষ্ঠীর জন্য পর্যাপ্ত খাদ্য উৎপাদন আমাদের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ। সে কারণেই আমরা কৃষি জমির পরিমাণ বৃদ্ধিতে মনোযোগী হয়েছি। জলাবদ্ধতা নিরসন, দক্ষিণাঞ্চলের ভূ-উপরিস্থ পানি ব্যবহারের মাধ্যমে সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ ও হাওর এলাকায় পানি নিষ্কাশনের মাধ্যমে আমরা এ পর্যন্ত ১৫ লক্ষ ৬৭ হাজার হেক্টর আবাদি জমি সম্প্রসারণ করতে সক্ষম হয়েছি।

কৃষি জমির আওতা সম্প্রসারণ

মাননীয় স্পীকার

৭৯। কৃষক যাতে তাঁর উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্য মূল্য পান সে লক্ষ্যে অঙ্গীকার অনুযায়ী আমরা ইতোমধ্যে ৪৯০টি কৃষি বিপণন দল, ১৮ হাজার কৃষক ক্লাব, ৬০টি উপজেলায় গ্রোয়ার্স মার্কেট এবং ২১টি জেলায় পাইকারি বাজার নির্মাণ করেছি। এরই ধারাবাহিকতায় আগামী অর্থবছরে আমরা সারাদেশে ৮টি এ্যাসেম্বল্ সেন্টার নির্মাণ এবং ৮০০ কৃষক দল গঠন করব।

কৃষি বিপণন

৮০। আমি গত বাজেট বক্তৃতায়ই উল্লেখ করেছিলাম — পাটের জীবন রহস্য (Jute Genome Sequencing) আবিষ্কারের মাধ্যমে কৃষি-গবেষণায় যুগান্তকারী সাফল্য অর্জিত হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় — প্রতিকূলতা (Stress) সহিষ্ণু উচ্চ ফলনশীল পাটের জাত উদ্ভাবনের সুযোগ সৃষ্টি হবে। আমি বিশ্বাস করি, কৃষি গবেষণা সংক্রান্ত ‘এনডাউমেন্ট ফান্ড’-টি পাটের উচ্চ ফলনশীল জাত উদ্ভাবনের সাথে সাথে সার্বিক কৃষি গবেষণা এবং গবেষণালব্ধ ফলাফল ব্যবহারের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। এক্ষেত্রে 'বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল আইন, ২০১২' কৃষি গবেষণাকে এগিয়ে নিতে সহায়তা করবে।

কৃষি গবেষণা

৮১। আমরা কৃষি তথ্য কেন্দ্র, ভিডিও কনফারেন্স ও এসএমএস-এর মাধ্যমে কৃষককে তাঁর সমস্যার সমাধান দ্রুততম সময়ে পৌঁছে দেয়ার চেষ্টা করছি। বর্তমানে ৯৫টি ইউনিয়নে কৃষি তথ্য যোগাযোগ কেন্দ্র চালু করা হয়েছে এবং আরো ১৫০টি ইউনিয়নে এ কেন্দ্র চালু করার ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। বর্তমানে দেশের সব ইউনিয়নেই তথ্য ভাণ্ডার চালু করা হয়েছে। এর মাধ্যমে কৃষি-সেবাও প্রদান করা হচ্ছে।

ই-কৃষি

৮২। উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন মিলিয়ে আমি ২০১২-১৩ অর্থবছরের বাজেটে কৃষি মন্ত্রণালয়ের জন্য ৮ হাজার ৯১৭ কোটি ৫২ লক্ষ টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ

মাননীয় স্পীকার

৮৩। কৃষি নির্ভর বাংলাদেশের অর্থনীতিতে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপখাতটির গুরুত্ব অপরিসীম। এই উপখাত থেকে আমাদের জাতীয় উৎপাদের ৮ শতাংশ আসছে। একইসাথে পূরণ করছে আমাদের দৈনন্দিন খাদ্যে প্রাণিজ আমিষের চাহিদার প্রায় ৯০ শতাংশ।

মৎস্য খাত উন্নয়ন

৮৪। আমরা আশা করছি — চলতি অর্থবছরে মৎস্য উৎপাদন ৩২.২ লক্ষ মেট্রিক টনে উন্নীত হবে। আমরা উম্মুক্ত জলাশয়ে পোনা অবমুক্তকরণ কার্যক্রমকে আরো জোরদার করেছি। দেশের নদ-নদী ও জলাশয়ে মাছের অভয়াশ্রমের সংখ্যা ৫০০-তে উন্নীত করেছি। এর ফলে ১২টি বিলুপ্তপ্রায় মৎস্য প্রজাতির পুনরাবির্ভাব ঘটেছে। আমরা ইলিশের নিরাপদ প্রজনন নিশ্চিত করেছি। চিংড়ি খামারের সংখ্যা বৃদ্ধি করেছি। সাথে সাথে মৎস্য খাতভিত্তিক ই-সেবা প্রদানের সুযোগও সম্প্রসারণ করেছি।

সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা

৮৫। সম্প্রতি আন্তর্জাতিক আদালত কর্তৃক বঙ্গোপসাগরে বাংলাদেশের নতুন সমুদ্র সীমানা নির্ধারিত হওয়ায় বর্তমানের ১ লক্ষ ৬৬ হাজার বর্গকিলোমিটার এলাকার বাইরে আরও ১ লক্ষ ১১ হাজার বর্গকিলোমিটার এলাকার উপর আমাদের আইনগত অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আশা করছি — এ সম্প্রসারিত এলাকায় নতুন নতুন মৎস্য আহরণ ক্ষেত্র চিহ্নিত করার মাধ্যমে এ খাতে অপার সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচিত হবে।

৮৬। আমরা আশা করছি — উপযুক্ত গবেষণা, আইনি কাঠামো ও প্রণোদনার ফলে আগামী বছরে এই উৎপাদন আরো বৃদ্ধি পেয়ে মৎস্যের উৎপাদন ৩৪ লক্ষ মেট্রিক টন ছাড়িয়ে যাবে। দুধের উৎপাদন দাঁড়াবে ৩০ লক্ষ মেট্রিক টন, মাংসের উৎপাদন দাঁড়াবে ২০ লক্ষ মেট্রিক টন এবং উৎপাদিত ডিমের সংখ্যা দাঁড়াবে ৭৯১

কোটি। আমার দুঃখ হলো যে, নানা প্রণোদনা প্রদান করেও দুধের উৎপাদন কিন্তু এখনো চাহিদার মাত্র ২০ শতাংশে স্থবির হয়ে আছে।

৮৭। আমি আগামী ২০১২-১৩ অর্থবছরের জন্য মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতে উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন মিলিয়ে মোট ৯৪৯ কোটি ৭৩ লক্ষ টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

খাদ্য নিরাপত্তা

মাননীয় স্পীকার

৮৮। খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার বিষয়টিকে আমরা বরাবরই বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে এসেছি। আপনাদের জানা আছে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বিশ্বব্যাপী খাদ্যশস্যের উৎপাদন অপ্রত্যাশিত ঝুঁকির মুখে পড়েছে। অস্থিতিশীল হয়ে পড়েছে খাদ্যশস্যের বাজার। এ প্রেক্ষাপটে আন্তঃপ্রজন্ম খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আমরা ইতোমধ্যেই 'খাদ্য নিরাপত্তার জন্য রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ পরিকল্পনা' প্রণয়ন করেছি। বাস্তবায়ন করছি 'National Food Policy Plan of Action'।

৮৯। খাদ্যশস্যের মূল্য দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে রেখে কৃষকের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করা সরকারের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ। ইতোমধ্যে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে আমরা ১২ লক্ষ ফেয়ার প্রাইস কার্ড বিতরণ করেছি। এছাড়াও আমরা ভিজিডি, ভিজিএফ, জিআর ও কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচির পরিধি ও বরাদ্দ বৃদ্ধি করেছি। এসব কর্মসূচির উপকারভোগীর সংখ্যা প্রায় ৩ কোটি।

খাদ্য নিরাপত্তা কার্যক্রম

৯০। আপনারা জেনে খুশী হবেন, বর্তমানে সরকারি খাদ্য গুদামগুলোতে রেকর্ড পরিমাণ প্রায় ১৪ লক্ষ ৭৬ হাজার ১১৫ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য মজুদ রয়েছে। এই মজুদ আপদকালীন সময়ে খাদ্যপণ্যের যোগান নিশ্চিত করবে। বর্তমান অর্থবছরে দেশীয় বাজারে খাদ্যশস্যের মূল্য আগের তুলনায় হ্রাস পেয়েছে। এ কারণে কৃষি পণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করতে যুক্তিসঙ্গতভাবে কমিয়ে আনা হয়েছে খোলা বাজারে চাল বিক্রির পরিমাণ। বৃদ্ধি করা হয়েছে অভ্যন্তরীণ শস্য সংগ্রহের

আপদকালীন মজুদ

লক্ষ্যমাত্রা। আমি আনন্দের সঙ্গে বলতে চাই, আমাদের সরকার এ আমন মৌসুমে এ যাবত কালের সর্বোচ্চ প্রায় ৩.৫ লক্ষ মেট্রিক টন চাল সংগ্রহ করেছে। এবারের বোরো মৌসুমে আরো ১০ লক্ষ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য সংগ্রহের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। আমি গত বাজেটে বলেছিলাম, জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে পর্যাপ্ত আপদকালীন মজুদ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আমরা ২০১৫ সাল নাগাদ সরকারি গুদামগুলোর ধারণ ক্ষমতা ২২ লক্ষ মেট্রিক টনে উন্নীত করতে চাই। গত ৩ বছরে আমরা সরকারি খাদ্য গুদামগুলোর ধারণ ক্ষমতা ১৪ লক্ষ ৫০ হাজার মেট্রিক টন থেকে ১৬ লক্ষ ৫০ হাজার মেট্রিক টনে উন্নীত করেছি। ২০১৩ সাল নাগাদ তা' আরও ২ লক্ষ ৪০ হাজার মেট্রিক টন বৃদ্ধি পাবে, ইনশাআল্লাহ্।

পানিসম্পদ

মাননীয় স্পীকার

৯১। পানি আমাদের অন্যতম প্রধান সম্পদ। তাই শুরু থেকেই আমরা এর পরিকল্পনা, উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনার উপর জোর দিয়েছি। ইতোমধ্যে 'বাংলাদেশ পানি ব্যবহার আইন, ২০১২' মন্ত্রিসভায় নীতিগতভাবে অনুমোদিত হয়েছে। তবে প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী আমরা পানিসম্পদ পরিকল্পনা আইন, ১৯৯২ সংশোধনের কাজ এখনও শেষ করতে পারিনি।

সাম্প্রতিক অর্জন

৯২। গত তিন বছরে ৪৩.১ কিলোমিটার নদী ড্রেজিং, ১৪০.৩ কিলোমিটার নদী তীর মেরামত ও সংরক্ষণ, ২৫১.২ কিলোমিটার বন্যা নিয়ন্ত্রণ কাঠামো মেরামত এবং প্রায় ৩০০ হেক্টর জমি সমুদ্র থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। একই সময়ে প্রায় ১.৬ লক্ষ একর জমি বন্যামুক্ত করা হয়েছে এবং ৮৭ হাজার একর জমিতে সেচ সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। ৪৯ কিলোমিটার নতুন সেচ খাল খনন এবং ৩৩.৮ কিলোমিটার সেচ খাল পুনঃখনন করা হয়েছে। ২০টি বড় শহর, ৭০টি উপজেলা সদর এবং ৫০০টি গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক স্থান নদী ভাঙ্গনের হাত থেকে রক্ষা করা হয়েছে। বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও পানি নিষ্কাশনের মাধ্যমে প্রায় ৬০ হেক্টর এলাকায় ৯৭.৫ মেট্রিক টন অতিরিক্ত খাদ্যশস্য উৎপাদন সম্ভব হচ্ছে।

৯৩। নদ-নদীর নাব্যতা বৃদ্ধি ও নদী ভাঙ্গন রোধে মেইনটেন্যান্স ড্রেজিং এর সাথে সাথে ক্যাপিটাল ড্রেজিং-এর উপরও আমরা জোর দিয়েছি। বুড়িগঙ্গা নদী পুনরুদ্ধার কার্যক্রমের আওতায় বুড়িগঙ্গা, তুরাগ, বালু, পুংলি ও ধলেশ্বরী নদীতে ড্রেজিং কার্যক্রম চলছে। দক্ষিণাঞ্চলের জমিতে লবণাক্ততা বৃদ্ধি ও পলির পরিমাণ হ্রাস করার লক্ষ্যে গড়াই নদীতে দ্বিতীয় পর্যায়ের ড্রেজিং সম্পন্ন হয়েছে। আমাদের অঙ্গীকার অনুযায়ী গঙ্গা ব্যারেজ প্রকল্পের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা রিপোর্ট এ অর্থবছরেই

নাব্যতা বৃদ্ধি

চূড়ান্ত করতে পারব বলে আশা করছি। পাশাপাশি ব্যারেজের নকশা প্রণয়নের কাজও দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলছে। বাংলাদেশ গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র অববাহিকায় প্রায় সমুদয় পানি নিষ্কাশনের দায়িত্ব পালন করে। যদিও এই অববাহিকার মাত্র ৬/৭ শতাংশ জমি বাংলাদেশের ভাগে আছে। এই দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে আমাদের দেশে বিপুল পরিমাণে পলিমাটি জমা হয় এবং আমরা বন্যার শিকার হই। যথাযথভাবে এই দায়িত্ব পালনের জন্য আমাদের প্রয়োজন কতিপয় নির্দিষ্ট নদীপথে সর্বদা ড্রেজিং কার্যক্রম অব্যাহত রাখা। এজন্যে আমরা নদীপথগুলোকে আগামীতে নির্দিষ্ট করবো এবং এগুলোতে সংরক্ষণ ড্রেজিং পরিচালনার জন্য আমাদের সহযোগী দেশগুলোর অংশগ্রহণ চাইবো।

৯৪। হাওর ও জলাভূমির সার্বিক উন্নয়নে একটি তথ্য-ভাণ্ডার ও সমন্বিত মাস্টার

হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন

প্ল্যান তৈরির কাজ এগিয়ে চলেছে। কাজটি আগামী অর্থবছরেই শেষ হবে বলে আশা করছি। হাওর এলাকায় আগাম বন্যা প্রতিরোধ ও পানি নিষ্কাশনের উদ্যোগও আমরা গ্রহণ করছি।

৯৫। উপকূলীয় এলাকায় জেগে ওঠা চর অবৈধ দখলমুক্ত করে ১১ হাজার

উপকূলীয় এলাকায় ভূমিহীন পুনর্বাসন

২৯৮ ভূমিহীন পরিবারকে ১৫ হাজার ৯০৩ একর জমি বন্দোবস্ত দেয়া হয়েছে। আগামী পাঁচ বছরে আরও ৫ হাজার ৫৫০ হেক্টর জমিতে ৯ হাজার ৫৮৬ পরিবারকে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা নেয়া হবে। এর পাশাপাশি উপকূলীয় এলাকায় আড়ি বাঁধ নির্মাণ করে ২০ হাজার হেক্টর ভূমি পুনরুদ্ধারের পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে। এখানে ১৬ হাজার দরিদ্র পরিবারকে পুনর্বাসন করা সম্ভব হবে।

৯৬। বর্তমানে ৩৮টি পয়েন্টে ৩ দিনের আগাম পূর্বাভাস দেয়া সম্ভব হচ্ছে। আগামীতে তা ৭ দিনে উন্নীত করা হবে। বন্যার পূর্বাভাস জনগণের নিকট দ্রুত

বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ ব্যবস্থার উন্নয়ন

পৌঁছানোর লক্ষ্যে আমাদের প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে। এছাড়া, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভিযোজন (Climate Change Adaptation) এবং দুর্যোগ ঝুঁকি প্রশমনের (Disaster Risk Reduction) লক্ষ্যে উপকূলীয় এলাকায় লবণাক্ততার পূর্বাভাস ও বেসিন উন্নয়নের ব্যবস্থা নেয়া হবে।

৯৭। আমি আগামী ২০১২-১৩ অর্থবছরে পানিসম্পদ খাতে উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন মিলিয়ে মোট ২ হাজার ৮৯০ কোটি ৭৪ লক্ষ টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

পল্লী উন্নয়ন

মাননীয় স্পীকার

৯৮। গ্রামীণ অর্থনীতি বিকাশে আমরা বিগত ৩ বছরে নানাবিধ অবকাঠামোগত উন্নয়নের কার্যক্রম হাতে নিয়েছি। আমাদের বর্তমান মেয়াদে জানুয়ারি, ২০১২ পর্যন্ত ১২ হাজার ৪০৯ কিলোমিটার গ্রামীণ সড়ক ও ১ লক্ষ ৩৭ হাজার ৮৮০ মিটার ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ করা হয়েছে। আরও ৮১ হাজার ৮৮৭ কিলোমিটার গ্রামীণ সড়ক ও ৮৪ হাজার ৫২ মিটার ব্রিজ কালভার্ট, ৯৭৯টি গ্রোথ সেন্টার ও হাটবাজারের উন্নয়ন করা হয়েছে। নির্মাণ করা হয়েছে ৭২২টি ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স। পল্লী অঞ্চলের সুষম উন্নয়নের লক্ষ্যে ২০২১ সালকে সামনে রেখে আমরা অবকাঠামো উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছি।

পল্লী অবকাঠামো নির্মাণ ও উন্নয়ন

৯৯। দেশব্যাপী সুপেয় পানির সরবরাহ, শহরাঞ্চলে জলাবদ্ধতার নিরসন এবং পয়ঃপ্রণালী নির্মাণের লক্ষ্যে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর ও ওয়াসার মাধ্যমে ২৯টি উন্নয়ন প্রকল্পের কাজ চলমান আছে। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর ১ লক্ষ ৩০ হাজার ৮২৩টি আর্সেনিকমুক্ত পানির উৎস নির্মাণ করেছে। এর মাধ্যমে পল্লী এলাকায় প্রতি ৯৫ জনের জন্য একটি নিরাপদ পানির উৎস নিশ্চিত করা সম্ভব হয়েছে। আশা করছি — আমরা আগামী অর্থবছরে আরো ৪২ হাজার নিরাপদ পানির উৎস নির্মাণ করতে সক্ষম হব। আমার প্রথম বাজেট বক্তৃতায় ২০১১ সালের মধ্যে দেশের শতভাগ মানুষের জন্য নিরাপদ পানির ব্যবস্থা করার অঙ্গীকার করেছিলাম।

নিরাপদ পানি সরবরাহ

আমরা এক্ষেত্রে লক্ষ্যমাত্রা থেকে কিছুটা পিছিয়ে রয়েছি। এ পর্যন্ত আমরা ৮৮ শতাংশ মানুষের জন্য নিরাপদ পানির ব্যবস্থা করতে পেরেছি।

১০০। আমরা ২০১৩ সালের মধ্যে শতভাগ স্যানিটেশন নিশ্চিত করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছি। এক্ষেত্রে আমাদের অগ্রগতি সন্তোষজনক। এ পর্যন্ত আমরা ৮ লক্ষ ২২ হাজার ৩৮৪টি স্বল্পমূল্যের স্যানিটারি ল্যাট্রিন নির্মাণ ও সরবরাহ করেছি। বর্তমানে ৯১ শতাংশ পরিবার স্যানিটেশন কভারেজের আওতায় এসেছে যা সার্কভুক্ত দেশসমূহের মধ্যে সর্বোচ্চ।

স্যানিটেশন

১০১। দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে গবেষণা পরিচালনা এবং গ্রামের মানুষকে পেশাগত ও কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদানের নিমিত্তে আমরা 'বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমি আইন, ২০১২' প্রণয়ন করেছি। পল্লীর জনসাধারণ যাতে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ন্যায্যমূল্যে ক্রয় করতে পারেন সে উদ্দেশ্যে আমরা সারাদেশে ১২৮টি সমবায় বাজার স্থাপন করেছি। নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের গুণগতমান বজায় রাখার সাথে সাথে কৃষকের উৎপাদিত পণ্যের সঠিক মূল্য প্রাপ্তিও এতে নিশ্চিত হয়েছে। দেশের সকল উপজেলায় এ কার্যক্রম ছড়িয়ে দেবার পরিকল্পনা আমাদের রয়েছে।

প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর স্বার্থরক্ষা

১০২। পল্লী বিদ্যুতায়ন কার্যক্রম আমাদের রূপকল্প অর্জনে অন্যতম হাতিয়ার। তাই, এটি আমাদের অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত কর্মসূচি। গত ৩ বছরে আমরা অতিরিক্ত ২ হাজার ১০৭টি গ্রামকে বিদ্যুৎ সংযোগের আওতায় এনেছি। অতিরিক্ত ১৩ হাজার ৮৪ কিলোমিটার বিদ্যুৎ লাইন স্থাপন করেছি। বর্তমানে মোট বিদ্যুতায়িত গ্রামের সংখ্যা ৪৮ হাজার ৭১১ (৬৫ শতাংশ)। মোট সুবিধাভোগী প্রায় সাড়ে ৪ কোটি। মোট বিতরণ লাইনের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ২ লক্ষ ২৭ হাজার ৬৬৭ কিলোমিটার। গ্রিড থেকে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা সম্ভব নয় এমন এলাকায় পল্লী বিদ্যুৎ বোর্ড ও ইডকল-এর মাধ্যমে ১১ লক্ষ ২০ হাজার সোলার হোম সিস্টেম স্থাপন করা হয়েছে। ১৯০টি সৌর-বিদ্যুৎ চালিত সেচ পাম্প ও ২০০টি বায়োগ্যাসভিত্তিক বিদ্যুৎ প্ল্যান্ট স্থাপনের কাজ চলছে। সম্প্রতি আমাদের দেয়া প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ইডকল-এর অর্থায়নে ধানের তুষ থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের উদ্যোগও নেয়া হয়েছে। আশা করছি — ২০২১ সালের মধ্যে আমরা

পল্লী বিদ্যুতায়ন

প্রতিটি গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছে দিতে সক্ষম হব। এর বাইরে পল্লীর জনগণের জ্বালানি সমস্যা সমাধানে একই সময়ে আমরা ১৫ হাজার বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপন করেছি।

১০৩। আমি আগামী ২০১২-১৩ অর্থবছরে স্থানীয় সরকার বিভাগ এবং পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের জন্য উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন মিলিয়ে মোট ১৩ হাজার ৫৪৯ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

(৩) মানব সম্পদ উন্নয়ন

মাননীয় স্পীকার

১০৪। সুশিক্ষিত ও দক্ষ মানব সম্পদ অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি। এ কারণে মানব সম্পদ উন্নয়নের ওপর বরাবরই আমরা গুরুত্ব দিয়েছি। এ প্রেক্ষিতে আমি ২০১২-১৩ অর্থবছরে মানব সম্পদ খাতে সর্বমোট ৩৯ হাজার ৩৯০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

সামগ্রিক শিক্ষা খাত

মাননীয় স্পীকার

শিক্ষানীতি

১০৫। আমাদের সরকার শিক্ষাকে দারিদ্র্য বিমোচন ও উন্নয়নের অন্যতম প্রধান কৌশল হিসেবে গ্রহণ করে এ খাতে সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করে এসেছে। প্রণয়ন করেছে 'জাতীয় শিক্ষানীতি, ২০১০'। দিন বদলের ইশতেহার, রূপকল্প ২০২১ এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের লক্ষ্যকে সামনে রেখে এ শিক্ষানীতি প্রণয়ন করা হয়েছে। আমরা ধাপে ধাপে এ শিক্ষানীতি বাস্তবায়নের উদ্যোগ নিয়েছি।

শিক্ষাক্ষেত্রে বৈষম্য দূরীকরণ ও গুণগত উৎকর্ষ সাধন

১০৬। শিক্ষা ক্ষেত্রে বৈষম্য দূরীকরণের উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে ২০১১-১২ অর্থবছর থেকে প্রাথমিক স্তরের পাশাপাশি সারা দেশে মাধ্যমিক, দাখিল, কারিগরি ও এবতেদায়ী স্তরে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। সে অনুযায়ী ২০১২ সালে এ পর্যন্ত মোট ২৩ কোটি বই বিতরণ করা হয়েছে। নারী শিক্ষার প্রসারে উপবৃত্তি প্রদান অব্যাহত আছে। বর্তমানে মাধ্যমিক স্তরে নারী ও পুরুষ শিক্ষার্থীর অনুপাত ৫৩ : ৪৭; যা দক্ষিণ

এশিয়ায় দ্বিতীয় সর্বোচ্চ। এছাড়া মাধ্যমিক থেকে স্নাতক পর্যায় পর্যন্ত মোট ৪৩ লক্ষ ৩৮ হাজার শিক্ষার্থীকে উপবৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে। শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের ওপর আমরা জোর দিয়েছি। বিশেষ করে জোর দেয়া হয়েছে ইংরেজি ও গণিত প্রশিক্ষণের ওপর। আমরা বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছি বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষার প্রসারের ওপর, আন্তর্জাতিক বাজারে রপ্তানি উপযোগী দক্ষ জনশক্তি তৈরির ওপর। পাশাপাশি দেশব্যাপী সৃজনশীল প্রতিভা খুঁজে বের করার লক্ষ্যে 'সৃজনশীল মেধা অন্বেষণ নীতিমালা, ২০১২' চূড়ান্ত করা হয়েছে। আশা করছি — আগামী বছর থেকে এ উদ্যোগের সফল বাস্তবায়ন শুরু করা যাবে।

শিক্ষা বিকেন্দ্রীকরণ

১০৭। পাঠদানের পরিবেশ উন্নয়নের লক্ষ্যে অবকাঠামো উন্নয়নসহ বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করা হচ্ছে। ১ হাজার ৫০০টি কলেজে একাডেমিক ভবন নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে । শহর ও গ্রামাঞ্চলের শিক্ষা বৈষম্য কমিয়ে আনতে সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় নেই এমন ৩০৬টি উপজেলায় একটি করে উচ্চ-বিদ্যালয়কে মডেল উচ্চ-বিদ্যালয়ে রূপান্তর করা হয়েছে। ১৬৪টি মডেল উচ্চবিদ্যালয়ে ভৌত অবকাঠামো নির্মাণসহ অন্যান্য কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

উচ্চ শিক্ষা

১০৮। উচ্চ শিক্ষাকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিমুখী করার লক্ষ্যে আমরা পাবনায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করেছি। গাজীপুরে ডিজিটাল বিশ্ববিদ্যালয় ও গোপালগঞ্জে বঙ্গবন্ধু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের উদ্যোগ নিয়েছি। পাশাপাশি ঢাকায় ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস, রংপুরে বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছে। রাঙ্গামাটি ও বরিশালে ২টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় এবং কুষ্টিয়ায় রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। আমরা মনে করি — এসব উদ্যোগের ফলে আমাদের তরুণ প্রজন্ম বর্তমান শতকের বিবর্তমান চ্যালেঞ্জ যোগ্যতার সাথে মোকাবেলা করতে পারবে।

প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ফাউন্ডেশন

১০৯। শিক্ষা মানুষের মৌলিক অধিকার। তাই শিক্ষার সুযোগবঞ্চিত দরিদ্র, মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীর শিক্ষা নিশ্চিত করার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর

নির্দেশনায় আমরা একটি ট্রাস্ট ফান্ড গঠনের উদ্যোগ নিয়েছি। ইতোমধ্যে অনুমোদিত হয়েছে 'প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট আইন, ২০১১'।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা

মাননীয় স্পীকার

১১০। ২০১৪ সালের মধ্যে নিরক্ষরতা দূরীকরণ আমাদের অন্যতম অঙ্গীকার। একটু দেরি হলেও প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী আমরা প্রাথমিক স্তরে শতভাগ ভর্তি নিশ্চিত করেছি। ৩ থেকে ৫ বছর বয়সী শিশুদের জন্য প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম চালু করেছি। ২০১১ সাল থেকে সারা দেশে অভিন্ন পদ্ধতিতে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা গ্রহণ করা হচ্ছে। এর ফলে অভিন্ন মানদণ্ডে প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের মেধা যাচাই করা সম্ভব হচ্ছে। নিরক্ষরতা দূরীকরণের লক্ষ্যে একটি উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা নীতির খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে।

প্রাথমিক শিক্ষা খাতে অর্জন

১১১। আমরা প্রাথমিক শিক্ষা সম্প্রসারণের পাশাপাশি এর গুণগত মান বৃদ্ধি করতেও বদ্ধপরিকর। ইতোমধ্যে আমরা শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অনুপাত ১:৫০ থেকে ১:৪৭তে নামিয়ে এনেছি এবং আগামীতে তা ১:৪০ এ নামিয়ে আনতে চাই। নিশ্চিত করতে চাই প্রয়োজনীয় অবকাঠামো ও শিক্ষার পরিবেশ। এ লক্ষ্যে ৫৮ হাজার ৩৫৯ কোটি টাকা ব্যয়ে আমরা বৃহৎ একটি কর্মসূচি (তৃতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি, পিইডিপি-৩) বাস্তবায়নের কাজ শুরু করেছি। এর আওতায় ৪৭ হাজার ৬৮০ জন নতুন প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ করা হবে। আমাদের লক্ষ্য ছিল প্রাথমিক স্তরে নারী শিক্ষিকার হার ৬০ শতাংশে উন্নীত করা। ইতোমধ্যে তা' ৫৮.৪ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। গত বাজেটে আমি ১ হাজার ৫০০টি নতুন প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপনের কথা বলেছিলাম। এর মধ্যে ৭৮০টি বিদ্যালয়ের কাজ সমাপ্তির পথে। পাশাপাশি আরো ১২টি জেলা সদরে পিটিআই স্থাপন, অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার (inclusive education) ম্যানুয়েল প্রণয়ন, শিক্ষকদের এ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রদান এবং বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটি পুনর্গঠনের মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় প্রয়োজনীয় সংস্কার আনা হয়েছে।

প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়ন

১১২। দারিদ্র্যজনিত ঝরে পড়া (dropout) রোধ করতে আমরা প্রায় চার হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে উপবৃত্তি প্রদান কর্মসূচি অব্যাহত রেখেছি। এছাড়া ভর্তির হার বৃদ্ধি এবং শিক্ষার্থীদেরকে স্কুলে ধরে রাখার লক্ষ্যে স্কুল ফিডিং কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

ঝরে পড়া রোধ

১১৩। আমরা দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ই-লার্নিং চালু করতে চাই। ইতোমধ্যে প্রতিটি মডেল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মাল্টিমিডিয়া শ্রেণীকক্ষ স্থাপন করা হয়েছে। আই সি টি ল্যাব প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে ৩ হাজার ১৭২ টি মাধ্যমিক ও উচ্চ-মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে।

শিক্ষা ক্ষেত্রে তথ্য-প্রযুক্তি

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ

মাননীয় স্পীকার

১১৪। সবার জন্য স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা আমাদের অন্যতম নির্বাচনী অঙ্গীকার। সে লক্ষ্যে ইতোমধ্যে জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি, ২০১১ প্রণীত হয়েছে। ‘জাতীয় ঔষধ নীতি, ২০০৫’ যুগোপযোগী করার কাজ চলমান রয়েছে। গত ৩ বছরে এ খাতে আমরা যে সব নীতি ও কার্যক্রম গ্রহণ করেছি, তার সুফল এখন পেতে শুরু করেছি। প্রত্যাশিত আয়ুষ্কাল বৃদ্ধিসহ মাতৃ মৃত্যুহার ও শিশু মৃত্যুহার হ্রাসে সার্কভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে আমাদের অগ্রগতি ঈর্ষণীয়। বাংলাদেশ ডেমোগ্রাফিক এন্ড হেলথ সার্ভে ২০১১ অনুযায়ী ০৫ বছরের নীচে শিশু মৃত্যুহার গত ০৪ বছরে হ্রাস পেয়ে প্রতি হাজারে ৬৫ থেকে ৫৩-তে এসে দাঁড়িয়েছে। মাতৃ মৃত্যুহারও প্রতি হাজারে ৩.৫ থেকে ১.৯৪-এ নেমে এসেছে। বর্তমানে দেশের এক তৃতীয়াংশ (৩২ শতাংশ) প্রসূতি সন্তান জন্ম দেয়ার সময় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত স্বাস্থ্যকর্মীর সহায়তা পাচ্ছেন। এ সংখ্যা আরো বৃদ্ধির লক্ষ্যে আমরা মধ্যমেয়াদে বিভিন্ন স্তরের ৪০ হাজার স্বাস্থ্যকর্মীকে প্রশিক্ষণ দেয়ার উদ্যোগ নিচ্ছি। মাতৃস্বাস্থ্য উন্নয়নে দরিদ্র গর্ভবতী মহিলাদের জন্য বর্তমানে ৪৬টি উপজেলায় ‘মাতৃস্বাস্থ্য ভাউচার কর্মসূচি’ চলমান রয়েছে। আমরা এ কর্মসূচি আরো ২৭টি উপজেলায় সম্প্রসারণের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছি। এছাড়া অচিরেই ৯৬টি উপজেলা স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ২৪ ঘন্টা জরুরি প্রসূতি সেবা প্রদানের কার্যক্রম শুরু হবে।

সাধারণ স্বাস্থ্যসেবা

১১৫। বাংলাদেশের ছয়টি সিটি কর্পোরেশন এবং পাঁচটি পৌরসভায় ২৭টি নগর মাতৃসদন, ১৬৭টি নগর স্বাস্থ্য কেন্দ্র এবং ৬৫৬টি স্যাটেলাইট ক্লিনিকের মাধ্যমে দরিদ্র নগরবাসীকে প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করা হচ্ছে। নগর স্বাস্থ্য কেন্দ্র প্রদত্ত সেবাসমূহের মধ্যে শতকরা ৩০ ভাগ বিনামূল্যে দেয়া হয়। পাশাপাশি আমরা বিকল্প চিকিৎসা পদ্ধতিকেও জনপ্রিয় করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। এ লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় বিধি প্রণয়ন ও জনবল নিয়োগের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

নাগরিক স্বাস্থ্য

১১৬। ২০০৯-১০ অর্থবছরের বাজেটে আমরা ১৩ হাজার ৫০০টি কমিউনিটি ক্লিনিক স্থাপনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম। এ পর্যন্ত ১১ হাজার ৪০৯টি ক্লিনিক চালু করা হয়েছে। এসব ক্লিনিকে গত তিন বছরে সেবা নিয়েছেন মোট ৭ কোটি ৫৬ লক্ষ জন। অবশিষ্ট ২ হাজার ৯১টি ক্লিনিক ২০১২-১৩ অর্থবছরের মধ্যে নির্মাণ ও চালু করা সম্ভব হবে বলে আমরা আশা করছি।

কমিউনিটি ক্লিনিক

১১৭। গত বাজেটে আমি আদমশুমারি ও গৃহগণনা, ২০১১ পরবর্তী গুণতগত যাচাই জরিপ (Post-enumeration check, PEC) সম্পন্ন করার কথা বলেছিলাম। ইতোমধ্যে বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান (Bangladesh Institute of Development Studies, BIDS) পিইসি'র ফলাফল প্রকাশ করেছে। এ অনুযায়ী বাংলাদেশের জনসংখ্যা আনুমানিক ১৪ কোটি ৮০ লক্ষ। আমরা জনসংখ্যা নীতি যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে কাজ করছি। এই জনগোষ্ঠীর খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা নিশ্চিত করা আমাদের সামনের দিনের অন্যতম চ্যালেঞ্জ।

জনসংখ্যা

১১৮। জনসংখ্যা সমস্যার ভয়াবহতা রোধে ২০২১ সালের মধ্যে জন্ম-নিয়ন্ত্রণ সামগ্রী ব্যবহারের হার আমরা ৮০ শতাংশে উন্নীত করতে চাই। তাই, এ খাতে আমরা বরাদ্দ নিশ্চিত করেছি। জন্ম-নিয়ন্ত্রণ সামগ্রীর মজুদ গড়ে তুলেছি। এই মজুদ দিয়ে ২০১৩ সাল পর্যন্ত চাহিদা পূরণ সম্ভব হবে। ইতোমধ্যে জন্ম-নিয়ন্ত্রণ সামগ্রী ব্যবহারের হার ২০০৭ থেকে ২০১১-এর মধ্যে ৫৬ শতাংশ থেকে ৬১ শতাংশে উন্নীত হয়েছে।

পরিবার পরিকল্পনা

১১৯। আমরা পর্যায়ক্রমে সকল উপজেলা হাসপাতালকে ৫০ শয্যায় এবং সকল জেলা হাসপাতালকে ২৫০ শয্যায় উন্নীতকরণের কাজ শুরু করেছি। ইতোমধ্যে ২৫১টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সকে ৫০ শয্যায়, ১৬টি জেলা হাসপাতালকে ১০০ শয্যায় এবং ৮টি জেলা হাসপাতালকে ২৫০ শয্যায় উন্নীত করা হয়েছে। জনসংখ্যার অনুপাতে চিকিৎসকের সংখ্যা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ৩ হাজার ৫৫১ জন চিকিৎসক নিয়োগ প্রদানসহ ৫টি নতুন মেডিকেল কলেজ স্থাপন করা হয়েছে। চিকিৎসক, নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মীর অনুপাত আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত ১:৩:৫ এ উন্নীত করতে আমরা নার্স ও প্যারামেডিক্সের সংখ্যা বৃদ্ধিরও উদ্যোগ নিয়েছি। এ লক্ষ্যে ৫টি ইনস্টিটিউট অব হেলথ্ টেকনোলজি স্থাপিত হয়েছে এবং আরো ১০টি নির্মাণের পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে। তাছাড়া ৫টি নতুন নার্সিং কলেজ নির্মাণ এবং ১৫টি নার্সিং ইনস্টিটিউট-কে নার্সিং কলেজে উন্নীতকরণের পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে। গত তিন বছরে নিয়োগ দেয়া হয়েছে ৬ হাজার ৩৯১ জন স্বাস্থ্য সহকারী, ৩৭০ জন টেকনলজিস্ট, ৬০৫ জন নার্স ও ৮৫৬ জন পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকা।

জনবল ও অবকাঠামোগত উন্নয়ন

১২০। আমি আমার গত বাজেট বক্তৃতায় চিকিৎসা ক্ষেত্রে তথ্য-প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়ানোর অঙ্গীকার করেছিলাম। ইতোমধ্যে আমরা ই-হেলথ কর্মসূচি চালুর উদ্যোগ নিয়েছি। উপজেলা ও জেলা পর্যায়ের ৪৮২টি হাসপাতালে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে স্বাস্থ্য সেবা প্রদান কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। ৮০০টি স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে ইন্টারনেট সংযোগ দেয়া হয়েছে। ৮টি হাসপাতালে টেলিমেডিসিন সুবিধা চালু করা হয়েছে — যার মাধ্যমে উপজেলা ও জেলা পর্যায়ের রোগীরা বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে সক্ষম হচ্ছেন। এর পাশাপাশি জাতীয় টিকাদান কর্মসূচি, ভিটামিন ‘এ’ ক্যাপসুল খাওয়ানোর সময়সূচি, শিশুদের মায়ের দুধ খাওয়ানো এবং গর্ভধারণ সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য মোবাইল ফোনের মাধ্যমে জনগণকে জানিয়ে দেয়া হচ্ছে। স্বাস্থ্য খাতে তথ্য-প্রযুক্তির এই সফল প্রয়োগের স্বীকৃতি মিলেছে আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও। জাতিসংঘ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে ‘ডিজিটাল হেলথ ফর ডিজিটাল ডেভেলপমেন্ট’ পুরস্কার প্রদান করেছে।

চিকিৎসা সেবায় তথ্য প্রযুক্তি

মাননীয় স্পীকার

১২১। সাফল্যের পাশাপাশি আমাদের কিছু ব্যর্থতাও রয়েছে। আমরা পুষ্টির ক্ষেত্রে কাঙ্খিত সহস্রাব্দ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে এখনো পিছিয়ে আছি। বর্তমানে ৫ বছরের নীচে আমাদের ৩৬ শতাংশ শিশুই কম ওজনসম্পন্ন (under-weight)। এ সমস্যা কাটিয়ে ওঠার জন্য 'জাতীয় পুষ্টি সেবা' কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে।

পুষ্টি

পুষ্টি কার্যক্রমে স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণের হার আমরা ২৫ শতাংশ থেকে ৫০ শতাংশে উন্নীত করতে চাই। তাই, প্রাথমিকভাবে উপজেলা পর্যায়ের শতকরা ৩৫ ভাগ প্রসূতি মা ও শিশুকে সম্পূরক খাবারের আওতায় আনার পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে। এর বাইরে ৯০ ভাগ শিশুকে ভিটামিন এ ক্যাপসুল খাওয়ানো হবে। মাতৃদুগ্ধ পানে সচেতনতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে আমরা অভাবনীয় সাফল্য পেয়েছি। আমাদের লক্ষ্য ছিল ৬ মাস পর্যন্ত শিশুকে শুধু মায়ের দুধ খাওয়ানোর হার ২০১৬ সালের মধ্যে ৫০ শতাংশে উন্নীত করা। অথচ, ২০১১ সালের মধ্যেই এই হার আমরা ৬৪ শতাংশে উন্নীত করতে সক্ষম হয়েছি।

১২২। আমি আগামী ২০১২-১৩ অর্থবছরের জন্য অনুন্নয়ন ও উন্নয়ন মিলিয়ে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে ৯ হাজার ৩৫৫ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

সংস্কৃতি

মাননীয় স্পীকার

১২৩। একটি জাতির ইতিহাস আর মানসকে ধারণ করে তার সংস্কৃতি। জাতিগতভাবে আমরা ধর্মপরায়ণ। তবে, উদার ও অসাম্প্রদায়িক। আমাদের এই জাতিসত্তার সংরক্ষণ ও দেশজ সংস্কৃতির বিকাশে ২০১০-১১ অর্থবছরের বাজেটে আমরা ১০০ কোটি টাকার বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণ করেছিলাম। এরই ধারাবাহিকতায় আমরা দেশের লুপ্তপ্রায় লোকজ সংস্কৃতি প্রসারে কাজ করে যাচ্ছি। আমরা সরকার গঠনের পর থেকেই বাংলা ভাষা-সাহিত্য ও সংস্কৃতির চর্চা, সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও উন্নয়নে কার্যক্রম গ্রহণ করেছি। এ লক্ষ্যে আমি ২০১১-১২ অর্থবছরের বাজেটে শিল্পকলা চত্বরে জাতীয় আর্ট গ্যালারি প্রতিষ্ঠা এবং বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশনের উন্নয়নে পদক্ষেপ নেবার অঙ্গীকার করেছিলাম। এ লক্ষ্যে দু'টি প্রকল্প বর্তমানে চলমান রয়েছে। সব ক'টি জেলায় ঋতুভিত্তিক সাংস্কৃতিক মেলা আয়োজন করা হয়েছে। বই পড়ায় উদ্বুদ্ধকরণের লক্ষ্যেও আমরা বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছি। গ্রন্থাগারে বই সরবরাহের লক্ষ্যে প্রণয়ন করেছি সমন্বিত নীতিমালা। ৩১টি জেলায় গণগ্রন্থাগার নির্মাণ করেছি। আরো ১৪টি জেলায় গণগ্রন্থাগার নির্মাণের কাজ চলছে।

বাঙ্গালী সংস্কৃতির বিকাশ

১২৪। আমি মনে করি — আমাদের ঐতিহ্যমণ্ডিত সংস্কৃতির ব্যাপক প্রচার ও প্রসারের মাধ্যমে বহির্বিশ্বে দেশের ইতিবাচক ভাবমূর্তি যথাযথভাবে তুলে ধরা সম্ভব। এ জন্য বিভিন্ন দেশে 'বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক কেন্দ্র' প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ আমরা নিয়েছি। আশা করছি — আগামী বছর কলকাতা ও নিউইয়র্কে আমরা সাংস্কৃতিক কেন্দ্র চালু করতে পারব। আমরা প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান ও সংরক্ষণের উদ্যোগ নিয়েছি। মহাস্থানগড়, পাহাড়পুর, কান্তজিউ, মহাবালেশ্বর, বাগেরহাটসহ সারা দেশে প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন সংরক্ষণ ও উন্নয়নের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। প্রত্নতাত্ত্বিক খনন ও অনুসন্ধানের কাজ চলছে উয়ারি-বটেশ্বর ও বিক্রমপুরে।

প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান

১২৫। আমি সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অনুন্নয়ন এবং উন্নয়ন ব্যয় মিলিয়ে সর্বমোট ১৯৫ কোটি ৫৭ লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রদানের প্রস্তাব করছি।

ধর্ম

মাননীয় স্পীকার

১২৬। আমরা উদার ধর্মীয় সংস্কৃতিতে বিশ্বাসী। এ সংস্কৃতির বিকাশে ধর্মীয় নেতাদের প্রশিক্ষণ ও আন্তঃধর্মীয় সংলাপের আয়োজন করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ৩ হাজার ৪৩৩ জন ইমাম, সেবাইত, পুরোহিত ও ভিক্ষুকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।

ধর্মীয় সম্প্রীতি

২০১২-১৩ অর্থবছরে আরও ৩ হাজার ৫০০ জনকে প্রশিক্ষণ দেয়া হবে এবং ১২টি আন্তঃধর্মীয় সংলাপের আয়োজন করা হবে। সংখ্যালঘু ধর্মীয় জনগোষ্ঠীর ওপর সন্ত্রাস ও বৈষম্যমূলক আচরণ রোধে আমরা বদ্ধপরিকর। তাঁদের সামাজিক মর্যাদার সুরক্ষা এবং রাষ্ট্র ও সমাজ জীবনের সর্বত্র সংবিধান অনুযায়ী সম-অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যেও আমরা কাজ করে যাচ্ছি।

১২৭। নিয়মতান্ত্রিকভাবে হজ্জ ক্যাম্প স্থাপন, হজ্জ যাত্রীদের নির্বিঘ্নে আনা-নেওয়া এবং সর্বোপরি হজ্জব্রত পালনের সময় সৌদিআরবে তাদের সার্বিক সহায়তা

হজ্জ

প্রদানের ক্ষেত্রে আমরা ধারাবাহিকভাবে সফল হয়েছি। ২০১১-১২ অর্থবছরে রেকর্ড সংখ্যক মুসল্লি হজ্জ পালন করেছেন। ২০১২-১৩ অর্থবছরে হজ্জযাত্রীর সংখ্যা প্রায় ১ লক্ষ ২০ হাজার ছাড়িয়ে যাবে বলে আমরা আশা করছি। এছাড়াও একটি ওয়েবসাইট চালু করে সম্মানিত যাত্রীদের নিয়মিত তথ্য-সেবা প্রদান করা হচ্ছে।

১২৮। আমরা মসজিদ ও মন্দির ভিত্তিক প্রাক-প্রাথমিক ও ধর্মীয় শিক্ষা প্রদান

মসজিদ-মন্দিরভিত্তিক শিক্ষা

অব্যাহত রেখেছি। গত তিন বছরে এই কার্যক্রমের আওতায় ২৩ লক্ষ ৪০ হাজার ছাত্র-ছাত্রীকে প্রাক-প্রাথমিক, ৬৫ হাজার ৭৭০ জনকে গণশিক্ষা এবং ১০ লক্ষ ২৩ হাজার ৬০০ জনকে পবিত্র কুরআন শিক্ষা প্রদান করা হয়েছে।

১২৯। আমি ২০১২-১৩ অর্থবছরে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের জন্য অনুন্নয়ন এবং উন্নয়ন ব্যয় মিলিয়ে সর্বমোট ২৬৫ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রদানের প্রস্তাব করছি।

যুব ও ক্রীড়া

মাননীয় স্পীকার

ন্যাশনাল সার্ভিস

১৩০। যুবসমাজ দেশের সর্বাপেক্ষা সৃজনশীল শক্তি। এই যুবশক্তিকে জাতীয় উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে আমরা ন্যাশনাল সার্ভিস চালু করেছি। এর আওতায় কুড়িগ্রাম, বরগুনা, গোপালগঞ্জ এবং রংপুর জেলায় অস্থায়ী কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এ পর্যন্ত ৫৬ হাজার ৮০১ জন বেকার যুবক ও যুব মহিলাকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। ৫৬ হাজার ১২৬ জনের জন্য দুই বছরের অস্থায়ী কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ২০১২-২০১৩ অর্থবছরে এ কর্মসূচির আওতায় ১৭ হাজার ৭৪৪ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং ৫৬ হাজার ৯৫৯ জনের জন্য অস্থায়ী কর্মসংস্থান সৃষ্টির পরিকল্পনা রয়েছে।

প্রশিক্ষণ ও ক্ষুদ্রঋণ

১৩১। সারা দেশে মোট ১১১টি প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং ৪৭৬টি অপ্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে বেকার যুবক ও যুবমহিলাদের দক্ষতাবৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলছে। গত তিন বছরে মোট ১৩ লক্ষ ১১ হাজার ৭৯৭ জনকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। ২০১২-১৩ অর্থবছরে আরও ৪ লক্ষ ৩৭ হাজার ২৬৫ জনকে প্রশিক্ষণ দেয়ার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। আত্মকর্মসংস্থানে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর জানুয়ারি ২০০৯ হতে মার্চ ২০১২ পর্যন্ত মোট ১ লক্ষ ১৫ হাজার ৪৬০ জন প্রশিক্ষিত যুবক ও যুবমহিলার মধ্যে ২১৯ কোটি ৩৩ লক্ষ টাকার ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ করেছে।

ক্রীড়া অবকাঠামো ও ব্যবস্থাপনা

১৩২। গত বাজেট বক্তৃতায় আমি উল্লেখ করেছিলাম — দেশের ৫টি ক্রিকেট স্টেডিয়ামকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করা হয়েছে। আন্তর্জাতিকভাবে প্রশংসিত হয়েছে আইসিসি ক্রিকেট বিশ্বকাপ, ২০১১-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান এবং এর সার্বিক ব্যবস্থাপনা। ঢাকাসহ সারাদেশের জেলা পর্যায়ে স্টেডিয়াম ও মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্সের আধুনিকায়ন ও সংস্কার কাজ চলছে। একইসাথে বিলুপ্তপ্রায় গ্রামীণ খেলাধূলা পুনরুজ্জীবিত করার লক্ষ্যে আমরা কাজ করছি।

১৩৩। সম্প্রতি এশিয়া কাপ ক্রিকেটে বাংলাদেশ ক্রিকেট দল রানার্স আপ হয়ে জাতির জন্য অশেষ গৌরব বয়ে এনেছে। আমাদের মেয়েরা ক্রিকেটে ওয়ান-ডে স্ট্যাটাস অর্জন করেছে। আমাদের বুদ্ধি-প্রতিবন্ধী ছেলে-মেয়েরা এথেন্সে অনুষ্ঠিত স্পেশাল অলিম্পিক, ২০১১-তে অংশ নিয়ে ২৯টি স্বর্ণসহ মোট ৪৪টি পদক জয় করে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছে। ভবিষ্যতে আমাদের খেলোয়াড়রা আরও সাফল্য বয়ে আনবে বলেই আমাদের বিশ্বাস। প্রতিবন্ধীদের জন্য খেলাধূলার ক্ষেত্রে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়। তাদের জন্য খেলার মাঠ, খেলাধূলার বিশেষ সরঞ্জাম দরকার হয়। আর এইসব অনুষ্ঠানের জন্য প্রয়োজন হয় অর্থের। আমি বিশেষ করে প্রতিবন্ধীদের জন্য যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের পক্ষে একটি বিশেষ বরাদ্দের ঘোষণা দিচ্ছি।

ক্রীড়াক্ষেত্রে অর্জন

১৩৪। আমি যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের অনুন্নয়ন এবং উন্নয়ন ব্যয় মিলিয়ে ২০১২-১৩ অর্থবছরে সর্বমোট ৬৮৭ কোটি ৬১ লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রদানের প্রস্তাব করছি।

(৪) ভৌত অবকাঠামো

সড়ক ও সেতু

মাননীয় স্পীকার

১৩৫। আমি আমার বিগত বাজেট বক্তৃতাগুলোয় যোগাযোগ খাতে সমন্বিত উন্নয়নের উপর গুরুত্ব দিয়েছিলাম। তারই ধারাবাহিকতায় ইতোমধ্যে ‘সমন্বিত পরিবহণ নীতিমালা, ২০১২’ বা ‘Integrated Multimodal Transport Policy (IMTP), 2012’ প্রণীত হয়েছে। অনুমোদিত হয়েছে ‘ঢাকা পরিবহণ সমন্বয় কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১২’। এই আইনের আওতায় ইতোমধ্যে ঢাকা যানবাহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ (Dhaka Transport Coordination Authority, DTCA) গঠন করা হয়েছে। আশা করছি — রাজধানীর পরিবহণ সমন্বয়ে এই কর্তৃপক্ষ শক্তিশালী ভূমিকা পালন করবে।

সমন্বিত পরিবহণ নীতিমালা

১৩৬। প্রত্যাশিত আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের অনুকূলে টেকসই, নিরাপদ ও মানসম্মত গণপরিবহণ ব্যবস্থা গড়ে তোলার ওপর আমরা প্রথম থেকেই গুরুত্বারোপ করেছি। সে লক্ষ্যে সড়ক পরিবহণ সেক্টরে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা, দুর্ঘটনা হ্রাস এবং যানজট নিরসনের জন্য ২০ বছর মেয়াদি Strategic Transport Plan (STP) সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। এর আওতায় এমআরটি লাইন-৬ (Mass Rapid Transit line-6) বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এছাড়া গাজীপুর থেকে হযরত শাহজালাল (রহঃ) আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর এবং বিমানবন্দর থেকে সদরঘাট পর্যন্ত সড়কে দ্রুতবেগে বাস চলাচলের জন্য বিআরটি (Bus Rapid Transit) চালু করার কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে। হযরত শাহজালাল (রহঃ) আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে নির্মাণাধীন উড়াল সড়ক (elevated express-way) ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের কুতুবখালীর পরিবর্তে কমলাপুর পর্যন্ত তৈরি করে 'মেয়র মোহাম্মদ হানিফ ফ্লাইওভার'-এর সাথে সংযোগ করা হবে। ফলে পূর্বের হিসেব মতে এটির দৈর্ঘ্য ২৬ কিলোমিটার হতে ৩ কিলোমিটার কমে যাবে। বর্তমানে এটি নির্মাণের জন্য ভূমি অধিগ্রহণ এবং ইউটিলিটিস স্থানান্তর কার্যক্রম চলছে। পাশাপাশি হযরত শাহজালাল (রহঃ) আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে চন্দ্রা পর্যন্ত ঢাকা-আশুলিয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। তবে আন্তরিক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও, অঙ্গীকার অনুযায়ী ঢাকার চারপাশে বৃত্তাকার সড়ক ও রেলপথ নির্মাণে আশানুরূপ অগ্রগতি হয়নি।

কৌশলগত পরিবহণ পরিকল্পনা

১৩৭। ঢাকা শহরের ক্রমবর্ধমান যানজট নিরসনের লক্ষ্যে বেগুনবাড়ি খালসহ হাতিরঝিল এলাকার বহু প্রত্যাশিত সমন্বিত উন্নয়ন প্রকল্পের কাজ আমরা আগামী অর্থবছরেই শেষ করতে পারব বলে আশা করছি। যাত্রাবাড়ী থেকে পলাশী পর্যন্ত প্রায় ১০ কিলোমিটার দীর্ঘ 'মেয়র মোহাম্মদ হানিফ ফ্লাইওভার' এবং প্রায় ৩ কিলোমিটার দীর্ঘ কুড়িল ফ্লাইওভার এর নির্মাণ কাজও ২০১২-এর মধ্যেই শেষ হবে ইনশাআল্লাহ্। এছাড়া মগবাজার-মৌচাক, পল্টন হতে ঢাকা-মাওয়া সড়কে ফ্লাইওভার এবং বনানী রেলক্রসিং-এ ওভারপাস নির্মাণের কাজ চলছে। পিপিপি'র আওতায় আমিনবাজার থেকে পলাশী পর্যন্ত নিরবচ্ছিন্ন করিডোর নির্মাণের

ঢাকা ও চট্টগ্রাম শহরের যানজট নিরসন

পরিকল্পনাও গ্রহণ করা হয়েছে। চট্টগ্রাম শহরে চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের অধীনে আরো ৫টি ফ্লাইওভার নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে।

১৩৮। নিরাপদ ও মানসম্মত সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে আমরা ২০ বছর মেয়াদি 'রোড মাস্টার প্ল্যান' হাতে নিয়েছি এবং তা বাস্তবায়নের জন্য একাধিক কার্যক্রম গ্রহণ করেছি। আপনাদের জ্ঞাতার্থে কয়েকটি পরিসংখ্যান আমি তুলে ধরতে চাই। এ যাত্রায় সরকার গঠনের পর থেকে আমরা মোট ২ হাজার ৯১২ কিলোমিটার জাতীয়, আঞ্চলিক ও জেলা সড়ক পুনঃনির্মাণ, প্রশস্তকরণ ও মজবুত করেছি। মেরামত করেছি প্রায় ৭ হাজার ২৯৩ কিলোমিটার সড়ক এবং ১ হাজার ৬৩টি সেতু ও কালভার্ট। এখানে বলে রাখা প্রয়োজন — বাংলাদেশে সড়ক ঘনত্ব (Road Density) পৃথিবীর মধ্যে সর্বোচ্চ। এ দেশে প্রতি ১ হাজার বর্গকিলোমিটার এলাকায় ২ হাজার ৭৯ কিলোমিটার রাস্তা রয়েছে। এ কারণে নতুন সড়ক নির্মাণের চেয়ে বিদ্যমান সড়কগুলোর নিয়মিত ও মানসম্মত রক্ষণাবেক্ষণের ওপর আমরা অধিক গুরুত্ব দিচ্ছি। আমি মনে করি — ট্রাফিক আইনের যথাযথ প্রয়োগ ও রাস্তা ব্যবহার ফি (road pricing) চালু করা গেলে মেরামতের জন্য যেমন অতিরিক্ত অর্থের সংস্থান হবে, তেমনি কমবে যানজট। আমরা চেষ্টা করছি যে, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর এবং স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর যৌথভাবে দেশের সমুদয় সড়কের ম্যাপিং করবে এবং সেই ম্যাপিং-এর ভিত্তিতে এই খাতের জন্য একটি ২০ বছর মেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়ন করবে। এই পরিকল্পনার ভিত্তিসমূহ হবে নিম্নরূপঃ

সড়ক খাতে সাফল্য

(১) সড়কের দৈর্ঘ্য কমানোর জন্য নতুন সড়ক নির্মাণ পরিহার করা;

(২) বর্তমান যে সড়ক নেটওয়ার্ক আছে সেখানে ইউনিয়ন ও গ্রাম সড়ক ছাড়া অন্য কোন নতুন রাস্তা নির্মাণ না করা;

(৩) বিদ্যমান রাস্তাগুলোর মেরামত ও সংরক্ষণকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান। এজন্য বহুদিনের অবহেলিত কিছু কাজ সম্পন্ন করা এবং এ জন্য একটি ক্র্যাশ প্রোগ্রাম গ্রহণ করা;

(৪) প্রয়োজনমত যথাযথ জরিপ সাপেক্ষে যেসব সড়ক আছে সেগুলোর উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ;

(৫) সড়ক পরিবর্ধনে Horizontal প্রক্রিয়ার পরিবর্তে Vertical মেথড গ্রহণ;

(৬) সড়ক মেরামতের কাজে স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে সম্পৃক্ত করার জন্য মেরামত খরচের একটি নির্দিষ্ট অংশ স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে প্রদান;

(৭) যেখানেই সম্ভব সেখানে সড়ক এবং সেতুর জন্য টোল ব্যবস্থা গ্রহণ;

(৮) সড়ক ব্যবহারের জন্য রোড প্রাইসিং-এর বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ;

(৯) যানজট নিরসনের জন্য অন্তত তিন জন সদস্য না হলে কোন সেডান গাড়ি চালানোর ক্ষেত্রে অতিরিক্ত টোল আদায়।

১৩৯। ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক ও নবীনগর-ডিইপিজেড-চন্দ্রা সড়ক ৪ লেনে উন্নীতকরণ, জয়দেবপুর-ময়মনসিংহ সড়ক উন্নয়ন এবং তিস্তা সেতু নির্মাণ প্রকল্পসহ আরো বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পের কাজ পুরোদমে এগিয়ে চলেছে। চট্টগ্রাম বন্দরের পরিবহণ ব্যবস্থার উন্নতিকল্পে একটি উড়াল সেতু যানবাহন চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করা হয়েছে। এছাড়া সড়ক বিভাগে আমরা Project Monitoring System (PMS) শুরু করেছি।

পদ্মা সেতু

১৪০। পদ্মা সেতুর নির্মাণ কাজ শুরু করা বর্তমান সরকারের অন্যতম নির্বাচনী অঙ্গীকার। ৬.১৫ কিলোমিটার দীর্ঘ পদ্মা সেতুর প্রকল্প এবং ডিজাইন ২০১০ সালের অক্টোবর এর মধ্যে চূড়ান্ত করা হয়। প্রকল্পের জন্য ভূমি অধিগ্রহণ এবং ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসন কার্যক্রম এই অর্থবছরেই শেষ হচ্ছে। সেতু নির্মাণের জন্য দাতা সংস্থা ও পিপিপি'র মাধ্যমে বিভিন্ন প্রস্তাব আমাদের কাছে আছে। দ্রুত সেতু নির্মাণ শুরু হবে। অন্যদিকে পাটুরিয়া-গোয়ালন্দ অবস্থানে ২য় পদ্মা সেতু পিপিপি ভিত্তিতে নির্মাণের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। পিরোজপুর-ঝালকাঠি সড়কে কচা নদীর ওপর বেকুটিয়া সেতু নির্মাণের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে।

রেলপথ

মাননীয় স্পীকার

১৪১। গত বাজেটেই আমি উল্লেখ করেছিলাম রেলওয়েকে বিশেষ অগ্রাধিকার দিয়ে আমরা একটি নতুন বিভাগ সৃষ্টি করেছি। এর ধারাবাহিকতায় আমরা একে মন্ত্রণালয়ে রূপান্তর করেছি। উদ্যোগ নিয়েছি বাংলাদেশ রেলওয়েকে একটি কর্পোরেট প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলার। সে লক্ষ্যে ইতোমধ্যে বাংলাদেশ রেলওয়েতে লাইনস অব বিজনেস (এলওবি) ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছে। ২০ বছর মেয়াদি একটি 'রেলওয়ে মাস্টার প্ল্যান' এর আওতায় ১ লক্ষ ২৫ হাজার ৯২৯ কোটি টাকা ব্যয়ে ২৩১টি প্রকল্প গ্রহণের প্রস্তাব আমরা বিবেচনা করছি। রেলওয়ের সেবার মান বৃদ্ধি করে একে একটি আধুনিক পরিবহণ মাধ্যমে পরিণত করাই আমাদের লক্ষ্য।

রেল যোগাযোগে অগ্রাধিকার

১৪২। ইতোমধ্যে ১৫ জোড়া নতুন ট্রেন চালু করা হয়েছে। বিভিন্ন রুটের ৮ জোড়া ট্রেনের সার্ভিস বাড়ানো হয়েছে। পাশাপাশি আমরা নতুন রেললাইন নির্মাণ ও পুনঃনির্মাণের প্রকল্প হাতে নিয়েছি। ইতোমধ্যে বাংলাদেশ রেলওয়েকে উপ-আঞ্চলিক, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক রেল নেটওয়ার্কে যুক্ত করার কার্যক্রম শুরু হয়েছে। ট্রান্স-এশিয়ান রেলওয়েতে সংযোগ স্থাপনের লক্ষ্যে দোহাজারি থেকে রামু হয়ে কক্সবাজার এবং রামু থেকে গুনদুম পর্যন্ত রেলপথ নির্মাণের কাজ চলছে। গত বাজেট বক্তৃতায় আমি উল্লেখ করেছি — ই-টিকেটিং কার্যক্রমের আওতায় মোবাইলে ও ইন্টারনেটে টিকিট-সংক্রান্ত তথ্য প্রাপ্তি ও টিকেট কাটার সুবিধা প্রবর্তন আমরা করেছি।

রেলসেবা সম্প্রসারণ

১৪৩। আমরা ঢাকা-চট্টগ্রাম করিডোরকে ডাবল লাইনে উন্নীত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি। টঙ্গী-ভৈরববাজার এবং লাকসাম-চিনকি আস্তানা সেকশনে ডাবল লাইন নির্মাণ কাজের চুক্তিপত্র সম্পাদিত হয়েছে। ভবিষ্যতে আমরা ঢাকা-টঙ্গী ৩য় ও ৪র্থ লাইন, টঙ্গী-জয়দেবপুর এবং ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ এর মধ্যে ডুয়েলগেজ ডাবল লাইন নির্মাণ করব। খুলনা-পার্বতীপুরসহ দেশের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সেকশনেও ক্রমান্বয়ে ডাবল লাইন নির্মাণ করার পরিকল্পনা আমাদের রয়েছে। পাশাপাশি আমরা ২য় ভৈরব ও ২য় তিতাস সেতু নির্মাণের উদ্যোগ নিয়েছি। ইতোমধ্যে রেলওয়ের বহরে ৯টি

রেল অবকাঠামো সম্প্রসারণ

নতুন লোকোমটিভ যুক্ত হয়েছে, আরো ১১টি সংগ্রহের প্রক্রিয়া চলছে। আগামীতে আরো ২৬টি ব্রডগেজ লোকোমটিভ, ২৪৬টি ট্যাংক ওয়াগন, ২২০টি ফ্ল্যাট ওয়াগন ও ১০ সেট ডিইএমইউ (Diesel Electric Multiple Unit, DEMU) সংগ্রহের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। ৫৫টি ওয়াগন সংগ্রহ করা হয়েছে। আরও ৩৭টি লোকোমটিভ ও ৪৬৫টি ওয়াগন সংগ্রহের প্রক্রিয়া চলছে।

১৪৪। ২০০৮-০৯ অর্থবছরে রেলওয়ে বাজেট ছিল ২ হাজার ১২৭ কোটি টাকা, যা ২০১১-১২ অর্থবছরে ৩ হাজার ৮৯১ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে। অর্থাৎ গত তিনবছরে রেলের বাজেট প্রায় ৮৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। আমি আগামী অর্থবছরে সড়ক যোগাযোগ ও রেলপথ খাতে উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন মিলিয়ে ১০ হাজার ৩৯০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

নৌ পরিবহণ

মাননীয় স্পীকার

১৪৫। নদীমাতৃক বাংলাদেশ আমাদের। তাই, বিকল্প যোগাযোগ ও পরিবহণ ব্যবস্থা হিসেবে নৌ-পরিবহণের গুরুত্ব অপরিসীম। নৌ-পথের উন্নয়নে আমাদের সমন্বিত পরিকল্পনা বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। এ পরিকল্পনার অংশ হিসেবে নৌ-পথের নাব্যতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১৮টি ড্রেজার সংগ্রহের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ইতোমধ্যে ২টি সংগৃহীত হয়েছে। ৫৩ লক্ষ ঘনমিটার ড্রেজিং সম্পন্ন হয়েছে। ৪টি অভ্যন্তরীণ নদী-বন্দর স্থাপন ও ২টির আধুনিকায়ন করা হয়েছে। ২টি কন্টেইনার নৌ-বন্দর স্থাপিত হয়েছে। কাঁচপুর, সন্দ্বীপ ও কুমিরায় নৌ-যানের ল্যান্ডিং সুবিধা দেওয়া হয়েছে। ঢাকা শহরের চারিদিকে ৩৫ কিলোমিটার নৌ-পথ সৃজন ও ঢাকার আশপাশের নদী-তীরের অবৈধ দখল রোধে ৫.৫ কিলোমিটার ওয়াকওয়ে নির্মাণ করা হয়েছে। আমাদের দেশে ইতোমধ্যে ব্যক্তিমালিকানা খাতে ড্রেজিং-এ অনেক প্রতিষ্ঠান লিপ্ত এবং তাদেরও অনেকগুলোর ড্রেজার আছে। অবশ্য বড় বড় ড্রেজারগুলোর কর্তৃত্ব সরকারেরই রয়েছে। সরকারি ড্রেজারগুলো ব্যবহারে ব্যক্তিমালিকানা খাতের কার্যক্রমের সাথে সমন্বয় সৃষ্টি করা প্রয়োজন। সেজন্য নৌ-পরিবহন সংস্থা, ২টি নৌ-বন্দর সংস্থা এবং পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে ব্যক্তিমালিকানা খাতের উদ্যোক্তাদের সমন্বয়ে একটি নির্দেশক কমিটি গঠন করা যথাযথ হবে।

১৪৬। চট্টগ্রাম সমুদ্র-বন্দর সম্প্রতি দক্ষতার সূচকে বিশ্বমান অর্জন করেছে। দেশের মোট আমদানি-রপ্তানির শতকরা প্রায় ৯২ ভাগ পণ্য এ বন্দরের মাধ্যমে হ্যান্ডলিং করা হয়ে থাকে। সেবা মানে অধিকতর দক্ষতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এ বন্দরের অটোমেশন প্রক্রিয়া ইতোমধ্যে সম্পন্ন করা হয়েছে। চট্টগ্রাম বন্দরে কন্টেইনার জট নিরসনকল্পে ঢাকার অদূরে পানগাঁওয়ে ১ লক্ষ ৬০ হাজার টিউজ কন্টেইনার হ্যান্ডলিং ক্ষমতা সম্পন্ন ইনল্যান্ড রিভার বেইজড্ কন্টেইনার টার্মিনাল নির্মাণ করা হয়েছে। বাংলাদেশের দ্বিতীয় সমুদ্র বন্দর মংলাতেও জাহাজ আগমন ও পণ্য হ্যান্ডলিং-এর পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এ বন্দরের সুবিধাজনক অবস্থানের কারণে ভারত, নেপাল ও ভুটানের ট্রানজিট পণ্য পরিবহণে উজ্জ্বল সম্ভাবনার সৃষ্টি হয়েছে। পশুর নদীর ড্রেজিংসহ মংলা বন্দরের বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টির পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। বন্দরে পণ্য পরিবহণ সহজ করার লক্ষ্যে খুলনা থেকে মংলা পর্যন্ত রেললাইন নির্মাণের কার্যকর পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। এছাড়াও সোনাদিয়া গভীর সমুদ্র বন্দর স্থাপনের জন্য বৈদেশিক বিনিয়োগ আকর্ষণের চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

সমুদ্র-বন্দর

১৪৭। স্থল-বন্দরের সক্ষমতা বৃদ্ধি ছিল আমাদের অন্যতম নির্বাচনী অঙ্গীকার। প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ইতোমধ্যে ৬টি স্থল-বন্দরে নির্মাণ, পরিচালনা ও হস্তান্তরের (Build, Operate and Transfer, BOT) ভিত্তিতে উন্নয়ন ও পরিচালনার কাজ শুরু হয়েছে। বেনাপোল স্থল-বন্দরে আমদানি-রপ্তানিকৃত মালামাল সংরক্ষণের সুবিধা সৃষ্টি করা হয়েছে। ভোমরা ও নাকুগাঁও স্থল-বন্দর উন্নয়নের কাজ পুরোদমে এগিয়ে চলছে। এছাড়া, রামগড় ও থেগামুখ স্থল-বন্দরের বাণিজ্য সুবিধা সৃষ্টির কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

স্থল-বন্দর

বেসামরিক বিমান পরিবহণ

মাননীয় স্পীকার

১৪৮। আমরা বাংলাদেশ বিমানকে দক্ষ ও সেবামুখী প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার অঙ্গীকার করেছিলাম। এ ক্ষেত্রে আমাদের সফলতা হয়ত' তেমন নেই। তবে, প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। আমরা ১০টি উড়োজাহাজ কেনার পরিকল্পনা হাতে নিয়েছিলাম। এর মধ্যে ২০১১ সালের শেষভাগে ২টি উড়োজাহাজ সংগ্রহ করা হয়েছে। ২০১৩ সালে পাওয়া যাবে আরো দু'টি। পাশাপাশি প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী

বিমানে ভ্রমণ ও মালামাল পরিবহণকে ই-বাণিজ্যের আওতায় আনা হয়েছে। আগামী অর্থবছরের মধ্যে হযরত শাহজালাল (রহঃ) আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরকে ক্যাটাগরি-১ মানে উন্নীতকরণের লক্ষ্যে আমাদের প্রয়াস অব্যাহত আছে। ইতোমধ্যে কক্সবাজার বিমানবন্দর উন্নয়নের কাজও শুরু হয়েছে। খান জাহান আলী স্টল পোর্ট-বন্দরকে পূর্ণাঙ্গ অভ্যন্তরীণ বিমানবন্দরে রূপান্তরের পরিকল্পনা আমাদের রয়েছে। সৈয়দপুর বিমানবন্দর ব্যবহারে ভুটানের আগ্রহের প্রেক্ষিতে উভয় সরকারের মধ্যে আলোচনা চলছে। এছাড়া, ঢাকার অদূরে আন্তর্জাতিক বিমান পরিবহণের কেন্দ্রস্থল (Hub) হিসেবে ব্যবহারের জন্য সর্বাধুনিক সুবিধা সম্বলিত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর নির্মাণের পরিকল্পনা নীতিগতভাবে গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে এর প্রাক-সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

বিমানের সক্ষমতা বৃদ্ধি

আবাসন ও সুপরিকল্পিত নগরায়ন

মাননীয় স্পীকার,

১৪৯। ক্রমবর্ধিষ্ণু জনসংখ্যার পাশাপাশি অপরিকল্পিত নগরায়ন বাংলাদেশের জন্য একটি বড় সমস্যা। ২০১৫ সাল নাগাদ শহরে বসবাসকারী জনসংখ্যার আকার হবে বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ। সুপরিকল্পিত নগরায়নের মাধ্যমে এই বিপুল জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে আমরা বদ্ধপরিকর। 'রূপকল্প-২১' অনুযায়ী আমরা ২০২১ সাল নাগাদ সবার জন্য আবাসন ও আধুনিক মানসম্মত নগরজীবন নিশ্চিত করতে চাই। এ লক্ষ্যে ইতোমধ্যে ঢাকা, চট্রগ্রাম ও খুলনা মহানগরীর বিশদ অঞ্চলভিত্তিক পরিকল্পনা (Detailed Area Plan, DAP) এবং বিভাগীয় শহর সিলেট ও বরিশাল এর কাঠামো পরিকল্পনা (Structure Plan) প্রণয়ন করা হয়েছে।

১৫০। সকলের জন্য আবাসন সুবিধা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আমরা ঢাকাসহ অন্যান্য বিভাগীয় শহর এবং জেলা ও উপজেলা সদরে ৭৫ হাজার ৬৮৮টি প্লট উন্নয়ন ও ২ লক্ষ ১২ হাজার ৯৯৮টি ফ্ল্যাট নির্মাণের কাজ হাতে নিয়েছি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ঢাকার চারপাশে ৪টি স্যাটেলাইট শহর গড়ে তোলার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে পিপিপি’র আওতায় ঢাকার ধামরাই ও কামরাঙ্গীর চরে

প্লট উন্নয়ন ও ফ্ল্যাট নির্মাণ

স্যাটেলাইট টাউন তৈরির লক্ষ্যে মালয়েশিয়া সরকারের সঙ্গে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে।

গৃহায়ন তহবিল

১৫১। দরিদ্র জনগোষ্ঠীর গৃহায়নের লক্ষ্যে আওয়ামী লীগ সরকার আগের মেয়াদে 'গৃহায়ন তহবিল' গঠন করেছিল। এ তহবিলে এ পর্যন্ত মোট ১৬০ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। ফেব্রুয়ারি ২০১২ পর্যন্ত গৃহায়ন তহবিল থেকে ছাড়কৃত অর্থের পরিমাণ ১৩২ কোটি ২০ লক্ষ টাকা এবং নির্মিত গৃহের সংখ্যা ৫১ হাজার ৩৬৮টি।

গৃহায়ন নীতিমালা

১৫২। পরিবেশবান্ধব ও নিরাপদ ইমারত নির্মাণের লক্ষ্যে Bangladesh National Building Code (BNBC) সংশোধন করা হয়েছে। রিয়েল এস্টেট ব্যবসাকে এক পতাকাতলে নিয়ে আসার জন্য আমরা নীতিমালা প্রণয়ন করেছি। আবাদযোগ্য জমি সুরক্ষার পাশাপাশি নগর অঞ্চল পরিকল্পনা ও বেসরকারি আবাসিক প্রকল্পে ভূমির ব্যবহারকে আইনি বাধ্যবাধকতায় নিয়ে এসেছি।

১৫৩। আমি আগামী ২০১২-১৩ অর্থবছরে আবাসন ও পূর্ত খাতে উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন মিলিয়ে মোট ১ হাজার ৪৬১ কোটি ৭৪ লক্ষ টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

(৫) শিল্পায়ন

মাননীয় স্পীকার

১৫৪। ২০২১ সালের মধ্যে একটি শক্তিশালী শিল্পখাত গড়ে তোলা এবং জাতীয় আয়ে এ খাতের অবদান ৩০ শতাংশ থেকে ৪০ শতাংশে উন্নীত করার লক্ষ্য নিয়ে আমরা 'জাতীয় শিল্পনীতি, ২০১০' প্রণয়ন করি। অর্থনীতির আধুনিকায়ন, কাঠামোগত রূপান্তর, অর্থনৈতিক ভিত্তির বৈচিত্র্যায়ন, উৎপাদনশীলতা অর্জন, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের প্রসার এ শিল্পনীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

১৫৫। একটি দায়িত্বশীল ব্যক্তি খাতের বিকাশই অর্থনীতির প্রধান চালিকা শক্তি। তাই আমরা ব্যক্তি খাতের বিকাশ এবং শিল্প খাতের প্রসারের জন্য সম্ভাবনাময় শিল্পসমূহকে শুল্ক/কর ও দ্বৈত কর থেকে অব্যাহতি, হ্রাসকৃত হারে করারোপ ও

ব্যক্তিখাতের বিকাশ

নগদ প্রণোদনা আকারে বিশেষ সুবিধা ও ঝুঁকি তহবিল প্রদান করছি। এসব শিল্পের মধ্যে রয়েছে কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, পোশাক ও নিটওয়্যার, জাহাজ নির্মাণ, লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং, পাটজাত ও চামড়াজাত পণ্য। ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের মাধ্যমে নতুন শিল্প স্থাপন ও বিদ্যমান শিল্পসমূহের পুনর্বাসনসহ শিল্পখাতে চলতি ও মেয়াদি ঋণ বিতরণ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। চলতি অর্থবছরের ৩১ মার্চ পর্যন্ত শিল্পখাতে বিতরণকৃত মেয়াদি ঋণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ২৫ হাজার ৫৯ কোটি ৮৯ লক্ষ টাকা।

রপ্তানি শিল্পে প্রণোদনা

১৫৬। বিশ্বমন্দার অভিঘাত মোকাবেলায় আমরা রপ্তানিমুখী শিল্পকে প্রণোদনা প্রদানসহ নানা ধরণের পদক্ষেপ গ্রহণ করি। গত অর্থবছরেও বস্ত্রখাত, বিশেষ করে পোশাক শিল্প সংশ্লিষ্ট সুতা ও কাপড়ের বাজারে উদ্ভূত সমস্যা আমরা সফলভাবে মোকাবেলা করেছি। ২০১০ ও ২০১১ সালে আকস্মিকভাবে তুলার মূল্য বৃদ্ধিজনিত ক্ষতির কারণে বস্ত্র খাতে ২০১১-১২ অর্থবছরে বিশেষ নগদ সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

পরিবেশ বান্ধব শিল্পায়ন

১৫৭। দীর্ঘ ২০ বছর পর 'শাহজালাল সার কারখানা' নামে একটি নতুন সার কারখানা স্থাপনের কাজ শুরু হয়েছে। মুন্সিগঞ্জের গজারিয়া উপজেলায় একটি ঔষধশিল্প পার্ক স্থাপনের কাজ চলছে। আমরা ঢাকা মহানগরীর হাজারীবাগসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ট্যানারি কারখানাগুলোকে ঢাকার অদূরে নির্মিতব্য চামড়া শিল্প নগরীতে স্থানান্তরের কাজ করে যাচ্ছি। এ শিল্প নগরীর কেন্দ্রীয় বর্জ্য পরিশোধনাগার (সিইটিপি), ডাম্পিং ইয়ার্ড ও কেন্দ্রীয় পানি সরবরাহ ব্যবস্থার নির্মাণ কাজ দ্রুত এগিয়ে চলছে। বর্জ্য পরিশোধনের বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানকে উদ্যোগী করার উদ্দেশ্যে পরিশোধনাগার স্থাপনের জন্য নানা ধরনের কর-রেয়াত দেয়া হয়েছে এবং এজন্য ঋণ যাতে সহজলভ্য হয় সেজন্য বাংলাদেশ ব্যাংকে re-financing এর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণ

১৫৮। উৎপাদিত পণ্যের সঠিক মানদণ্ড নির্ধারণ, মান নিয়ন্ত্রণে সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং গুণগত মানের ভারসাম্য রক্ষার লক্ষ্যে সারসো (South Asian Regional Standards Organization, SARSO) প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এতে সার্কভুক্ত দেশগুলোতে রপ্তানি বাণিজ্য সম্প্রসারণ এবং আন্তঃবাণিজ্য কারিগরি সমস্যা দূর করা যাবে।

সম-মূলধন ও উদ্যোক্তা তহবিল

১৫৯। ঝুঁকিপূর্ণ কিন্তু সম্ভাবনাময় সফট্‌ওয়্যার শিল্প এবং খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পে আমরা বিনিয়োগ উদ্বুদ্ধ করতে চাই। এ লক্ষ্যে গঠিত সম-মূলধন ও উদ্যোক্তা তহবিলে (Equity and Entrepreneurship Fund, EEF) এ পর্যন্ত ২ হাজার ১০০ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। এর মধ্যে ছাড় হয়েছে ১ হাজার ২২৫ কোটি টাকা। এ তহবিলের আওতায় স্থাপিত প্রকল্পসমূহ দেশের কৃষিখাত ও শিল্পায়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। ইইএফ সহায়তাপ্রাপ্ত প্রকল্পগুলোতে ১৭ হাজার লোকের স্থায়ী ও মৌসুমী কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়েছে।

টিসিবি শক্তিশালীকরণ

১৬০। দ্রব্যের বাজার-মূল্য হ্রাস ও প্রতিযোগিতামূলক মূল্য নির্ধারণের লক্ষ্যে বেসরকারি খাতের পাশাপাশি আমরা সরকারি খাতে নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য আমদানির উদ্যোগ নিয়েছি। এর ধারাবাহিকতায় রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান টিসিবি (Trading Corporation of Bangladesh, TCB)-র সাংগঠনিক ও জনবল কাঠামো ঢেলে সাজানো হয়েছে।

পর্যটন

১৬১। দেশের অপার সম্ভাবনার ক্ষেত্র পর্যটন শিল্প। এই শিল্পের উন্নয়ন ও বিকাশে 'জাতীয় পর্যটন নীতিমালা-২০১০' প্রণীত হয়েছে। ইতোমধ্যে কক্সবাজার, কুয়াকাটা, বান্দরবন, জাফলংসহ পর্যটনকেন্দ্রগুলোর অবকাঠামো ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন করা হয়েছে। কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১২ মন্ত্রিসভায় নীতিগতভাবে অনুমোদিত হয়েছে। এই আইনটি পর্যটন শিল্পের বিকাশে বিশেষ ভূমিকা রাখবে বলে আমার বিশ্বাস। একইসাথে বিদেশী পর্যটকদের আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সম্প্রচার মাধ্যমগুলোতে উন্নয়নমূলক প্রচারণার (promotional advertisement) ব্যবস্থা করা হয়েছে।

পাটখাত পুনরুজ্জীবিতকরণ

১৬২। দেশের পাটখাতকে পুনরুজ্জীবিত করার লক্ষ্যে বিজেএমসিকে একটি হোল্ডিং কোম্পানিতে রূপান্তরের মাধ্যমে লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। এ সংক্রান্ত কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী বিজেএমসির অতীতের ২ হাজার ৮২৭ কোটি টাকা ব্যাংক দেনা সরকার পরিশোধ করেছে। একইসাথে পাট ক্রয়ের জন্য অর্থ সহায়তাসহ বিজেএমসিকে বিভিন্ন ধরণের সহায়তা দেয়া হচ্ছে। আমরা আশা

করছি — সরকার প্রদত্ত সুবিধাদির যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করে বিজেএমসি একটি লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হবে।

১৬৩। সরকারি চিনিকলগুলোর অপচয় রোধ, আখ ক্রয়ে স্বচ্ছতা ও চাষিদের হয়রানি প্রতিরোধে ডিজিটাল ই-পূর্জি পদ্ধতি চালু করা হয়েছে। এর ফলে আখ চাষিগণ এখন এসএমএস-এর মাধ্যমে মোবাইল ফোনে আখ/পূর্জি সরবরাহের অর্ডার পেয়ে যাচ্ছেন। ইতোমধ্যে এ পদ্ধতি দেশে-বিদেশে ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হয়েছে। সম্প্রতি এটি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রযুক্তি পুরস্কার Manthan Asia Award লাভ করেছে। আমাদের চিনি কারখানাগুলো মাত্র পাঁচ মাস ব্যবহৃত হয়। এই কারখানাগুলোকে স্বাবলম্বী করার উদ্দেশ্যে দু'টি রাস্তা আছে। প্রথমত তারা কতিপয় কারখানায় অপরিশোধিত চিনি শোধন করতে পারে। দ্বিতীয় রাস্তাটি হলো তারা রসদ হিসেবে আখের পরিবর্তে বিট ব্যবহার করতে পারে। এই দুই ক্ষেত্রে উদ্যোগের জন্য সরকার প্রণোদনার ব্যবস্থা করছে।

চিনি-শিল্প

ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প (এসএমই)

মাননীয় স্পীকার

১৬৪। ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প (Small and Medium Enterprises, SME) খাতের উন্নয়ন আমাদের অন্যতম এজেন্ডা। এ খাত উন্নয়নে এসএমই ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা গত বাজেটে ২৩ হাজার ৯৯৫ কোটি টাকা নির্ধারণ করা হয়েছিল। এরই ধারাবাহিকতায় পরবর্তীতে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে ঋণ বিতরণ কার্যক্রম জোরদার করে। বাংলাদেশ ব্যাংক পরিচালিত এসএমই পুনঃঅর্থায়ন স্কিমের ৪টি তহবিল থেকে এপ্রিল, ২০১২ পর্যন্ত মোট ২ হাজার ৩৩০ কোটি ১৪ লক্ষ টাকার পুনঃঅর্থায়ন করা হয়েছে।

এসএমই খাতে পুনঃঅর্থায়ন

১৬৫। জেলা পর্যায়ে অবস্থিত বিসিক শিল্প সহায়ক কেন্দ্রে ৬৪টি এবং বিভিন্ন বাণিজ্য সংস্থায় ৭টি এসএমই হেল্পলাইন সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে। এসব সেন্টার থেকে নারী উদ্যোক্তাসহ সকল এসএমই উদ্যোক্তাকে তথ্য সেবা ও প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে। প্রতিটি ব্যাংক ও নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানে আবশ্যিকভাবে

নারীবান্ধব এসএমই কার্যক্রম

স্বতন্ত্র নারী উদ্যোক্তাদের জন্য নির্দিষ্ট ডেস্ক (Women Enterpreneur's dedicated desk) স্থাপনের নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। পাশাপাশি পুনঃঅর্থায়ন স্কীমের সমুদয় অর্থের ন্যূনতম ১৫ শতাংশ মহিলা উদ্যোক্তাদের জন্য বরাদ্দ রাখা হয়েছে। মহিলা উদ্যোক্তাদের ২৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বন্ধকিবিহীন ঋণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এসএমই ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে সৃজনশীল নারী উদ্যোক্তাদের জন্য জাতীয় এসএমই নারী উদ্যোক্তা পুরস্কার চালু করা হয়েছে। এর বাইরে আমি নারী শিল্প উদ্যোক্তাদের জন্য আগামী বাজেটে ১০০ কোটি টাকা থোক বরাদ্দ রাখার প্রস্তাব করছি।

১৬৬। বেসরকারি উদ্যোক্তাদের ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প স্থাপনে অবকাঠামোগত সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন (Bangladesh Small and Cottage Industries Corporation, BSCIC)

বিসিক শিল্পনগরী

এ পর্যন্ত মোট ৭৪টি শিল্পনগরী স্থাপনের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেছে। মার্চ ২০১২ পর্যন্ত ৯ হাজার ৬৯৯টি প্লট শিল্প ইউনিটের অনুকূলে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। এসব শিল্প ইউনিটে গত ২০১০-১১ অর্থবছরে ২৯ হাজার ২৭ কোটি টাকার পণ্য উৎপাদিত হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে ১৬ হাজার ৬৫৯ কোটি টাকার রপ্তানি পণ্য।

(৬) জলবায়ু পরিবর্তন ও পরিবেশ

মাননীয় স্পীকার

১৬৭। বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সম্ভাব্য বিপর্যয়ের দিক থেকে বিশ্বের সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ দেশ। এ বাস্তবতায় সদ্য সমাপ্ত ‘জলবায়ু পরিবর্তন সম্মেলনে’ বাংলাদেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। ‘গ্রিন ক্লাইমেট ফান্ড’ স্থাপন এবং ‘কিয়োটো প্রটোকলের ২য় মেয়াদ’ (Second Commitment Period) বৃদ্ধির ক্ষেত্রে বাংলাদেশ গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। জলবায়ু পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় আমরা এ সংক্রান্ত কৌশল ও কার্যক্রম পরিকল্পনা (Bangladesh Climate Change Strategy and Action Plan, 2009) প্রণয়ন করেছি। একইসাথে ‘জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট আইন, ২০১০' প্রণয়ন করা হয়েছে। আমরা আমাদের নিজস্ব অর্থায়নে বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড (Bangladesh Climate Change Trust Fund, BCCTF) গঠন করেছি। বিগত তিন অর্থবছরে বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডে ২ হাজার ১০০ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। এ ফান্ডের অর্থায়নে বনায়নসহ মোট ৮২টি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। আগামী অর্থবছরে আমি এ ফান্ডে ৪০০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি। এছাড়া, উন্নয়ন সহযোগী দেশসমূহের ১১৩.৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার অর্থায়নে ‘বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেঞ্জ রেসিলিয়েন্স ফান্ড (Bangladesh Climate Change Resilience Fund, BCCRF)’ গঠন করা হয়েছে।

জলবায়ু পরিবর্তন

১৬৮। আমরা দুর্যোগের ঝুঁকি নিরূপণ এবং এ ঝুঁকি হ্রাসে স্থানীয় কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের কাজ করছি। এ লক্ষ্যে ব্যবহারিক গাইড তৈরি করে স্থানীয় জনগণকে সচেতন করে তোলার উদ্যোগ নিয়েছি। এছাড়া, ‘জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা ২০১০-২০১৫’ অনুমোদিত হয়েছে এবং এর আলোকে কার্যক্রম গ্রহণও শুরু হয়েছে।

দুর্যোগ-ঝুঁকি মোকাবেলা

১৬৯। আমরা উপকূলীয় এলাকায় ৭২৪টি ব্যারাক হাউজ নির্মাণ করে ৭ হাজার ২৪০টি ভূমিহীন পরিবারের মধ্যে তা বরাদ্দ দিয়েছি। পাশাপাশি জলবায়ু পরিবর্তন

দুর্যোগ সহনীয় গৃহ ও আশ্রয়কেন্দ্র

সংক্রান্ত ট্রাস্ট ফান্ড থেকে ৬ হাজার ১৮৬টি ঘূর্ণিঝড় সহনীয় গৃহ নির্মাণ করা হচ্ছে। বন্যাপ্রবণ ও নদী ভাঙ্গন এলাকায় ৭৪টি বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র এবং উপকূলীয় এলাকায় ১০০টি ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র নির্মিত হচ্ছে।

১৭০। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে রাজধানীসহ সারা দেশে ভূমিকম্পের প্রকোপ বেড়েছে। তাই সম্ভাব্য ভূমিকম্প মোকাবেলায় আমাদের সক্ষমতা বাড়ানো জরুরি। আমরা ইতোমধ্যে দুর্যোগ মোকাবেলার জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, জরুরী যানবাহন ও জলযান ক্রয় করেছি। আরো যন্ত্রপাতি ক্রয় করছি। ভূমিকম্প সহনীয় ভবন নির্মাণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ জাতীয় ভবন নির্মাণ কোড (Bangladesh National Building Code) যথাযথভাবে প্রয়োগ করা হচ্ছে। পাশাপাশি 'ভূমিকম্প ঝুঁকি মানচিত্র' তৈরি ও দুর্যোগ মোকাবেলায় স্থায়ী আদেশাবলী (Standing Orders on Disaster, SOD) হালনাগাদের কাজ চলছে। উদ্যোগ নেয়া হয়েছে দুর্যোগ থেকে দ্রুত উত্তরণ পরিকল্পনা (contingency plan) প্রণয়নের।

উদ্ধার তৎপরতায় সক্ষমতা

১৭১। আমরা গ্রামীণ ফোন ও টেলিটকের সহায়তায় মুঠোফোনের মাধ্যমে দুর্যোগের আগামবার্তা প্রেরণের ব্যবস্থা নিচ্ছি। প্রাথমিকভাবে ঘূর্ণিঝড়প্রবণ কক্সবাজার এবং বন্যাপ্রবণ সিরাজগঞ্জে এর পাইলটিং শুরু হয়েছে। এ ছাড়া, IVR (Interactive Voice Response) এর মাধ্যমে দেশব্যাপী দৈনিক আবহাওয়া বার্তা প্রচারের পাইলট কার্যক্রমও সম্প্রতি সমাপ্ত হয়েছে।

দুর্যোগ মোকাবেলায় ডিজিটাল প্রযুক্তি

১৭২। বায়ু ও শিল্প দূষণ ক্রমান্বয়ে কমিয়ে আনার লক্ষ্যে বায়ুদূষণের মাত্রা নির্ণয়ের জন্য ১১টি সার্বক্ষণিক 'বায়ুমান পরিবীক্ষণ স্টেশন' স্থাপন করা হয়েছে। আমরা জ্বালানি সাশ্রয়ী ও পরিবেশবান্ধব ইটভাটা স্থাপনেরও উদ্যোগ নিয়েছি। ইতোমধ্যে প্রায় ৫০০ ইট ভাটা নতুন প্রযুক্তিতে রূপান্তরিত হয়েছে।

বায়ু দূষণ হ্রাস

১৭৩। 'ক্লাইমেট চেঞ্জ ট্রাস্ট ফান্ড'-এর অর্থায়নে সারা দেশের ৬৪টি সিটি কর্পোরেশনে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের কাজ চলছে। বিপজ্জনক, জাহাজ ভাঙ্গা, কঠিন এবং ইলেকট্রনিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য বিধিমালা প্রণয়ন করছি। ইতোমধ্যে দেশে ২৮০টি

বর্জ্য ব্যবস্থাপনা

কলকারখানায় ইটিপি (Effluent Treatment Plant) স্থাপিত হয়েছে। বৃহত্তর ঢাকা জেলার কলকারখানা থেকে নির্গত বর্জ্যের মাধ্যমে সৃষ্ট নদীদূষণ নিয়ন্ত্রণের উদ্যোগও আমরা গ্রহণ করেছি। শিল্প ইউনিটে ইটিপি স্থাপনসহ অন্যান্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম গ্রহণের ক্ষেত্রে সহজ শর্তে ঋণ প্রদানের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। এ লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকে ২০০ কোটি টাকার তহবিল গঠন করা হয়েছে।

হাসপাতাল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা

১৭৪। আমরা রোগ-জীবাণুমুক্ত পরিবেশ গড়ে তুলতে চাই। ইতোমধ্যে ১০টি বিশেষায়িত হাসপাতাল ও ৩টি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে বর্জ্যদহন চুল্লী (high temperature incenarator) স্থাপন করা হয়েছে। আগামী দু'অর্থবছরে আরো ২৫টি জেলা হাসপাতাল, ৪টি মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ও ৩টি বিশেষায়িত হাসপাতালকে আধুনিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনার আওতায় আনা হবে। এর বাইরে ২০৬টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ডিসপোজাল পিট (disposal pit) স্থাপন করা হয়েছে। আরো ১০৬টি-তে স্থাপনের পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে।

পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা

১৭৫। আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের জন্য একটি বাসযোগ্য পরিবেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে পরিবেশ আদালত স্থাপন করেছি। প্রণয়ন করেছি পরিবেশ সংরক্ষণ আইন। এ বিষয়ে নীতি প্রণয়নেও আমরা সচেষ্ট হয়েছি। বন বিভাগ বর্তমানে বনায়ন, পুনঃবনায়ন, জীব-বৈচিত্র্য সংরক্ষণ, ইকো-ট্যুরিজম ও মানব উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৯টি প্রকল্প ও ৯টি কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। দেশের ২৮টি এলাকা সংরক্ষিত এলাকা হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে যা দেশের মোট আয়তনের ১.৮ শতাংশ। গত তিন অর্থবছরে ৩১ হাজার ২৬৭ হেক্টর ব্লক বাগান ও ১১ হাজার ৪৪৫ কিলোমিটার স্ট্রিপ বাগান সৃজন করা হয়েছে। পাশাপাশি ২ কোটি ৫৬ লক্ষ ৫৭ হাজার চারা উত্তোলনের কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। ২০১২-২০১৩ অর্থবছরে ১৫ হাজার হেক্টর ব্লক বাগান, ৪ হাজার ৫০০ কিলোমিটার স্ট্রিপ বাগান এবং ২২ লক্ষ ৯৪ হাজার চারা সৃজনসহ ৮০ লক্ষ চারা উত্তোলনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছি। পরিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকায় ভবিষ্যতে সুনির্দিষ্টভাবে কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য উপযুক্ত বিধিমালা চূড়ান্ত করা হয়েছে।

জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ

১৭৬। বাংলাদেশ জীববৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ। দেশের মূল্যবান জীবসম্পদ সংরক্ষণে আমরা জাতীয় কর্মপরিকল্পনা, ২০২০ প্রণয়ন করেছি। এর আওতায় আমরা

জাতীয় জীব-নিরাপত্তা কাঠামো (National Bio-safety Framework) প্রণয়ন করে তা' বাস্তবায়নের উদ্যোগ নিয়েছি। পৃথক আইনি কাঠামো প্রণয়নের মাধ্যমে জীববৈচিত্র্য ও নিরাপত্তা বিধানেও আমরা ব্রতী হয়েছি। একইসাথে উপকূলীয় ও জলাভূমিস্থ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, এর যথাযথ ব্যবস্থাপনা এবং টেকসই ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কক্সবাজার, সেন্টমার্টিনস দ্বীপপুঞ্জ এবং হাকালুকি হাওরে কাজ চলছে।

১৭৭। বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণে এবং উন্নয়নে অতি সচেতন এবং আমাদের সার্বিক পরিকল্পনা প্রক্রিয়ায় পরিবেশ ইতোমধ্যে স্থান পেয়েছে। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের পরিবেশ বিষয়ে কার্যক্রম রয়েছে। যথা- বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয়, পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়, কৃষি মন্ত্রণালয়, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন মন্ত্রণালয়, যোগাযোগ মন্ত্রণালয়, বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়, ভূমি মন্ত্রণালয় ইত্যাদি। এইসব মন্ত্রণালয়ের গৃহীত পরিবেশ বিষয়ক বিভিন্ন কার্যক্রমকে একত্রিত করে পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন খাতে একটি সমন্বিত মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন আমাদের লক্ষ্য। আশা করছি আগামী বছরের মধ্যে এই মহাপরিকল্পনা প্রণীত হবে এবং এতে উন্নয়ন সহযোগীরা সমর্থন দিতে এগিয়ে আসবেন।

(৭) ডিজিটাল বাংলাদেশ

মাননীয় স্পীকার,

১৭৮। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন আজ পুরো জাতির স্বপ্ন। এ স্বপ্ন বাস্তবায়নে আমরা শুরু করেছি ই-গভর্ন্যান্স প্রতিষ্ঠার অভিযাত্রা; ই-সেবা, ই-শিক্ষা, ই-বাণিজ্যসহ সকল ক্ষেত্রেই আমরা সমান মনোযোগ দিয়েছি। গঠন করেছি 'তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি' নামে একটি নতুন মন্ত্রণালয়। ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করার প্রধান হাতিয়ার হবে তথ্য-প্রযুক্তি।

তথ্য-প্রযুক্তি সেবা

১৭৯। আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে নারী ও শিশুদের জীবন-যাত্রার মানোন্নয়নে তাঁর যুগান্তকারী অবদানের জন্য South-South পুরষ্কারে ভূষিত হয়েছেন। প্রান্তিক মানুষের কাছে তথ্য ও সেবা পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে দেশের ৪ হাজার ৫০১টি ইউনিয়নে তথ্য ও সেবাকেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। জনগণ ইতোমধ্যে এর সুফল পেতে শুরু করেছে। এ সকল কেন্দ্র থেকে প্রতি মাসে প্রায় ৪০ লক্ষ মানুষ সেবা গ্রহণ করছে। এতে মাঠ প্রশাসনের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বেড়েছে।

প্রান্তিক জনগণের কাছে ই-সেবা

১৮০। আমি ২০০৯-১০ অর্থবছরের বাজেটে ২০১৪ সালের মধ্যে ই-গভর্ন্যান্স চালু করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছিলাম। এ লক্ষ্যে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ, অধিদপ্তর ও দপ্তরে ওয়েবসাইট খোলা হয়েছে এবং তা নিয়মিত হালনাগাদ করা হচ্ছে। এছাড়া প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী পাইলট ভিত্তিতে সরকারি দপ্তরে ই-টেন্ডারিং (E-Tendering) ও ই-জিপি (Electronic Government Procurement) চালু করা হয়েছে। ওয়েবসাইটের মাধ্যমে সকল সরকারি গেজেট, প্রয়োজনীয় ফরম, আইন/বিধি এবং অন্যান্য সরকারি প্রকাশনা জনসাধারণের কাছে সহজে পৌঁছানো সম্ভব হচ্ছে।

ই-গভর্ন্যান্স

১৮১। আমরা ২০১২ সালের মধ্যে ই-কমার্স চালু করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম। এ লক্ষ্যে অনলাইনে নিরাপদে তথ্য আদান-প্রদানের জন্য ইলেকট্রনিক/ডিজিটাল স্বাক্ষর প্রবর্তনের সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছি। প্রতিষ্ঠা করেছি একটি ইলেকট্রনিক সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ। এছাড়া, ই-কমার্স চালুর লক্ষ্যে ই-পেমেন্ট গেটওয়ে চালুর সক্রিয় উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। আশা করছি — এক্ষেত্রে লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে আমরা সক্ষম হব।

ই-কমার্স

১৮২। পোস্ট অফিসের মাধ্যমে মোবাইল মানি অর্ডার সার্ভিস এবং ক্যাশ কার্ডের প্রচলন করা হয়েছে। ৮ হাজার গ্রামীণ পোস্ট অফিস এবং ৫০০টি উপজেলা ডাকঘরকে ‘ই-সেন্টার’-এ রূপান্তরের কাজ শুরু হয়েছে।

ডাকঘর ই-সেন্টার

১৮৩। তথ্য-প্রযুক্তি সেবা উন্নয়ন ও প্রসারের লক্ষ্যে আমরা জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (ICT) নীতিমালা প্রণয়ন করেছি। এর আওতায় স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদি ৩০৬টি কর্মতালিকা বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। আমরা টেলিফোন ও ইন্টারনেট কলচার্জ উল্লেখযোগ্য হারে কমিয়েছি। ফলে এসব সেবার পরিধি ও মান দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। দেশে টেলিফোন ব্যবহারকারীর সংখ্যা প্রায় ৮.৮ কোটিতে উন্নীত হয়েছে। বর্তমানে দেশের টেলিডেনসিটি ৬১.০ শতাংশ এবং ইন্টারনেট ডেনসিটি ২১.৩ শতাংশ। সাবমেরিন ক্যাবলের ব্যান্ডউইডথ ক্যাপাসিটি ৪৪.৬ থেকে ১৬০ জিবিপিএস (Gygabite Per Second, Gbps)-এ উন্নীত করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। ব্যান্ডউইডথের চার্জ কমিয়ে এক-তৃতীয়াংশ করা হয়েছে। বর্তমান বিশ্বে প্রচলিত ভাষাগুলোর মধ্যে বাংলা ভাষার স্থান ৬ষ্ঠ হলেও ওয়েব কনটেন্ট এর মাত্র ০.৫ শতাংশ হচ্ছে বাংলা। আমরা ওয়েবে বাংলার ব্যবহার বাড়াতে চাই। এ লক্ষ্যে সকল জেলা তথ্য বাতায়ন, ওয়েবসাইট ও জাতীয় ই-তথ্যকোষ বাংলা ভাষায় প্রণয়ন করা হয়েছে। ই-লিটারেসি বৃদ্ধির লক্ষ্যে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের ৪০ হাজার কর্মকর্তা/কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে ৫ হাজার পোর্টাল তৈরি করা হয়েছে। এছাড়াও জুন ২০১৩ নাগাদ সারা দেশে ২০ হাজার ৫০০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম চালু করা সম্ভব হবে।

ই-সেবার উন্নয়ন

১৮৪। বাংলাদেশ দ্বিতীয় সাবমেরিন ক্যাবল সংযোগের অংশ হিসাবে SEA-ME-WE-5 কনসোর্টিয়ামে যুক্ত হয়েছে। গ্রাম পর্যায়ে ব্রডব্যান্ড সুবিধা পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে ২টি কোম্পানিকে ওয়াইম্যাক্স (Worldwide Interoperability Microwave Access, WiMAX) লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে। ৭টি বিভাগীয় শহর, ৪৬টি জেলা ও ৩৬টি উপজেলাকে অপটিক্যাল ফাইবার সংযোগের আওতায় আনা হয়েছে। ১ হাজার ইউনিয়নেও এ নেটওয়ার্ক স্থাপনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এ পর্যন্ত ২৫টি দুর্গম পার্বত্য উপজেলাসহ ৪০০টি উপজেলা টেলিটক-এর নেটওয়ার্কের আওতায় এসেছে। আশা করছি — জুন ২০১২ নাগাদ দেশের ৪৪৮টি উপজেলাকে টেলিটক-এর নেটওয়ার্কের আওতায় আনতে পারব। টেলিটক এর মাধ্যমে 3G প্রযুক্তি প্রবর্তন এবং বিদ্যমান 2.5G নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণের কাজ চলমান রয়েছে।

ইন্টারনেট ও টেলিফোনের আওতা সম্প্রসারণ

ডিজিটাল অবকাঠামো

১৮৫। আন্তর্জাতিক টেলিযোগাযোগ নিরবচ্ছিন্ন করার লক্ষ্যে বেসরকারি খাতে ৬টি প্রতিষ্ঠানকে আইটিসি (International Terrestrial Cable, ITC) লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে। আরও ২২টি প্রতিষ্ঠান আইজিডব্লিউ (International Gateway, IGW), ১৮টি প্রতিষ্ঠান আইসিএক্স (International Exchange, ICX) এবং ৩৩টি প্রতিষ্ঠান আইআইজি (International Internet Gateway, IIG) লাইসেন্স গ্রহণের জন্য সকল কার্যক্রম সমাপ্ত করেছে। দেশের ৪৮২টি উপজেলার মধ্যে ৪৫৫টি উপজেলায় ডিজিটাল টেলিফোন এক্সচেঞ্জ স্থাপন করা হয়েছে। ০৩টি পার্বত্য জেলার ২২টি উপজেলার মধ্যে ২০টিতে নতুন ডিজিটাল এক্সচেঞ্জ স্থাপনের কাজ জুন ২০১২ নাগাদ সম্পন্ন করা সম্ভব হবে। এছাড়া, দেশের সকল উপজেলাকে মোবাইল ইন্টারনেটের আওতায় আনা হয়েছে।

টেলিযোগাযোগ অবকাঠামো

১৮৬। বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলে ‘কেন্দ্রীয় তথ্য কেন্দ্র’ স্থাপন করা হয়েছে। বাংলাদেশ জাতীয় ডাটা সেন্টার-কে আন্তর্জাতিকভাবে তিন স্তরবিশিষ্ট নিরাপত্তা সম্বলিত ডাটা সেন্টারের স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে। আমরা দেশব্যাপী আঞ্চলিক তথ্য মহাসড়ক সৃষ্টির পদক্ষেপ নিয়েছি। আশা করছি — পঞ্চগড় থেকে বাংলাবান্ধা পর্যন্ত ৫৫ কিলোমিটার ফাইবার অপটিক ক্যাবল স্থাপনের কাজ জুন ২০১৩ নাগাদ সমাপ্ত হবে। এর ফলে ভারত, নেপাল ও ভুটানের সাথে বাংলাদেশের তথ্য মহাসড়কের অবকাঠামো নির্মিত হবে। পাশাপাশি জাতীয় পর্যায়ে তথ্য ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যাভিমুখী কাঠামো গড়ে তোলার লক্ষ্যে সাপোর্ট টু ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রোগ্রাম-এর আওতায় ন্যাশনাল ই-গভর্ন্যান্স আর্কিটেকচার নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

আঞ্চলিক তথ্য মহাসড়ক

১৮৭। হাই-টেক শিল্প স্থাপনে আন্তর্জাতিক মানের বিনিয়োগ পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে গাজীপুরের কালিয়াকৈর-এ হাই-টেক পার্ক এবং জনতা টাওয়ারে একটি সফট্‌ওয়্যার টেকনোলজি পার্ক

টেকনোলজি পার্ক

নির্মাণের কাজ এগিয়ে চলছে। আইসিটি ইনকিউবেটর পরিচালনা কার্যক্রম অব্যাহত রাখা হয়েছে এবং ঢাকাসহ বিভাগীয় শহরগুলোতে টেকনোলজি পার্ক স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

১৮৮। সম্প্রতি আমাদের আন্তরিক প্রয়াসের ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ Outsourcing Destination হিসেবে প্রযুক্তি বিশ্বে স্বীকৃতি পেয়েছে। ২০১০-১১ অর্থবছরে আউটসোর্সিং-এর মাধ্যমে আইসিটি অভিজ্ঞতা সম্পন্ন প্রায় ১০ হাজার যুবকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে এবং তাঁরা আনুমানিক ১০ মিলিয়ন ইউএস ডলার আয় করেছেন। সফট্ওয়্যার শিল্পের আয় গত বছরের ৩৫ মিলিয়ন ইউএস ডলার থেকে বেড়ে ৪৬ মিলিয়ন ইউএস ডলারে উন্নীত হয়েছে।

Outsourcing Destination হিসেবে স্বীকৃতি

১৮৯। আমি প্রতিবছরে ৪ হাজার কম্পিউটার প্রকৌশলী ও বিজ্ঞানী তৈরি করার আশাবাদ ব্যক্ত করেছিলাম। বর্তমানে দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে প্রতিবছর ৫ হাজার কম্পিউটার প্রকৌশলী ও বিজ্ঞানী স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রী লাভ করছেন। দেশে ল্যাপটপ ও মোবাইল সেট প্রস্তুত এবং বাজারজাত করার কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে। অপটিক্যাল ফাইবার কেবলের বাণিজ্যিক উৎপাদনও শুরু হয়েছে।

দক্ষ পেশাজীবী তৈরি

১৯০। গত বছর আমি 'ডিজিটাল বাংলাদেশের পথে অগ্রযাত্রা' নামে একটি পুস্তিকা এই মহান সংসদে উপস্থাপন করেছিলাম। এবার ঐ পুস্তিকার হালনাগাদকৃত সংস্করণ উপস্থাপন করছি। এর মাধ্যমে জাতি আমাদের নেয়া বিভিন্ন কর্মসূচি, এর অগ্রগতি এবং আগামী দিনের পরিকল্পনা জানতে পারবে। ভূমি ব্যবস্থাপনায় ডিজিটাইজেশনের বিষয়ে আমি কিছুক্ষণ পরেই যখন ভূমি ব্যবস্থাপনা সম্বন্ধে বক্তব্য রাখবো তখন সংক্ষিপ্ত বিবৃতি দেব।

সপ্তম অধ্যায়

জনকল্যাণ

দারিদ্র্য বিমোচন ও সামাজিক নিরাপত্তা

মাননীয় স্পীকার

১৯১। আমি আমার প্রতিটি বাজেট বক্তৃতার মত এ বাজেট বক্তৃতারও শুরুতে বলেছি — আমরা বাংলাদেশকে ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত, সুখী, সমৃদ্ধ ও কল্যাণকামী রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তুলতে চাই। এ ইচ্ছেটি আমার, আমাদের সরকারের এবং আজ তা সারা জাতির। এই স্বপ্ন পূরণের লক্ষ্যে আমরা গত ৩ বছর যে ধারায় অক্লান্ত পরিশ্রম করেছি, নীতি প্রণয়ন করেছি, সম্পদ বরাদ্দ করেছি তা আগামী অর্থবছরেও

সামাজিক ক্ষমতায়ন

বজায় রেখেছি। আমাদের সামগ্রিক প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে আমরা অবকাঠামো খাতের ওপর জোর দিয়েছি, জোর দিয়েছি মানব সম্পদের ওপর। বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছি দেশকে ডিজিটাইজড করার ওপর। একইসাথে আঞ্চলিক সমতা বিধানের প্রচেষ্টাও আমরা অব্যাহত রেখেছি। চেষ্টা করেছি এ দেশের যে সব জনগণ দারিদ্র্য সীমার নিচে রয়েছে তাদের দারিদ্র্য সীমার নিচ থেকে তুলে আনতে। তাই আমরা এই দরিদ্র অবহেলিত জনগোষ্ঠীর সামাজিক নিরাপত্তা বিধানের সাথে সাথে তাঁদের সামাজিকভাবে ক্ষমতায়ন করতে চাই। বাড়াতে চাই তাঁদের শক্তি ও সামর্থ্য, যাতে তাঁরা দারিদ্র্যের বেড়াজাল থেকে বেরিয়ে আসতে পারে।

১৯২। আমাদের নেয়া বিভিন্ন সামাজিক নিরাপত্তা ও ক্ষমতায়ন কর্মসূচির ফলে দেশে দারিদ্র্য কমেছে, আয় বৈষম্য কমেছে, বেড়েছে শ্রমের মূল্য। খানা আয়-ব্যয় জরিপ, ২০১০ অনুযায়ী দারিদ্র্যের হার পূর্বের ৪১ শতাংশ থেকে কমে বর্তমানে ৩১.৫ শতাংশে এসে দাঁড়িয়েছে। ইতোমধ্যে গ্রামের ৩০.১ শতাংশ ও দেশের প্রায় ২৫.৩ শতাংশ পরিবারকে সরকারের বিভিন্ন নিরপত্তা-বেষ্টনী কার্যক্রমের আওতায় আনতে পেরেছি।

১৯৩। একইসাথে আমরা প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির দ্বৈততা পরিহার করে সরকারি অর্থের সদ্ব্যবহার নিশ্চিত করার উদ্যোগ নিয়েছি। এ

লক্ষ্যে সিটিজেন কোর ডাটা স্ট্রাকচার (citizen core data structute) চূড়ান্ত করা হয়েছে। অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীর ডাটাবেইজ ও ন্যাশনাল পপুলেশন রেজিস্ট্রার

সিটিজেন কোর ডাটা স্ট্রাকচার

তৈরির পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। আওতা বাড়ানো হয়েছে ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচির। এর বাইরে গেলবারের বাজেটে দেয়া প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী নীলফামারি সদর উপজেলায় পাইলট ভিত্তিতে 'পেনশন ইন্সুরেন্স স্কিম' বাস্তবায়ন কাজ শুরু হয়েছে।

১৯৪। এবার আমি চলমান বিভিন্ন ভাতা কার্যক্রমের পরিধি এবং ২০১২-১৩ অর্থবছরে এ খাতে বরাদ্দ প্রস্তাব উপস্থাপন করছিঃ

বিভিন্ন প্রকার ভাতা

- মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী ভাতা কার্যক্রমের আওতায় ১ লক্ষ ৫০ হাজার সুবিধাভোগীর জন্য ৩৬০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।
- মাতৃত্বকালীন ভাতাভোগীর সংখ্যা ২০০৮-০৯ অর্থবছরে ছিল ৬০ হাজার জন। ২০১২-১৩ অর্থবছরে এ সংখ্যা ১ লক্ষ ১ হাজার ২০০ জনে উন্নীত করার লক্ষ্যে ৪২ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।
- ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ ও গাজীপুর এলাকার গার্মেন্টস মহিলা শ্রমিক এবং ৬১ জেলা সদরে কর্মজীবী মোট ৭৭ হাজার ৬০০ জন দরিদ্র ল্যাকটেটিং মা'কে মাসিক ৩৫০ টাকা হারে ভাতা দেয়া হচ্ছে। ২০১২-১৩ অর্থবছরে আমরা ৭৮ হাজার মা'কে এই কর্মসূচির আওতায় আনার প্রস্তাব করছি।
- বয়স্ক ভাতাভোগী কার্যক্রমে ২৪ লক্ষ ৭৫ হাজার ভাতাভোগীর জন্য ৮৯১ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।
- ৯ লক্ষ ২০ হাজার বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা মহিলাকে মাথাপিছু ৩০০ টাকা হারে মোট ৩৩১ কোটি ২০ লক্ষ টাকা ভাতা প্রদান করার প্রস্তাব করছি।
- ভিজিডি কর্মসূচির আওতায় ৭ লক্ষ ৫০ হাজার নারীকে মাসিক ৩০ কেজি করে মোট ২ লক্ষ ৭১ হাজার মেট্রিক টন খাদ্য সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। আমি আগামী অর্থবছরেও এ কর্মসূচি অব্যাহত রাখার প্রস্তাব করছি।
- ভিজিএফ কার্ডের সংখ্যা ৩ কোটি ১১ লক্ষ থেকে ৩ কোটি ৪২ লক্ষে উন্নীত করার প্রস্তাব করছি।

- সমাজের সবচেয়ে অনগ্রসর দলিত, হরিজন, বেদে ও হিজড়া সম্প্রদায়ের জীবনমান উন্নয়নে ১৪ কোটি ৬১ লক্ষ টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

১৯৫। ইতোমধ্যে সরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের তত্ত্বাবধানে থাকা এতিম শিশুদের জনপ্রতি মাসিক খোরাকি ভাতা ৫০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ২ হাজার টাকায় উন্নীত করা হয়েছে। আমি ২০১২-১৩ অর্থবছরে এ খাতে ২৮ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি। এছাড়া বেসরকারি এতিমখানার শিশুদের জন্য জনপ্রতি মাসিক ১ হাজার টাকা করে মোট ৬৬ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

এতিম শিশু কল্যাণ

১৯৬। বর্তমান সরকার প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর সামগ্রিক উন্নয়নে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আমরা মনে করি — সমাজের এই অবহেলিত অংশকে জাতীয় জীবনের মূল স্রোতে সম্পৃক্ত করার জন্য তাঁদেরকে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় নিয়ে আসা প্রয়োজন। এ জন্য প্রথমেই প্রয়োজন প্রতিবন্ধী ও অটিস্টিক ব্যক্তিদের সঠিক পরিসংখ্যান। এ লক্ষ্যে ইতোমধ্যে আমরা প্রতিবন্ধী জরিপের কাজ শুরু করেছি। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে এখন প্রতিবন্ধীদের শিক্ষায় সহায়তা প্রদান করা হয়। আগামীতে এই বরাদ্দ সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়েই থাকবে। তবে এর প্রশাসনিক দায়িত্ব হবে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের।

প্রতিবন্ধী জরিপ

১৯৭। এক পরিসংখ্যান অনুযায়ী দেশে অটিস্টিক শিশুর সংখ্যা প্রায় দেড় লক্ষ। অটিজম বিষয়ে সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে ঢাকার মিরপুরে 'অটিজম রিসোর্স সেন্টার' স্থাপন করা হয়েছে। বর্তমানে 'অটিজম রিসোর্স সেন্টার' প্রাঙ্গণে অটিস্টিক শিশুদের জন্য একটি পার্ক স্থাপনের কাজ চলমান আছে। এছাড়াও অটিস্টিক শিশুর অভিভাবকদের নিয়মিত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। ২০১১ সালে আমরা একটি সম্পূর্ণ অবৈতনিক অটিস্টিক স্কুল চালু করেছি। এর পরিধি আরও সম্প্রসারিত হবে, ইনশাআল্লাহ্।

অটিজম

১৯৮। আমরা দেশের বিভিন্ন স্থানে ভ্রাম্যমাণ 'ওয়ান স্টপ ফিজিওথেরাপি ইউনিট' স্থাপনের মাধ্যমে প্রায় ২০ হাজার প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে চিকিৎসা সেবা প্রদান করেছি। ৩৪টি জেলায় তাঁদের জন্য স্থাপন করেছি ৩৫টি 'প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র'। আগামী অর্থবছরে এ

প্রতিবন্ধী উন্নয়ন

ধরনের আরও ৩০টি কেন্দ্র স্থাপনের প্রস্তাব করছি। পাশাপাশি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের শিক্ষা উপবৃত্তিও প্রদান করা হচ্ছে। আমি ২০১২-১৩ অর্থবছরে প্রতিবন্ধীদের কল্যাণে নেয়া বিভিন্ন কর্মসূচি বাবদ ১৭০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

ভিক্ষুক পুনর্বাসন

১৯৯। আমি গত বাজেটে ভিক্ষা বৃত্তি নিরসনে উদ্যোগ নেবার ঘোষণা দিয়েছিলাম। এ লক্ষ্যে ইতোমধ্যে ঢাকা মহানগরীর ১০ হাজার ভিক্ষুকের ওপর জরিপ সম্পন্ন হয়েছে। জরিপকৃতদের মধ্যে ২ হাজার জনকে ময়মনসিংহ, বরিশাল, ঢাকা ও জামালপুর জেলায় পুনর্বাসনের কাজ চলছে। আমি ২০১২-১৩ অর্থবছরে এ খাতে ১০ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদানের প্রস্তাব করছি।

দরিদ্র জনগোষ্ঠীর পুনর্বাসন

২০০। দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে দেশের ৬৪টি জেলার ১৭ হাজার ৩৮৮টি গ্রামে ‘একটি বাড়ি একটি খামার’ প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। এর আওতায় ১০ লক্ষ ৩৮ হাজার পরিবার সরাসরি সুফলভোগী হয়েছে। ১৯৯৭ সালে গৃহীত ‘আশ্রায়ন প্রকল্প’ এর মাধ্যমে দুই দফায় মোট ১ লক্ষ ৯ হাজার পরিবার পুনর্বাসিত হয়েছে। এছাড়াও উপকূলীয় অঞ্চলে গৃহহীন মানুষের জন্য পাকা ঘর নির্মাণ করে প্রায় ৯ হাজার পরিবারকে পুনর্বাসন করা হয়েছে। আমি ২০১২-১৩ অর্থবছরে এ দু’টি প্রকল্পের জন্য ৬৫০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

অতিদরিদ্রদের কর্মসংস্থান

২০১। বিগত বছরগুলোর ধারাবাহিকতায় আমরা অতিদরিদ্রদের আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য চলমান কর্মসূচিটি অব্যাহত রাখতে চাই। এই কর্মসূচি শুধু দারিদ্র্য বিমোচনই করছে না, বৃদ্ধি করছে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সক্ষমতা। পাশাপাশি তাঁদের কল্যাণে তাঁদেরই শ্রমে নির্মিত হচ্ছে ছোটখাট গ্রামীণ অবকাঠামো। আমি আগামী অর্থবছরে অতিদরিদ্রদের কর্মসংস্থান কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য ১ হাজার ২০০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

২০২। আয়বৃদ্ধির মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়নে ক্ষুদ্রঋণের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আত্মকর্মসংস্থানের পাশাপাশি ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি গ্রামীণ অর্থনীতিতে অর্থের যোগান বাড়াচ্ছে। সচল রাখছে অর্থনীতির চাকা।

সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থা বছরে প্রায় ২ হাজার ২ কোটি টাকা ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ করে। সরকারের পাশাপাশি পিকেএসএফ, ব্র্যাক, গ্রামীণ ব্যাংক, আশা, প্রশিকা, শক্তি ফাউন্ডেশন, টিএমএসএস-সহ বিভিন্ন এনজিও ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি চালিয়ে যাচ্ছে। এসব এনজিও থেকে বছরে প্রায় ৩১ হাজার ৩৪৩ কোটি টাকা ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ করা হয়। সামগ্রিকভাবে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে ক্ষুদ্রঋণ হিসেবে প্রতি বছর আনুমানিক ৩৩ হাজার ৩৪৫ কোটি টাকা সঞ্চালিত হচ্ছে।

ক্ষুদ্রঋণ

২০৩। আমি ২০১২-১৩ অর্থবছরে সামাজিক নিরাপত্তা ও ক্ষমতায়ন খাতে বাস্তবায়িতব্য সকল কার্যক্রম মিলিয়ে মোট ২২ হাজার ৭৫০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

কর্মসংস্থান

মাননীয় স্পীকার

২০৪। আমি বিগত তিনটি বাজেটে অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধির কথা বলেছি। আয়-দারিদ্র্য ও মানব-দারিদ্র্য ন্যূনতম পর্যায়ে নামিয়ে আনার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছি। এ প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আমরা শুরু থেকেই কর্মসংস্থানের সুযোগ সম্প্রসারণে উদ্যোগী ছিলাম। তাই আমরা কৃষি ও পল্লী উন্নয়নের ওপর জোর দিয়েছি। যুব প্রশিক্ষণ ও বিদেশে শ্রমিক প্রেরণের সুযোগ সৃষ্টির চেষ্টা করেছি। উদ্যোগ নিয়েছি ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প বিকাশের। এ লক্ষ্যে আমরা ঋণ কর্মসূচি সম্প্রসারণ করেছি। চেষ্টা করেছি শ্রমঘন শিল্প স্থাপনের। এসব উদ্যোগের ফলে গত তিন বছরে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বেকার জনগোষ্ঠীর একটি বড় অংশের কর্মসংস্থান করা সম্ভব হয়েছে। পাশাপাশি বেসরকারি খাতেও উল্লেখযোগ্য সংখ্যক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

কর্মসংস্থানের সুযোগ সম্প্রসারণ

২০৫। নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী আমরা কর্মসংস্থানের পাশাপাশি দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টিরও উদ্যোগ নিয়েছি। আমরা মনে করি — দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে আয় বাড়ে, বাড়ে জীবনযাত্রার মান। এ কারণে সকলের জন্য সর্বোত্তম কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে আমরা বেশ কিছু পদক্ষেপ

দক্ষতা উন্নয়ন

নিয়েছি। আমরা ‘জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি, ২০১১’ প্রণয়ন করেছি। এর আওতায় কর্মপরিকল্পনা (action plan) তৈরির কাজ শুরু করেছি। গঠন করেছি দক্ষতা উন্নয়ন, জনশক্তি ও রেমিট্যান্স সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি। আমরা এনএসডিসি (National Skill Development Council) সচিবালয় স্থাপন করেছি। আমাদের পরিকল্পনা রয়েছে দক্ষতা উন্নয়নের নীতি-কৌশল বাস্তবায়নের জন্য পর্যায়ক্রমে এনএসডিসি-কে আরো শক্তিশালী করার। আমরা এ উদ্যোগে বেসরকারি খাত ও এনজিওসহ সংশ্লিষ্ট সবাইকে সম্পৃক্ত করতে চাই। দক্ষতা উন্নয়নের বিষয়টিতে আন্তঃমন্ত্রণালয় সমন্বয় ও মন্ত্রিসভার প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা নিশ্চিত করতে চাই। দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচিকে আরো বেগবান করার জন্য একটি আইন ও একটি বিধি প্রণয়নের চিন্তা ভাবনা আমরা করছি। এ বিষয়ে আগামী অর্থ বছরে অর্থ বিভাগের বাজেটে ৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখার প্রস্তাব করছি। এর বাইরে বিদেশে গমনেচ্ছু শ্রমিকদের প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য ইতোমধ্যেই প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীনে ১৪০ কোটি টাকার এনডাউমেন্ট ফান্ড (endowment fund) গঠন করা হয়েছে, যা থেকে বছরে ১৬ কোটি টাকা মুনাফা অর্জিত হচ্ছে।

২০৬। সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী দেশে ১৫ বছর বয়সের ঊর্ধ্বে বেকার জনগোষ্ঠীর সংখ্যা ২৬ লক্ষ। প্রতিবছর ১৩.৪ লক্ষ জন শ্রমবাজারে যোগ দিচ্ছে। আমাদের গৃহীত বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে গত তিন বছরে প্রায় ১৭ কোটি ৫৭ লক্ষ জনমাসের (manmonth) কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে। এছাড়াও ২০০৯ থেকে ডিসেম্বর, ২০১১ পর্যন্ত সময়ে সরকারি বিভিন্ন দপ্তরে ১ লক্ষ ৯৯ হাজার পদে নতুন জনবল নিয়োগ দেয়া হয়েছে। আগামী ২০১২-১৩ অর্থবছরে সরকারি বিভিন্ন কর্মসূচির আওতায় ৫৯৭ লক্ষ ১৩ হাজার জনমাস কাজ সৃষ্টির লক্ষ্যমাত্রা আমরা নির্ধারণ করেছি।

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান

মাননীয় স্পীকার

২০৭। আমাদের অর্থনীতিতে রেমিট্যান্স প্রবাহের বিষয়টি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তাই জনশক্তি রপ্তানিকে একটি অগ্রাধিকার খাত হিসেবে আমরা চিহ্নিত করেছি। এই খাতের উন্নয়নে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়ার

প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক

প্রতিশ্রুতি আমি গত তিনটি বাজেটেই দিয়েছি। আমাদের প্রতিশ্রুত 'প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক' ইতোমধ্যেই কার্যক্রম শুরু করেছে। এ ব্যাংক থেকে বিদেশ যেতে ইচ্ছুকদের 'অভিবাসন ঋণ' এবং বিদেশ ফেরতদের 'পুনর্বাসন ঋণ' প্রদান করা হচ্ছে।

শ্রমবাজার সম্প্রসারণ

২০৮। প্রচলিত শ্রম বাজারের বাইরে নতুন নতুন শ্রমবাজার অনুসন্ধানকে আমরা গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করছি। এর ফলে ইতোমধ্যে পোল্যান্ড, পাপুয়া নিউগিনি, আলজেরিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, এ্যাঙ্গোলা ও কঙ্গোয় জনশক্তি রপ্তানি শুরু হয়েছে। আমেরিকা ও আফ্রিকা মহাদেশসহ পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে আমরা শ্রম বাজার সম্প্রসারণের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। মালয়েশিয়ার বন্ধ থাকা শ্রমবাজার উন্মুক্তকরণেও যথেষ্ট অগ্রগতি হয়েছে। সেদেশে অবৈধভাবে বসবাসরত প্রায় ৩ লক্ষ বাংলাদেশীর বৈধকরণ প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার পথে। আমরা আমাদের বিদেশস্থ মিশনসমূহের শ্রম উইংয়ের জনবল বৃদ্ধি করেছি। এর বাইরেও ০৩টি দেশের বাংলাদেশ দূতাবাসে নতুন করে শ্রম উইং খুলেছি। আমাদের এসব সমন্বিত প্রয়াসের ফলে তিন বছরে ১৪ লক্ষ ৩৩ হাজার বাংলাদেশীর জন্য বৈদেশিক কর্মসংস্থান সৃষ্টি সম্ভব হয়েছে। আমরা গত বছর লিবিয়ার অস্থিতিশীল রাজনৈতিক পরিস্থিতির শিকার সব বাংলাদেশীকে দেশে ফিরিয়ে এনেছি। এদের মধ্যে ৩৬ হাজার ৬৫৬ জনকে পুনবার্সনের জন্য জনপ্রতি ৫০ হাজার টাকা করে নগদ সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

২০৯। আমরা বাংলাদেশী নাগরিকদের দক্ষতার উন্নয়ন ঘটিয়ে জনশক্তি রপ্তানি ও রেমিট্যান্স বৃদ্ধি করতে চাই। এ লক্ষ্যে সৌদি আরব, মালয়েশিয়া, কুয়েত, আবুধাবী, ওমান ও লস এঞ্জেলস-এ রেমিট্যান্স হাউস খোলার পদক্ষেপ নিয়েছি। একইসাথে আমরা প্রবাসীদের প্রেরিত রেমিট্যান্সকে আরো বিনিয়োগমুখী করতে চাই। তাই, এ সংক্রান্ত বিভিন্ন উদ্যোগ ও কার্যক্রমগুলো নিয়মিত পর্যালোচনা করার লক্ষ্যে একটি কেবিনেট কমিটি গঠন করা হয়েছে।

প্রবাসীদের ভোটাধিকার ও স্বয়ংক্রিয় অভিবাসন ব্যবস্থা

২১০। প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী আমরা প্রবাসীদের ভোটাধিকার প্রদানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে ভোটার তালিকা সংশোধন আইন, ২০১০ পাশ করেছি। উদ্যোগ নিয়েছি অভিবাসন ব্যবস্থায় স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতি চালু করার। এর আওতায় বিদেশগামী প্রত্যেক কর্মীকে 'বায়োমেট্রিক্স ফিঙ্গার প্রিন্ট'

সম্বলিত স্মার্ট কার্ডের মাধ্যমে বহিরাগমন ছাড়পত্র প্রদান করা হচ্ছে। অন-লাইনে ভিসা যাচাই এবং ছাড়পত্র নিবন্ধন চালু করা হয়েছে। মোবাইল ফোনের মাধ্যমেও নিবন্ধনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। আমাদের গৃহীত এ সকল পদক্ষেপের ফলে জনশক্তি রপ্তানির ক্ষেত্রে শৃঙ্খলা ও সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

নারী ও শিশু কল্যাণ

মাননীয় স্পীকার

২১১। দেশের জনসংখ্যার অর্ধেকেরও বেশী নারী। কাজেই নারী উন্নয়ন ছাড়া দেশের সার্বিক উন্নয়নের আশা করা সুদূর পরাহত। তাই সরকার গঠনের পরপরই আমরা নারীর ক্ষমতায়নকে অগ্রাধিকার এজেন্ডা হিসাবে গ্রহণ করি। ইতোমধ্যে আমরা একটি যুগোপযোগী নারী উন্নয়ন নীতি প্রণয়ন করেছি। পাশাপাশি জাতীয় বাজেটে নারীর হিস্যা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ২০০৯-১০ অর্থবছরে আমরা ৪টি মন্ত্রণালয়ের জেন্ডার বাজেট প্রণয়ন করেছিলাম। এরই ধারাবাহিকতায় এবার আমি ২৫টি মন্ত্রণালয়ের জেন্ডার প্রতিবেদন এই মহান সংসদে উপস্থাপন করছি। এছাড়া নারীর প্রতি সহিংসতা রোধে প্রণয়ন করা হয়েছে ‘পারিবারিক সহিংসতা প্রতিরোধ ও সুরক্ষা আইন, ২০১০’। হিন্দু ধর্মাবলম্বী নারীদের ব্যক্তি অধিকার সুরক্ষার জন্য ‘হিন্দু বিবাহ নিবন্ধন আইন, ২০১২’ এর খসড়া মন্ত্রিসভায় অনুমোদিত হয়েছে। ইভ-টিজিংসহ নারীর প্রতি সকল ধরনের সামাজিক অপরাধ রোধকল্পে আমরা নানামুখী পদক্ষেপ নিয়েছি। প্রসূতি ও নবজাতকের কল্যাণের কথা বিবেচনা করে আমরা মাতৃত্বকালীন ছুটি ৪ মাস থেকে ৬ মাসে উন্নীত করেছি।

নারী-অধিকার নিশ্চিতকরণ

২১২। বিচার বিভাগ, নির্বাহী বিভাগ ও আইন সভাসহ প্রতিটি ক্ষেত্রেই নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয়েছে। সংসদে সংরক্ষিত নারী আসন সংখ্যা ৫০-এ উন্নীত করা হয়েছে। প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদে তিনজন করে নির্বাচিত নারী সদস্য অন্তর্ভুক্ত করার বিধান রাখা হয়েছে। আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলেও আমাদের নেয়া এসব পদক্ষেপের স্বীকৃতি মিলেছে। ওয়ার্ল্ড ইকনমিক ফোরামের নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন সংক্রান্ত র‌্যাংকিং-এ ১৩৪টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান উঠে এসেছে ১১-তে।

নারীর কর্মক্ষেত্রের প্রসার

২১৩। নারীর দক্ষতা বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান, উদ্যোক্তা হিসেবে প্রতিষ্ঠা, শ্রমবাজারে অংশগ্রহণ ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা নিশ্চিত করতে নানা ধরনের প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। উত্তরবঙ্গের ৩টি জেলায় ৮০ হাজার অতিদরিদ্র মহিলা ও প্রান্তিক চাষীকে আয়বর্ধক কর্মকাণ্ডে যুক্ত করার লক্ষ্যে ২২৩ কোটি ৩৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে একটি প্রকল্প চলমান রয়েছে। এছাড়াও মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরে নিবন্ধিত সমিতিগুলোর উৎপাদিত পণ্যসামগ্রী প্রর্দশনী ও বিক্রয়ের জন্য 'জয়িতা বিপণী কেন্দ্র' কাজ শুরু করেছে। কর্মজীবী নারীদের আবাসন সুবিধা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নতুন হোস্টেল নির্মাণের উদ্যোগ নিয়েছি। পাশাপাশি কর্মজীবী মহিলাদের সুবিধার্থে বর্তমানে ঢাকাসহ ৫টি বিভাগীয় শহর এবং ১৩টি জেলা সদরে মোট ৪২টি শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র চালু করা হয়েছে।

কর্মক্ষেত্রে নারীর অংশ গ্রহণ বৃদ্ধির উদ্যোগ

২১৪। ইতোমধ্যে আমরা 'জাতীয় শিশুশ্রম নিরসন নীতি, ২০১০' এবং 'জাতীয় শিশুনীতি, ২০১১' প্রণয়ন করেছি। ১ লক্ষ ৬৬ হাজার শ্রমজীবী শিশুকে ঝুঁকিপূর্ণ পেশা থেকে সরিয়ে এনে মৌলিক শিক্ষা প্রদানের উদ্যোগ নিয়েছি। ৪-৬ বছর বয়সী ২ লক্ষ শিশুকে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার আওতায় আনা হয়েছে। পথশিশুদের নিরাপদ ও স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে ৬টি বড় শহরে শিশু বিকাশ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। নারী ও শিশু পাচার রোধে জাতীয় সমন্বয় কমিটি গঠন করা হয়েছে। তাছাড়া, পাচারের কাজে ব্যবহৃত সম্ভাব্য সবকটি স্থানে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর নজরদারি জোরদার করা হয়েছে। তবে গত বাজেটের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী আমরা কন্যা শিশুদের জন্য সমন্বিত উন্নয়ন কার্যক্রম এখনও শুরু করতে পারিনি। আশা করছি — আগামী অর্থবছরে এ কাজটি শুরু করতে পারব।

শিশু কল্যাণ

মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ

মাননীয় স্পীকার

২১৫। জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান মুক্তিযোদ্ধাদের সার্বিক কল্যাণ আমাদের সরকারের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। বিগত তিনটি বাজেটেই আমি মুক্তিযোদ্ধাদের সার্বিক কল্যাণের পাশাপাশি মহান মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ও স্মৃতি সংরক্ষণে কার্যকর উদ্যোগ নেবার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছি। এরই ধারাবাহিকতায় আমরা সোহরাওয়ার্দী

মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি সংরক্ষণ

উদ্যানে স্বাধীনতা স্তম্ভের নির্মাণকাজ পুনরায় শুরু করেছি। মুক্তিযুদ্ধ যাদুঘরের জন্য ভবন নির্মাণের কাজও শুরু হয়েছে। এছাড়া মহান মুক্তিযুদ্ধে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ বিভিন্ন দেশের বিশিষ্ট নাগরিক ও সংগঠনকে সম্মাননা দেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছি। ভারতের প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীসহ ৮৩ জন বিদেশী ব্যক্তি ও সংগঠনকে এ পর্যন্ত সম্মাননা প্রদান করা হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধে অবদান রেখেছেন এমন বিদেশী বন্ধুদের তালিকা প্রণয়নের প্রক্রিয়া ভবিষ্যতেও চলমান থাকবে।

মুক্তিযোদ্ধাদের ভাতা, রেশন ও চিকিৎসা

২১৬। শহীদ মুক্তিযোদ্ধা পরিবার এবং যুদ্ধাহত ও অস্বচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাদের সন্মানী ভাতা ও রেশন প্রদান কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। পাশাপাশি আমরা যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের বিদেশে চিকিৎসা প্রদান সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন করেছি। এর আওতায় একজন মুক্তিযোদ্ধা বিদেশে চিকিৎসার জন্য নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত আর্থিক সহায়তা পাবেন। আমি বিগত বাজেটগুলোয় ৬৫ বছর বা তদূর্ধ্ব বয়সের মুক্তিযোদ্ধাদের সন্মানিত নাগরিক হিসেবে রেল, বাস ও লঞ্চে বিনামূল্যে চলার সুযোগ দেবার অঙ্গীকার করেছিলাম। আমরা এ কাজে এখনও সফল হতে পারিনি। তবে এ লক্ষ্যে আমাদের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

মুক্তিযোদ্ধাদের আবাসন

২১৭। ভূমিহীন ও অস্বচ্ছল মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের জন্য ২ হাজার ৯৭১ ইউনিট আবাসন নির্মাণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। যুদ্ধাহত ও শহীদ মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের জন্য আমরা বিভিন্ন পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে বহুতল ভবন নির্মাণের উদ্যোগ নিয়েছি। এছাড়াও ঢাকার মোহাম্মদপুরে মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য একটি আবাসিক কাম বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণের কাজ এগিয়ে চলেছে।

সংখ্যালঘু ও সুবিধাবঞ্চিত সম্প্রদায়

মাননীয় স্পীকার

ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক জাতিগোষ্ঠীর স্বার্থ সংরক্ষণ

২১৮। আমাদের সরকার দেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়, বিশেষত ক্ষুদ্র নৃ-তাত্ত্বিক জাতিগোষ্ঠীগুলোর স্বার্থ সংরক্ষণ ও সার্বিক উন্নয়নে বদ্ধপরিকর। এদেশের নাগরিক হিসেবে তাঁদের সকল প্রকার অধিকার রক্ষায়

আমরা কাজ করে যাচ্ছি। ইতোমধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তির পরিপূর্ণ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে 'চুক্তি বাস্তবায়ন কমিটি' গঠন করা হয়েছে। পার্বত্য অঞ্চলের ভূমি সংক্রান্ত জটিলতা নিরসনে একটি 'ভূমি কমিশন' কাজ করে যাচ্ছে। এ কার্যক্রমের সাথে তিন পার্বত্য জেলার আঞ্চলিক জেলা পরিষদকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে।

পার্বত্য অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন

২১৯। আমরা পার্বত্য অঞ্চলের অধিবাসীদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অনেকগুলো প্রকল্প হাতে নিয়েছি। এসব প্রকল্পের আওতায় ইতোমধ্যে মোবাইল স্বাস্থ্য ক্লিনিক এবং ৬টি উপজেলার দুর্গম এলাকায় স্যাটেলাইট স্বাস্থ্য ক্লিনিক চালু করা হয়েছে। স্থাপন করা হয়েছে ৬০টি কমিউনিটি স্কুল ও ৭২টি প্রাক-প্রাথমিক কমিউনিটি বিদ্যালয়। ভবিষ্যতে এসব প্রকল্পের আওতায় ৩ হাজার ৫০০টি 'পাড়া কেন্দ্র' স্থাপন করা হবে। সমসংখ্যক পাড়াকর্মীকে প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা, অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা, পানি ও পরিবেশ উন্নয়ন এবং কমিউনিটি উন্নয়ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার আওতায় আনা হবে ১ লক্ষ শিশুকে। এছাড়াও যথোপযুক্ত পানীয় জলের উৎস ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়নের উদ্যোগ নেয়া হবে। অন্যদিকে পার্বত্য এলাকার কৃষি ও অবকাঠামো উন্নয়নকল্পেও আমরা বিভিন্ন কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছি।

ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীসমূহের সংস্কৃতির বিকাশ

২২০। ইতোমধ্যে রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি, বান্দরবান, কক্সবাজার, রাজশাহী, মৌলভীবাজার ও ময়মনসিংহ জেলার ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীসমূহের সংস্কৃতি পুনরুদ্ধার ও বিকাশে নানামুখী কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। নেত্রকোণার বিরিশিরি এবং বান্দরবানের রুমায় এ লক্ষ্যে ২টি সাংস্কৃতিক কেন্দ্র স্থাপন করা হচ্ছে। আমাদের এ সকল উদ্যোগের স্বীকৃতি হিসেবেই মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে ইউনেস্কোর 'কালচারাল ডাইভারসিটি' পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে।

সুবিধাবঞ্চিত বিশেষ জনগোষ্ঠী

২২১। দেশের সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর কল্যাণে আমরা কাজ করে যাচ্ছি। এরই মধ্যে ঢাকা মহানগরীতে সুইপার কলোনি নির্মাণের কাজ শুরু করেছি। পর্যায়ক্রমে অন্যান্য সিটি কর্পোরেশন এবং জেলা শহরেও এ ধরনের আবাসন সুবিধা নির্মাণের

পরিকল্পনা আমাদের রয়েছে। একইসাথে আগামী অর্থবছরে হিজড়া, বেদে, পশ্চাৎপদ হরিজন সম্প্রদায়ের জন্য বিশেষ বরাদ্দের প্রস্তাব করেছি।

অষ্টম অধ্যায়

সুশাসন

সংসদীয় কার্যক্রম

মাননীয় স্পীকার

২২২। আমরা গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছি। আমরা বিশ্বাস করি সংসদীয় গণতন্ত্রে সংসদই হবে সকল রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু। তাই, বর্তমান সংসদের প্রথম অধিবেশনেই ৪৮টি স্থায়ী কমিটি গঠন করে প্রতিটি কমিটিতে সংসদীয় দলগুলোর প্রতিনিধিত্ব রাখা হয়েছে। কমিটিগুলো এ পর্যন্ত ১ হাজার ৩১৫টি বৈঠকে মিলিত হয়ে প্রায় ৪ হাজার ৯৭৪টি সুপারিশ প্রণয়ন করেছে। স্থায়ী কমিটিগুলোর কার্যক্রম জনপ্রশাসনের সকল স্তরে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

২২৩। 'সংসদ বাংলাদেশ' নামে আমরা একটি স্বতন্ত্র টিভি চ্যানেল চালু করেছি। সংসদ বিষয়ক বিভিন্ন তথ্য জানানোর জন্য জাতীয় সংসদে 'মিডিয়া সেন্টার' স্থাপন করা হয়েছে এবং সংসদ সচিবালয়ের সকল সংবাদ ও বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইটে দেয়া হচ্ছে। পাশাপাশি ই-মেইল এর মাধ্যমে এসব তথ্য সরকারি ও বেসরকারি গণমাধ্যমে প্রেরণ করা হচ্ছে। সংসদ কক্ষে মাননীয় সদস্যদের বক্তব্যের সময় নির্ধারণে ডিজিটাল কাউন্ট-ডাউন (Count-down) পদ্ধতি চালু করা হয়েছে।

জনপ্রশাসন

মাননীয় স্পীকার

২২৪। একুশ শতকের উপযোগী একটি দক্ষ জনপ্রশাসন গড়ে তোলার লক্ষ্যে আমরা ব্যাপক সংস্কারমূলক কার্যক্রম হাতে নিয়েছি। আমাদের অঙ্গীকার অনুযায়ী সরকারি কর্মকর্তাদের মূল্যায়নের ক্ষেত্রে বর্তমান বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদন (এসিআর) পদ্ধতির পরিবর্তে কৃতিভিত্তিক মূল্যায়ন ব্যবস্থা (Performance Based Evaluation

জনপ্রশাসনে সংস্কার

System) প্রচলনের কাজ চলমান রয়েছে। আশা করছি — আগামী বছর নাগাদ আমরা এটি চালু করতে পারব। এছাড়া, সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারিদের জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য আমরা জাতীয় প্রশিক্ষণ নীতিমালা চূড়ান্ত করতে যাচ্ছি। জনপ্রশাসনে স্বচ্ছতা ও গতিশীলতা আনতে আমরা ই-গভর্ন্যান্স চালু করার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছি। প্রাথমিকভাবে কয়েকটি সরকারি অফিসে ডিজিটাল নথি ব্যবস্থাপনার (Digital File Tracking System) কাজ শুরু হয়েছে। সকল জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে চালু হয়েছে ই-সেবা কার্যক্রম। আমরা অঙ্গীকার অনুযায়ী 'সিভিল সার্ভিস আইন' এখনও চূড়ান্ত করতে পারিনি। তবে আমাদের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারি কল্যাণ

২২৫। আমরা সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারিদের সুযোগ-সুবিধা ও কল্যাণের দিকে সজাগ দৃষ্টি রেখেছি। চলতি অর্থবছরেই আমরা সরকারি কর্মচারিদের অবসরের বয়সসীমা ৫৭ থেকে ৫৯ বছরে উন্নীত করেছি। ঢাকা শহরে ১৫০ শয্যাবিশিষ্ট একটি সরকারি কর্মচারি আধুনিক হাসপাতাল নির্মিত হয়েছে। এছাড়া প্রাধিকারপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তাদের গাড়ি ক্রয় বাবদ বিনা সুদে অগ্রিম প্রদান করা হচ্ছে।

স্থানীয় সরকার

মাননীয় স্পীকার

২২৬। আমি বিশ্বাস করি, ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার কাঠামোকে শক্তিশালী করার কোন বিকল্প নেই। তাই আমরা ইউনিয়ন পরিষদকে অধিকতর দক্ষ ও শক্তিশালী করার কাজ শুরু করেছি। ইতোমধ্যে ৪ হাজার ৪৪১টি ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচন সম্পন্ন হয়েছে। আমরা নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দক্ষতা উন্নয়নে প্রশিক্ষণ দেয়ার উদ্যোগ নিয়েছি। এছাড়া উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে সরকারি বরাদ্দ সরাসরি ইউনিয়ন পরিষদের অনুকূলে প্রদানেরও ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।

২২৭। একইসাথে উপজেলা পরিষদকে অধিকতর কার্যকর করার লক্ষ্যে উপজেলা পরিষদ (সংশোধন) আইন, ২০১১ প্রণয়ন করা হয়েছে। জেলা

পরিষদগুলোতে প্রশাসক নিয়োগের মাধ্যমে এর কাজেও গতিশীলতা আনা হয়েছে। নাগরিক সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ইতোমধ্যে ঢাকা সিটি কর্পোরেশনকে উত্তর ও দক্ষিণ – দু'ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। এছাড়া নারায়ণগঞ্জ ও কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন গঠন করে সেখানে নির্বাচন সম্পন্ন করা হয়েছে। আরও ২টি সিটি কর্পোরেশন গঠনের কাজ চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।

২২৮। উন্নয়ন, নিয়ন্ত্রণ এবং ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত যে সকল কার্যক্রমে যে সকল বৃহত্তর জনগোষ্ঠী সম্পৃক্ত সে সকল কার্যক্রমে দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য স্থানীয় প্রশাসনের ক্ষমতায়ন প্রয়োজন। বর্তমান সরকার তাদের এই মেয়াদে এই ক্ষেত্রে কিছু পদক্ষেপ নিয়েছে। স্থানীয় সরকার নির্বাচনগুলো সম্পন্ন হয়েছে। ক্ষমতায়নের রাস্তাটিকে রচনা করে রেখেছে। উপজেলায় যেসব দায়িত্ব অর্পণ করা যায় সেগুলো অর্পণের ব্যবস্থা প্রায় সম্পন্ন। জেলা পরিষদের নির্বাচন প্রক্রিয়াকে এগিয়ে রাখা হয়েছে। ভবিষ্যতের জন্য স্থানীয় শাসনে ক্ষমতার প্রতিসংক্রম এবং বিভিন্ন দায়িত্ব যথাযথভাবে অর্পণের জন্য ব্যাপক প্রশাসনিক সংস্কার প্রয়োজন। স্থানীয় সরকারের জন্য স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রশাসনিক ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে এবং বিভিন্ন কেন্দ্রীয় দায়িত্ব ছেড়ে দিতে হবে। আমার ব্যক্তিগত আশা এবং সে ব্যাপারে আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সমর্থন পেয়েছি যে, আমরা অতি সত্বর এই বিষয়ে একটি রূপরেখা আমরা জাতিকে উপহার দিতে পারবো। আগামী অর্থবছরে উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন মিলে ইউনিয়ন পরিষদে মোট ১ হাজার ১৫ কোটি ৩৬ লক্ষ টাকা, উপজেলা পরিষদে মোট ৪৩৬ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা এবং জেলা পরিষদে ৩৫০ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

ভূমি ব্যবস্থাপনা

মাননীয় স্পীকার

২২৯। ভূমি বাংলাদেশের দুষ্প্রাপ্যতম সম্পদ। তাই, ভূমির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করার কোন বিকল্প নেই। এ কারণেই ২০১২-১৩ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেটে ভূমি ব্যবস্থাপনাকে আমরা গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করেছি।

২৩০। গত বাজেটে আমি ভূমি ব্যবস্থাপনা ডিজিটাইজড করার উদ্যোগ নেব বলে কথা দিয়েছিলাম। ভূমি প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনাকে স্বচ্ছ ও জবাবদিহিতামূলক করার

জন্য অনলাইনে ভূমি রেকর্ড সংরক্ষণ ও হালনাগাদকরণ, ডিজিটাল জরিপ কার্যক্রম পরিচালনা, ডিজিটাল নকশা ও খতিয়ান প্রণয়ন এবং প্রচলিত রেকর্ডের (খতিয়ান) পরিবর্তে ভূমি মালিকানা সনদ (Certificate of Land Ownership, CLO) প্রবর্তন করার লক্ষ্যে ডিজিটাল ভূমি ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন আমাদের প্রধান লক্ষ্য। এই লক্ষ্যে চারটি ক্ষেত্রে বর্তমানে কাজ চলছেঃ

ডিজিটাল ভূমি ব্যবস্থাপনা

(ক) ডিজিটাল পদ্ধতিতে ভূমি জরিপ ও রেকর্ড প্রণয়নসহ সংরক্ষণ প্রকল্পের অধীনে দেশের ৫৫টি জেলায় খতিয়ানের ডাটা-এন্ট্রি হয়েছে। এক্ষেত্রে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) Digital Land Management System (DLMS) প্রবর্তনের জন্য ৭টি জেলার ৪৫টি উপজেলা নির্দিষ্ট করেছে এবং এইসব উপজেলায় ভূমি তথ্যসেবা কেন্দ্রও প্রতিষ্ঠা করা হবে। এডিবি'র সহায়তাপ্রাপ্ত প্রকল্পের ধাঁচে সারাদেশেই এই প্রকল্পের কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে।

(খ) ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক ডিজিটাল জরিপ প্রকল্পের কার্যক্রম চলছে। ২১ জেলার ১৫২টি উপজেলায় সেই কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। এর ভিত্তিতে ভূমির সুষ্ঠু ও পরিকল্পিত ব্যবহারের জন্য ভূমি জোনিং কাজ এগিয়ে চলছে। আগামী দুই বছরে সারাদেশে ভূমি জোনিং-এর কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হবে।

(গ) বিভিন্ন দলিলপত্র নিবন্ধন কার্যক্রম যা নিবন্ধন পরিদপ্তরের মহাপরিদর্শক নিয়ন্ত্রণ করেন, সেখানে ডিজিটাল পদ্ধতিতে রেকর্ড সংরক্ষণের ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। এই ব্যবস্থায় নিবন্ধনকারীরা নিবন্ধন করার সময়ই নিবন্ধিত দলিল পেতে পারেন।

(ঘ) এছাড়া সার্ভেয়ার জেনারেল অব বাংলাদেশ এবং স্পারসো'র সহায়তায় ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর সারাদেশের জন্যে ডিজিটাল ভূমি ম্যাপ সংগ্রহ করার পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে এবং জরিপ কাজের সঙ্গে এই ম্যাপের সমন্বয়ের উদ্যোগ নিয়েছে। এই বিষয়ে বর্তমানে ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং কোরিয়া প্রজাতন্ত্র তাদের সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে।

২৩১। এইসব প্রস্তুতিমূলক কাজের পরিণতিতে এখন আমাদের লক্ষ্য — সম্পূর্ণ ভূমি ব্যবস্থাপনা এক দপ্তর থেকে সম্পন্ন করা। এই ব্যবস্থার পথনকশা প্রণয়নের উদ্যোগ আমরা নিয়েছি। আগামী তিন মাসের মধ্যে এই বিষয়ে বাংলাদেশ জরিপ অধিদপ্তর, নিবন্ধন পরিদপ্তর, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর, স্পারসো এবং উন্নয়ন সহযোগীদের সমন্বয়ে ভূমি মন্ত্রণালয় এই পথনকশাটি চূড়ান্ত করবেন এবং এর বাস্তবায়ন তাৎক্ষণিকভাবে শুরু করা হবে। সেজন্যে পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দের ব্যবস্থাও এবারকার বাজেটে করা হয়েছে। এই কার্যক্রম বাস্তবায়িত হলে প্রতি জমির মালিককে একটি ভূমি মালিকানা সনদ (CLO) প্রদান করা সম্ভব হবে এবং সেই CLO'র ভিত্তিতে ভূমি অধিকারের বিতর্কিত বিষয়টির সমাধান হবে এবং একই দপ্তরে জরিপ, নিবন্ধন, ভূমির মালিকানা এবং গুণগত শ্রেণী পরিবর্তনের বিষয়টি সুরাহা করা যাবে।

২৩২। ডিজিটাল ল্যান্ড ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (Digital Land Management System, DLMS) প্রস্তুত করার এই কার্যক্রম বাস্তবায়িত হলে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে সুবিধাভোগীগণ সংশ্লিষ্ট জেলার উপজেলাসমূহের আওতাধীন মৌজার যে কোন প্লটের সর্বশেষ হালনাগাদকৃত রেকর্ড ও নকশা সংক্রান্ত তথ্যাদি স্বল্পতম সময়ে জানতে পারবেন। এছাড়া নির্ধারিত ফি পরিশোধ করে স্বল্পতম সময়ে সুবিধাভোগীগণ প্রয়োজন অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট জেলার যে কোন প্লটের সর্বশেষ হালনাগাদকৃত রেকর্ড ও নকশা সংগ্রহ করতে পারবেন। সার্বিক নিয়ন্ত্রণ সরকারের কাছে রেখে বিওটি (Build-Operate-Transfer, BOT) পদ্ধতিতে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে উক্ত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হবে। এক্ষেত্রে পিপিপি (Public Private Partnership, PPP) অনুসরণে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের অংশগ্রহণের সম্ভাব্যতা যাচাই করা হয়েছে। খতিয়ান ও মৌজা ম্যাপ কম্পিউটারাইজেশনসহ ভূমি রেকর্ড ও জরিপ ডিজিটাইজেশনের পুরো উদ্যোগটি বাস্তবায়নে সময় সাশ্রয় করার লক্ষ্যে এলাকাভিত্তিক বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে দায়িত্ব প্রদানের বিষয়টি বিবেচনায় নেয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে খতিয়ান ও ম্যাপ বিতরণের সেবাটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে প্রদানের সুযোগ রাখা হবে।

পরিকল্পিত পল্লী নিবাস

২৩৩। আমি বিগত বাজেটগুলোয় নির্বাচনী অঙ্গীকার অনুযায়ী ইউনিয়ন ও উপজেলায় গ্রোথ সেন্টারভিত্তিক পল্লী নিবাস গড়ে তোলার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম। ইতঃপূর্বে আমি

উল্লেখ করেছি প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে ২১ জেলার ১৫২টি উপজেলায় ল্যান্ড জোনিং কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে। অবশিষ্ট ৪০টি জেলায় আগামী দু' বছরের মধ্যেই এ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হবে, ইনশাআল্লাহ্‌। পাশাপাশি আমার বিগত দিনের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী জমি হস্তান্তরের জন্য দলিল রেজিস্ট্রেশন ফি ও কর মফস্বলের ক্ষেত্রে ৬ শতাংশে এবং শহর এলাকায় ৮ শতাংশে নামিয়ে আনা হয়েছে।

ভূমিহীনদের পুনর্বাসন

২৩৪। বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে মোট ১ লক্ষ ১ হাজার ৮৯৬টি ভূমিহীন পরিবারের মধ্যে ৫২ হাজার ৪২৪ একর খাস জমি বন্দোবস্ত প্রদান করা হয়েছে। সরকারি খাস জমিতে পুনর্বাসন করা হয়েছে প্রাকৃতিক দুর্যোগের শিকার ৭ হাজার ১৯৯টি ভূমিহীন পরিবারকে। রাজধানী ঢাকার ছিন্নমূল বস্তিবাসী ও নিম্নবিত্তদের জন্য ভাসানটেকে সরকারি জমিতে এ পর্যন্ত ২ হাজার ১৬টি ফ্ল্যাট তৈরি করা হয়েছে। খাস জমি বিতরণের ক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রী উভয়ের নামে কবুলিয়ত দলিল প্রদানের মাধ্যমে ঐ সকল ভূমিতে নারীর অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে। পাশাপাশি সহায়-সম্বলহীন এই পরিবারগুলোকে স্বাবলম্বী করে তোলার লক্ষ্যে আমরা বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ও ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা করেছি।

ভূমি সুরক্ষা ও বিরোধ নিষ্পত্তি

২৩৫। অর্পিত সম্পত্তি থেকে উদ্ভূত জটিলতা নিরসনের লক্ষ্যে দীর্ঘ প্রতীক্ষিত 'অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ (সংশোধন) আইন ২০১১' মহান জাতীয় সংসদে পাশ হয়েছে। এর ফলে অর্পিত সম্পত্তি নিয়ে দীর্ঘদিনের পুঞ্জীভূত সমস্যার গ্রহণযোগ্য সমাধান সম্ভব হবে বলে আশা করছি। আমরা ইতোমধ্যে জলমহাল ও বালুমহালের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার বিষয়টিকে আইনের আওতায় এনেছি। ভূমি ব্যবহার ও কৃষি জমির সুরক্ষার বিষয়টিও আইনের আওতায় আনার লক্ষ্যে পদক্ষেপ নিয়েছি।

২৩৬। আমি আগামী ২০১২-১৩ অর্থবছরে ভূমি খাতে উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন মিলিয়ে মোট ৭৩৮ কোটি ৩২ লক্ষ টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

দুর্নীতি প্রতিরোধ

মাননীয় স্পীকার

২৩৭। বাংলাদেশকে দুর্নীতির রাহুগ্রাস থেকে মুক্ত করার লক্ষ্যে আমরা দুর্নীতি দমন কমিশন (সংশোধন) আইন, ২০১১ প্রণয়ন করেছি। আইনটি বর্তমানে চূড়ান্ত

দুর্নীতি দমন

অনুমোদনের পর্যায়ে রয়েছে। এছাড়াও আমরা দুর্নীতি দমন কমিশনকে চাহিদা মোতাবেক পর্যাপ্ত প্রশাসনিক, আর্থিক ও আইনি সহায়তা প্রদান করছি। তবে, একটি বিষয়ে আমি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। আমরা দুর্নীতি দমন কমিশনের পূর্ণ স্বাধীনতায় বিশ্বাসী। কিন্তু দুর্নীতি দমনের নামে কারো মৌলিক অধিকার যেন ক্ষুণ্ন না হয় সে বিষয়টিকেও আমরা যথেষ্ট গুরুত্ব দিতে চাই।

আইনের শাসন

মাননীয় স্পীকার

২৩৮। যুগোপযোগী আইনি কাঠামো নির্মাণের পাশাপাশি আমরা বিচারিক সেবাকে জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে চাই। বর্তমান সরকারের চলমান মেয়াদে আমরা ইতোমধ্যে ১৬৮টি আইন এবং ১৬টি অধ্যাদেশ প্রণয়ন করেছি। সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনী মামলার রায়ের আলোকে নতুন সংবিধান প্রণীত

আইন ও বিচার

হয়েছে। বিচার কাজে গতিশীলতা আনার জন্য ইতোমধ্যে বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি (Alternative Dispute Resolution) ব্যবস্থা দেওয়ানী আদালতে চালু করা হয়েছে এবং ফৌজদারী আদালতে চালুর বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। বিচার প্রার্থীদের হয়রানি হ্রাসকল্পে পাইলট ভিত্তিতে মামলার ধার্য তারিখ ও ফলাফল ডিজিটাল ডিসপ্লে বোর্ড (Digital Display Board)-এ প্রদর্শন করা হচ্ছে।

২৩৯। যুদ্ধাপরাধীদের বিচার আমাদের অন্যতম এজেণ্ডা। এ বিচার প্রক্রিয়া

যুদ্ধাপরাধীদের বিচার ও চাঞ্চল্যকর মামলা

সুসম্পন্ন করার লক্ষ্যে ১টি আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনালসহ তদন্তকারী সংস্থা এবং প্রসিকিউশন টিম গঠনের কথা আমি গত বাজেট বক্তৃতায় বলেছিলাম। সম্প্রতি এই

বিচার কাজে গতিশীলতা আনার লক্ষ্যে আমরা আরও একটি ট্রাইব্যুনাল স্থাপন করেছি। আশা করছি — বর্তমান সরকারের মেয়াদকালেই আমরা এ বিচার কাজের সমাপ্তি দেখতে পাব। এছাড়াও ৪ জাতীয় নেতার হত্যাকাণ্ডসহ ২১ আগস্টের গ্রেনেড হামলা, চট্টগ্রামের ১০ ট্রাক অস্ত্র মামলা, বিডিআর বিদ্রোহসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ মামলা দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে বিচার কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

আইনি সহায়তা প্রদান

২৪০। আমরা অতি দরিদ্রদের আইনি সহায়তা দিতে প্রত্যেক জেলায় একটি করে 'জেলা লিগ্যাল এইড অফিসার' এর পদ সৃষ্টি করেছি। একই উদ্দেশ্যে 'জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা (উপজেলা ও ইউনিয়ন কমিটি গঠন, দায়িত্ব, কার্যাবলী ইত্যাদি) প্রবিধানমালা, ২০১১' প্রণয়ন করা হয়েছে। ইতোমধ্যে এ আইনের আওতায় অধিকাংশ উপজেলা ও ইউনিয়নে এ সংক্রান্ত কমিটি গঠিত হয়েছে। এ পর্যন্ত সংস্থাটি সারা দেশে আর্থিকভাবে অস্বচ্ছল ৩২ হাজার ৯৯৪ জনকে আইনগত সহায়তা প্রদান করেছে। এ প্রক্রিয়ায় মোট ১৪ হাজার ৫৭৪টি মামলা সরকারি খরচে নিষ্পত্তি হয়েছে।

আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী শক্তিশালীকরণ

২৪১। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীগুলোকে আধুনিক ও যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে আমরা বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছি। পুলিশ বাহিনী শক্তিশালীকরণের অংশ হিসেবে পৃথক তদন্ত ইউনিট গঠন করা হয়েছে। এছাড়া ট্যুরিস্ট পুলিশ ও জঙ্গি দমনে ন্যাশনাল পুলিশ ব্যুরো অব কাউন্টার টেরোরিজম-এর মত বিশেষায়িত পুলিশ ইউনিট গঠনেরও উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহে উৎপাদনবান্ধব পরিবেশ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে 'শিল্পাঞ্চল পুলিশ' প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এছাড়া আমরা কমিউনিটি পুলিশিং কার্যক্রমও শুরু করেছি। বর্তমান সরকারের আমলে পুলিশ বাহিনীর বিভিন্ন পদে এ পর্যন্ত মোট ১৬ হাজার ৪৪৮ জনকে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। ফায়ার স্টেশন নেই এমন ১৫৬টি উপজেলায় ফায়ার স্টেশন নির্মাণের কাজ হাতে নেয়া হয়েছে। কোস্টগার্ড-এ ৫টি ডিফেন্ডার ফাস্ট বোট এবং ২০টি টর্নেডো বোট সংযোজন করা হয়েছে।

পাসপোর্ট

২৪২। পাসপোর্ট ও ভিসা সংক্রান্ত কার্যক্রম সহজীকরণের লক্ষ্যে আমরা 'পাসপোর্ট আইন, ২০১২' প্রণয়নের প্রক্রিয়া শুরু করেছি। বর্তমানে ৩৪টি বিভাগীয় ও আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস এবং দেশের বাইরে ২০টি

বাংলাদেশ মিশন থেকে মেশিন রিডেবল পাসপোর্ট প্রদান করা হচ্ছে।

গণমাধ্যমের উন্নয়ন

মাননীয় স্পীকার

২৪৩। আমাদের সরকার তথ্যের অবাধ প্রবাহে বিশ্বাসী। রাষ্ট্রের সকল স্তরে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠায় আমরা তথ্য অধিকার আইন প্রণয়ন করেছি। গঠন করেছি তথ্য কমিশন। গত বাজেট বক্তৃতায় আমি তথ্য প্রকাশকারীকে আইনগত সুরক্ষা দেবার লক্ষ্যে একটি আইন প্রণয়নের কথা বলেছিলাম। আইনটি ইতোমধ্যে মহান সংসদে পাশ হয়েছে।

সম্প্রচার মাধ্যমের উন্নয়ন

২৪৪। স্যাটেলাইট টেলিভিশন চ্যানেলসমূহের সম্প্রচারে শৃঙ্খলা আনার জন্য 'ক্যাবল নেটওয়ার্ক পরিচালনা ও লাইসেন্সিং বিধিমালা-২০১০' জারি করা হয়েছে। ২০১১-১২ অর্থবছরে আমরা ২টি এফএম রেডিও ও ২টি বেসরকারি টেলিভিশনকে সম্প্রচারের অনুমোদন দিয়েছি। এছাড়া, বিটিভির ঢাকা, চট্টগ্রাম ও খুলনা কেন্দ্রে পরীক্ষামূলকভাবে ডিজিটাল সম্প্রচার শুরু হয়েছে।

সাংবাদিকতার মানোন্নয়ন

২৪৫। সাংবাদিকদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রেস ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ মোট ১৮ হাজার ৪৯১ জন সাংবাদিককে বিভিন্ন মেয়াদে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে। এছাড়া ৯ কোটি ৫৩ লক্ষ ৮৮ হাজার টাকা ব্যয়ে বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট কমপ্লেক্সের সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়নের কাজ চলছে। এর বাইরেও আমরা অস্বচ্ছল সাংবাদিকদের সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে 'সাংবাদিক সহায়তা ভাতা/অনুদান নীতিমালা-২০১২' জারি করেছি।

চলচ্চিত্র শিল্পের উন্নয়ন

২৪৬। চলচ্চিত্র সংশ্লিষ্টদের দীর্ঘদিনের প্রত্যাশা অনুযায়ী আমরা চলচ্চিত্রকে শিল্প হিসেবে ঘোষণা করেছি। 'স্বল্প দৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র নির্মাণে সরকারি অনুদান প্রদানের নিয়মাবলী, ২০১১' জারি করা হয়েছে। উন্নত ও সৃজনশীল চলচ্চিত্র প্রদর্শনের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে জারি করা হয়েছে 'চলচ্চিত্র সংসদ (নিবন্ধন) আইন, ২০১১'। আমরা ৩ এপ্রিলকে জাতীয় চলচ্চিত্র দিবস হিসেবে ঘোষণা করেছি। এছাড়াও দুঃস্থ চলচ্চিত্র শিল্পীদের

সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে নীতিমালা প্রণয়নের কাজ চলছে। বর্তমানে সারাদেশেই প্রেক্ষাগৃহগুলো খুব দুরবস্থায় পতিত হয়েছে এবং বিনোদনের সুযোগ ব্যাপকভাবে কমে গেছে। এই দুরবস্থা পরিবর্তনের জন্য আমরা সিনেপ্লেক্স নির্মাণের জন্য প্রণোদনা দিতে মনস্থ করেছি। কর অব্যাহতির সুযোগ প্রদান এবং বিভিন্ন কর হারে পরিবর্তন সাধনের মাধ্যমে প্রেক্ষাগৃহে সিনেমা প্রদর্শনের ব্যবস্থার উন্নয়নে আমরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

পররাষ্ট্র নীতি

মাননীয় স্পীকার

২৪৭। আমাদের সফল কূটনৈতিক প্রচেষ্টার ফলে জঙ্গীবাদ, সন্ত্রাস ও দুর্নীতির দেশ হিসেবে নেতিবাচক পরিচয় ঘুচিয়ে আমরা আন্তর্জাতিক অঙ্গনে একটি অগ্রসরমান, গণতান্ত্রিক ও অসাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জাতিসংঘের ৬৬তম অধিবেশনে কয়েকজন মন্ত্রীসহ যোগদান করেন। সেখানে তিনি বিভিন্ন অধিবেশনে সভাপতি অথবা মূল বক্তার সম্মান লাভ করেন। এই সম্মেলনে তিনি তথ্য-প্রযুক্তির মাধ্যমে মহিলা ও শিশুদের জীবন উন্নয়নে অবদান রাখার স্বীকৃতি স্বরূপ 'South-South Award' লাভ করেন। এবং Rio+20-তে যে শীর্ষ সম্মেলন এই জুন মাসে হতে যাচ্ছে তার প্রস্তুতিতে মূল্যবান অবদান রাখেন। জাতিসংঘের এই অধিবেশনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর চিন্তাধারা সংবলিত 'Culture of Peace' ধারণা এবং 'People's Empowerment and Development' শীর্ষক প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে আর্থিক ও অর্থনৈতিক কমিটির সভাপতি হিসেবে বাংলাদেশ নির্বাচিত হয়। বাংলাদেশ একইসঙ্গে জাতিসংঘের Peace Building Commission-এর সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত হয়। জাতিসংঘের সেক্রেটারি জেনারেল ১৩ হতে ১৫ নভেম্বর ২০১১ পর্যন্ত বাংলাদেশ সফর করেন এবং এদেশের অগ্রগতি এবং নেতৃত্বের ভূয়সী প্রশংসা করেন। এছাড়াও জাতিসংঘের তরফ থেকে ঢাকায় 'Counter-Terrorism' এবং 'Financial Inclusion Workshop' বিষয়ে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

ভাবমূর্তি পুনরুদ্ধার

২৪৮। আমি ইতোপূর্বেই উল্লেখ করেছি সমুদ্রসীমা নির্ধারণী মামলায় আমাদের ঐতিহাসিক জয়ের কথা। গত ১৪ মার্চ ২০১২ আইটিএলওএস (International Tribunal for the Law of the Sea, ITLOS)-এর ঐতিহাসিক রায়ে বঙ্গোপসাগরের ২০০ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত এলাকায় বাংলাদেশের একচ্ছত্র অর্থনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে; নিশ্চিত হয়েছে মহীসোপানে বাংলাদেশের অধিকার। এছাড়াও সম্প্রতি আন্তর্জাতিক মেরিটাইম ব্যুরো (IMB) বাংলাদেশের সমুদ্রসীমাকে জলদস্যুতার ক্ষেত্রে উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার তালিকা থেকে বাদ দিয়েছে। এটিও আমাদের জন্য একটি অনন্য অর্জন।

সমুদ্র সীমা জয়

২৪৯। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বলিষ্ঠ নেতৃত্বে প্রতিবেশী দেশগুলোর সাথে আমাদের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক আরো জোরদার হয়েছে। আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি চীন-মিয়ানমার-বাংলাদেশ-ভারত সংযোগ সড়ক বাস্তবায়িত হবে এবং এর মাধ্যমে এ অঞ্চলের জনগণের মধ্যে নিবিড় যোগাযোগ স্থাপিত হবে। আমাদের নেয়া সময়োচিত পদক্ষেপের কারণেই ভারতীয় বাজারে বাংলাদেশের ৪৬ ধরনের বস্ত্রসামগ্রী শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকার পেয়েছে। দহগ্রাম-আঙ্গরপোতায় যাতায়াতের জন্য ভারত তিন বিঘা করিডোর সার্বক্ষণিকভাবে খোলা রাখতে সম্মত হয়েছে। আমরা আঞ্চলিক যোগাযোগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে দি সার্ক রিজিওনাল মাল্টিমোডাল ট্রান্সপোর্ট স্টাডি (The SAARC Regional Multimodal Transport Study, SRMTS)-এর আওতায় সড়ক ও রেলপথ উন্নয়নের বিভিন্ন প্রকল্প চিহ্নিত করে বাস্তবায়নের উদ্যোগ নিয়েছি। আমাদের কূটনৈতিক প্রয়াসের ফলেই ঢাকায় বিমসটেকের (Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation, BIMSTEC) স্থায়ী সচিবালয় এবং সাউথ এশিয়ান রিজিওনাল স্ট্যান্ডার্ড অর্গানাইজেশন (South Asian Regional Standard Organization, SARSO) এর সদর দপ্তর স্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

আঞ্চলিক/উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতা

রাষ্ট্রীয় প্রতিরক্ষা

মাননীয় স্পীকার

২৫০। একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় একটি শক্তিশালী ও আধুনিক সশস্ত্র বাহিনী গড়ে তুলতে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। মুক্তিযুদ্ধে গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা রাখা আমাদের সশস্ত্র বাহিনী আজ দেশের বাইরেও সুনামের সঙ্গে দায়িত্ব পালন করছে। জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে সৈন্য প্রেরণকারী দেশের তালিকায় বাংলাদেশ বর্তমানে শীর্ষস্থানে রয়েছে। বর্তমানে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশের প্রায় ১১ হাজার শান্তিরক্ষী কর্মরত আছেন। গত তিন বছরে বাংলাদেশ শান্তিরক্ষা মিশন থেকে মোট ৪ হাজার ৪৩০ কোটি টাকা এবং চলতি অর্থবছরে এ পর্যন্ত ১ হাজার ৯৮০ কোটি টাকার সমপরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা আয় করেছে।

সশস্ত্রবাহিনীর আধুনিকায়ন

২৫১। ইতিহাসে প্রথমবারের মত সেনাবাহিনীর জন্য অত্যাধুনিক ট্যাংক (MBT-2000), সেলফ প্রপেল্ড গান, উইপন লোকেটিং রাডার, আর্মার্ড পার্সোনেল ক্যারিয়ার (এপিসি), আর্মার্ড রিকভারি ভেহিক্যাল ও হেলিকপ্টারসহ অত্যাধুনিক যুদ্ধ সরঞ্জাম কেনা হয়েছে। একটি যুগোপযোগী ত্রিমাত্রিক নৌবাহিনী গড়ে তোলার লক্ষ্যে নৌ-কমান্ডো বাহিনী গড়ে তোলা হয়েছে। কেনা হয়েছে ২টি ম্যারিটাইম হেলিকপ্টার। এছাড়াও আমরা নৌ-বাহিনীর জন্য নৌ-জাহাজ, মিসাইল সিস্টেম, বৃহৎ প্যাট্রোল ক্রাফট, প্যাট্রোল ক্রাফট এবং ওয়েল ট্যাংকার কিনেছি। বিমানবাহিনীর আধুনিকায়নের জন্য ভূমি থেকে আকাশে নিক্ষেপণযোগ্য স্বল্প পাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র ও পোর্টেবল ফুয়েল স্টোরেজ ব্লাডার সংগ্রহ করা হয়েছে। কেনা হচ্ছে আধুনিক যুদ্ধ বিমান ও হেলিকপ্টার। জঙ্গি বিমানের ওভারহল প্ল্যান্ট স্থাপনের কাজও চলছে। আধুনিক যুদ্ধ সরঞ্জাম কেনার পাশাপাশি আমরা তিন বাহিনীর অপারেশনাল সামর্থ্য ও কার্যক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে উন্নত প্রশিক্ষণের উদ্যোগ নিয়েছি।

২৫২। আমি ২০১২-১৩ অর্থবছরে প্রতিরক্ষা খাতে সর্বমোট ১২ হাজার ৯৮৫ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি যা ২০১১-১২ অর্থবছরের বাজেটের তুলনায় ৮৫১ কোটি টাকা বেশি।

নবম অধ্যায়

রাজস্ব খাত

রাজস্ব আহরণ কার্যক্রম

মাননীয় স্পীকার

২৫৩। আমি ইতোমধ্যে এ মহান সংসদে ২০১২-১৩ অর্থবছরের বাজেটে প্রস্তাবিত ব্যয় সংক্রান্ত কর্মপরিকল্পনা উপস্থাপন করেছি। এ কর্মপরিকল্পনা দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে কি সুফল বয়ে আনবে তাও সবিস্তারে উল্লেখ করেছি। এ পর্যায়ে আমি আগামী অর্থবছরের বাজেটে প্রস্তাবিত রাজস্ব কার্যক্রম সম্পর্কে আলোকপাত করবো। আসন্ন অর্থবছরের বাজেটে গৃহীত রাজস্ব কার্যক্রম সরকারের রাজস্ব বৃদ্ধির পাশাপাশি আয় বৈষম্য দূরীকরণ, কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের প্রসার, ভৌত অবকাঠামো বিনির্মাণ, পরিবেশ সংরক্ষণ, বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধি এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠায় কি অবদান রাখবে সে বিষয়ে বিস্তারিত উল্লেখ করবো।

রাজস্ব আহরণের মৌল নীতিমালা

২৫৪। এই সরকারের প্রথম বছর থেকেই আমরা রাজস্ব আদায়ের মৌলিক নীতিমালা তুলে ধরেছি এবং সেক্ষেত্রে কোন পরিবর্তন এখনও নেই। আমরা রাজস্ব আদায় বৃদ্ধি করতে চাই এবং দেশীয় সূত্রে রাজস্ব বিশেষভাবে বাড়াতে চাই। রাজস্ব বিভাগ ইতোমধ্যেই তাদের দক্ষতা ও নিবেদনের পরিচয় দিয়েছে এবং প্রতিবছরই রাজস্ব আদায়ের হার বৃদ্ধি পেয়েছে। রাজস্ব আদায়ের বিষয়ে আমাদের কতগুলো সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও তৎসংলগ্ন কার্যক্রমকে আমি নিম্নোক্ত উপায়ে তালিকাবদ্ধ করতে পারিঃ

- করভিত্তি সম্প্রসারণ ও কর পরিমন্ডল বৃদ্ধির মাধ্যমে অধিক পরিমাণে দেশজ সম্পদের সমাবেশ ঘটানো;
- আয় বৈষম্য দূরীকরণের মাধ্যমে সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠা;
- অভ্যন্তরীণ শিল্পের সুরক্ষা প্রদান ও বিকাশ সাধন;
- সঞ্চয় ও বিনিয়োগে প্রণোদনা সৃষ্টি;

- ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের বিকাশ সাধন;
- অপ্রয়োজনীয় ও বিলাস পণ্য আমদানি নিরুৎসাহিতকরণ;
- করদাতা এবং কর আহরণকারীর মধ্যে ব্যক্তিগত যোগাযোগ হ্রাস করা;
- কর আদায়ের আদায়কারী কর্মকর্তার স্ববিবেচনা সীমিত করা;
- কর আদায়ে বিরোধ ও মামলা-মোকদ্দমার বিকল্প ও সহজ সমাধান বের করা;
- করদাতা ও ব্যবসাবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি সহায়ক করসেবা ও পদ্ধতি গড়ে তোলা; কর প্রদানে হয়রানি নিরসন করা এবং কর প্রদানকে আকর্ষণীয় করে তোলা;
- রাজস্ব প্রশাসনের সর্বক্ষেত্রে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার এবং রাজস্ব আদায় পদ্ধতি অনলাইনে রূপান্তরণ।

সংস্কার কার্যক্রম

২৫৫। রাজস্ব প্রশাসনের ব্যাপক সংস্কার ও অটোমেশনের মাধ্যমে আমরা অধিক পরিমাণ কর-রাজস্ব আহরণকে নীতি হিসেবে গ্রহণ করেছি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ডিজিটাল বাংলাদেশ ঘোষণার সাথে সঙ্গতি রেখে আমরা ইতোমধ্যে শুল্ক ও কর প্রশাসনের অধিকাংশ স্থাপনার এবং রাজস্ব আহরণ স্বয়ংক্রিয় (automation) পদ্ধতির আওতায় এনেছি। অদূর ভবিষ্যতে স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতির পরিসর বৃদ্ধির কার্যক্রমও হাতে নিয়েছি। কর প্রশাসনে সম্পাদিত সংস্কারমূলক কার্যাবলী এবং এ বাজেটে গৃহীত সংস্কার ও আধুনিকায়নের কার্যক্রমগুলো হলোঃ

- রাজস্ব সংক্রান্ত মামলাজট নিরসনের লক্ষ্যে বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি পদ্ধতি প্রবর্তন করা হয়েছে;
- আয়করের ক্ষেত্রে সীমিত পরিসরে ই-ফাইলিং পদ্ধতি চালু করা হয়েছে;
- অনলাইনে কর পরিশোধ পদ্ধতি প্রবর্তন করা হয়েছে;
- আগামী সেপ্টেম্বরের মধ্যে অনলাইনে TIN/BIN নিবন্ধন করা যাবে এবং নির্বাচন কমিশনের জাতীয় পরিচয়পত্র তথ্য ভান্ডারের সাথে অনলাইনে তথ্য যাচাই করার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে;
- আয়কর আইনে Transfer Pricing অন্তর্ভুক্তির প্রস্তাব করা হয়েছে;

- আয়কর ও মূল্য সংযোজন কর দাখিলপত্র কেন্দ্রীয়ভাবে প্রক্রিয়াজাতকরণ ও স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে কর নির্ধারণ ও রিফান্ড প্রদানের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।
- অটোমেটেড পদ্ধতিতে ক্ষুদ্র ও মাঝারি প্রতিষ্ঠানের মূল্য সংযোজন কর সংশ্লিষ্ট তথ্য সংরক্ষণ ও দাখিলপত্র পেশ করার ব্যবস্থা করা হচ্ছে;
- শুল্ক প্রশাসনকে পূর্ণাঙ্গ অটোমেশনের লক্ষ্যে ASYCUDA World প্রযুক্তি স্থাপন ও এ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ কাজ শুরু হয়েছে।
- রাজস্ব প্রশাসনে নতুন জনবল প্রয়োজন। সম্প্রতি শুল্ক-ভ্যাট বিভাগে ১৪০ জন সহকারী কমিশনার এবং ১০০ জন সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়েছে। এছাড়া ৮০০ জন সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা নিয়োগ প্রক্রিয়া চলছে।
- রাজস্ব প্রশাসনের সকল পর্যায়ে কর্মকর্তাগণের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য দেশে-বিদেশে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।
- অবশেষে প্রচলিত প্রি-শিপমেন্ট ইন্সপেকশন পদ্ধতি থেকে বেরিয়ে এসে শুল্কায়ন সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম শুল্ক বিভাগের মাধ্যমে পরিচালনা সম্ভব হবে।

আয়কর আইন

২৫৬। আমাদের দেশে ১৯৮৪ সালে আয়কর আইন সংশোধন করে একটি অর্ডিন্যান্স জারি হয়। ইতোমধ্যে আয়করের ক্ষেত্রে অনেক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে এবং ১৯৮৪ সালের অর্ডিন্যান্সটি নানাভাবে সংশোধিত হয়েছে। এবারের অর্থবিলেও তার কিছুটা সংশোধনের প্রস্তাব রেখেছি। আমাদের অঙ্গীকার অনুযায়ী প্রত্যক্ষ কর আইন এই পঞ্জিকা বছরেই সংশোধিত আকারে জাতীয় সংসদে পেশ করা হবে। এর একটি খসড়া বহুদিন ধরে ওয়েবসাইটে দেয়া আছে। বর্তমানে একটি উচ্চ পর্যায়ের কমিটি এই আইনটি খতিয়ে দেখছে।

মূল্য সংযোজন কর আইন

২৫৭। একইভাবে ১৯৯১ সালে মূল্য সংযোজন কর (মূসক) এর বিষয়ে আইন পাস হয়। এর আগে এদেশে মূল্য সংযোজন কর ছিল না; শুধু বিক্রয় কর এবং আবগারী শুল্ক আদায় করা হতো। এই আইনটি প্রণয়নকালেই বলা হয় যে, এইটি একটি নতুন

পথযাত্রা এবং একে ক্রমাগত যুগোপযোগী করা হবে। এই সরকার ক্ষমতায় এসে মূল্য সংযোজন কর আইন এবং সংশ্লিষ্ট SRO পর্যালোচনা করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, এ বিষয়ে যেসব আইন-কানুন এবং যেসব রীতিনীতি অনুসরণ করা হয় সেইটি নানা কাগজপত্রের একটি জঙ্গলে পরিণত হয়েছে। আমি এই মূল্য সংযোজন কর আইনের সংস্কারের কথা প্রতি বাজেট বক্তৃতায় উল্লেখ করেছি এবং গত দু'বছর এই আইনের ব্যাপক সংস্কার সাধন করেছি। এবারে ব্যাপক আলোচনার ভিত্তিতে একটি নতুন আইন আগামী কয়েক দিনের মধ্যেই জাতীয় সংসদে পেশ করা হবে। মূল্য সংযোজন কর আইনের বাস্তবায়ন প্রথমবারেও সম্পূর্ণ করতে কয়েক বছর লাগে। এবারে আমরা প্রস্তাবই করছি যে, আইনটির পুরোপুরি বাস্তবায়ন ২০১৫ সালে হবে। ইতোমধ্যে ২০১০ এবং ২০১১ সালে অর্থ আইনে কিছু সংশোধনী কার্যকর হয়েছে। এই বছরের অর্থবিলেও কিছু সংশোধনী পেশ করা হয়েছে। এই আইনের সংশোধনী সংসদের বিবেচনার জন্য পেশ করতে পেরে আমি ধন্য বোধ করছি। এজন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের কর্মকর্তা, কর প্রদানকারী স্টেকহোল্ডার এবং এই বিষয়ে আগ্রহী সুশীল সমাজকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

২৫৮। অধুনা বাজেট ঘোষণার পর পরই মূল্য সংযোজন কর (মূসক), সম্পূরক শুল্ক, আমদানি শুল্ক বা রপ্তানি শুল্কে যে পরিবর্তন প্রস্তাব করা হয় তা কার্যকরী হয়। এই রীতিটি খুব বেশিদিনের পুরনো নয়। আমরা এবারে পুরনো নীতি অনুসারে নতুন কর প্রস্তাবগুলো শুধুমাত্র জাতীয় সংসদে পাস হওয়ার পরে কার্যকর করছি। এখন থেকে এইসব কর প্রস্তাব, হ্রাস, বৃদ্ধি অথবা অব্যাহতি বা আরোপন নতুন বছরের প্রথম থেকে অর্থাৎ ১ জুলাই থেকে কার্যকরী হবে।

প্রত্যক্ষ কর

আয়কর

মাননীয় স্পীকার

২৫৯। ন্যায়ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে প্রত্যক্ষ করের ভূমিকা তাৎপর্যপূর্ণ। প্রত্যক্ষ করের মধ্যে আয়করই হচ্ছে আমাদের রাজস্বের প্রধান উৎস। বিশ্বায়ন এবং ক্রমবর্ধমান বাণিজ্য উদারীকরণের ফলশ্রুতিতে আন্তর্জাতিক

বাণিজ্য নির্ভর রাজস্বের পরিমাণ ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে। ফলশ্রুতিতে, অভ্যন্তরীণ উৎস হিসেবে আয়কর বাবদ রাজস্ব আহরণ বৃদ্ধির কোন বিকল্প নেই। অভ্যন্তরীণ সম্পদ আহরণে গতিশীলতা বৃদ্ধি, অনলাইনে টিআইএন আবেদন ও আয়কর রিটার্ন দাখিল ও ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে কর প্রদানসহ সামগ্রিক কর ব্যবস্থাপনার আধুনিকায়ন, প্রশাসনিক গতিশীলতা বৃদ্ধি, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ, কর মামলার বিচার ব্যবস্থার বহুমাত্রিক সংস্কার, কর ফাঁকি রোধ, কর ভিত্তি সম্প্রসারণ ও বিনিয়োগ উপযোগী কর বান্ধব পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে আয়কর সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাবসমূহ মহান সংসদে উপস্থাপন করছি।

ন্যুনতম প্রদেয় কর

২৬০। প্রথমে আমি, ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে ব্যক্তি এবং কর্পোরেট করের হারের পরিবর্তন না করে ২০১১-২০১২ অর্থ বছরের ন্যায় কর হার বহাল রাখার প্রস্তাব করছি। বিগত বছরে গৃহীত পরিবর্তনসমূহের প্রভাব পর্যবেক্ষণ করার যৌক্তিক সুযোগ দেয়া উচিৎ বলে আমরা মনে করি। এ বিবেচনায় ব্যক্তি করদাতাদের করমুক্ত আয়ের সীমা ১ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা বহাল রাখার প্রস্তাব করছি। প্রবৃদ্ধি ও মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির বিষয় বিবেচনা করে ব্যক্তিশ্রেণীর করদাতাদের ন্যূনতম প্রদেয় কর তিন বছর আগের ২ হাজার থেকে ৩ হাজার টাকায় বৃদ্ধির প্রস্তাব করছি। সারণি-১ এ বিষয়টি স্পষ্ট হবে।

সারণি-১: প্রস্তাব
ক) <u>ব্যক্তি শ্রেণীর করহারঃ</u> প্রথম ১৮০,০০০/- টাকা পর্যন্ত করমুক্ত; পরবর্তী ৩০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত ১০ শতাংশ; পরবর্তী ৪০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত ১৫ শতাংশ; পরবর্তী ৩০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত ২০ শতাংশ; অবশিষ্ট মোট আয়ের উপর ২৫ শতাংশ; ● মহিলা করদাতা বা ৬৫ বছর উর্দ্ধ করদাতার করমুক্ত সীমা ২০০,০০০/- টাকা; ● প্রতিবন্ধীদের করমুক্ত সীমা ২,৫০,০০০/- টাকা; এবং ● সর্বনিম্ন প্রদেয় কর ২,০০০/ টাকা হতে ৩,০০০/- টাকায় বৃদ্ধি করা;
(খ) <u>কোম্পানির করহারঃ</u>

মোবাইল কোম্পানিঃ পাবলিকলি ট্রেডেড ------------ ৩৫ শতাংশ পাবলিকলি ট্রেডেড নয় এমন ---- ৪৫ শতাংশ; **সিগারেট কোম্পানিঃ** পাবলিকলি ট্রেডেড ------------ ৩৫ শতাংশ; পাবলিকলি ট্রেডেড নয় এমন ---- ৪২.৫ শতাংশ; **ব্যাংক, বীমা ও অর্থলগ্নীকারী প্রতিষ্ঠান (মার্চেন্ট ব্যাংক ব্যতীত)** --- ৪২.৫শতাংশ; **মার্চেন্ট ব্যাংক** --------------------------- ৩৭.৫ শতাংশ; **প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি** ------------ ৩৭.৫০ শতাংশ; **স্টক এক্সচেঞ্জে নিবন্ধিত কোম্পানি** -------- ২৭.৫০ শতাংশ।

পুঁজিবাজারে প্রণোদনা অব্যাহত

২৬১। বর্তমান সরকার পুঁজি বাজারের স্থিতিশীলতা বজায় রাখাসহ এর সম্প্রসারণ ও উত্তরোত্তর শক্তিশালীকরণে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। পূর্ববর্তী বছরে পুঁজিবাজার বিকাশে প্রদত্ত প্রণোদনা বর্তমান বছরেও অব্যাহত রেখে পুঁজি বাজার সংশ্লিষ্ট আরও কিছু প্রণোদনা প্রদানের প্রস্তাব করছি। এ লক্ষ্যে মার্চেন্ট ব্যাংক সমূহের আয়করের হার কমিয়ে ৪২.৫ শতাংশের পরিবর্তে ৩৭.৫ করার প্রস্তাব করছি। পাশাপাশি, কোন কোম্পানি তার পরিশোধিত মূলধনের ন্যূনতম ২০ শতাংশ শেয়ার Initial Public Offering (IPO) এর মাধ্যমে পুঁজিবাজারে হস্তান্তর করলে সংশ্লিষ্ট বছরে প্রযোজ্য আয়করের উপর ১০ শতাংশ হারে কর রেয়াত পাবে । এছাড়া লভ্যাংশ আয় ৫ হাজার টাকা পর্যন্ত করমুক্ত থাকবে।

আর্থিক শৃঙ্খলা

২৬২। দেশের ব্যবসা বাণিজ্য ও আর্থিক খাতে শৃঙ্খলা আনয়ন ও লেনদেনে স্বচ্ছতা বৃদ্ধি বর্তমান সরকারের অন্যতম লক্ষ্য। এ উদ্দেশ্যে একই সাথে নগদ লেনদেন নিরুৎসাহিত করা এবং ব্যাংকিং চ্যানেলে লেনদেন উৎসাহিত করা জরুরী। এ লক্ষ্যে ব্যবসায়িক লেনদেন ব্যাংকিং চ্যানেলে সম্পাদনে উৎসাহিত করার জন্য আয়কর আইনে প্রয়োজনীয় বিধান সংযোজন করার প্রস্তাব করছি। এ বিধান কার্যকর হলে একদিকে নগদ টাকা পরিবহনে ঝুঁকি হ্রাস পাবে, অন্যদিকে আর্থিক খাতে শৃঙ্খলা ও স্বচ্ছতা বৃদ্ধি পাবে এবং পরবর্তীতে রাজস্ব আহরণেও এর সুফল পাওয়া যাবে। ২নং সারণিতে নতুন ব্যবস্থা তুলে ধরা হয়েছে।

সারণি-২

(১) কাঁচামাল ক্রয়ের ক্ষেত্র ব্যতীত যে কোন খাতে ৫০ হাজার টাকার অধিক অর্থ পরিশোধকালে ব্যাংকিং চ্যানেলে প্রদানের বিধান করা। ৫০ হাজার টাকার অধিক অর্থ এককালীন পরিশোধকালে ব্যাংকিং চ্যানেলে করা না হলে খরচ হিসেবে বিবেচিত হবে না।

(২) ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে যে কোন গ্রাহকের হিসাবে সুদ প্রদানকালে সুদ গ্রহীতার টিআইএন না থাকলে সুদের উপর ১০ শতাংশ এর পরিবর্তে ১৫ শতাংশ হারে উৎসে কর কর্তন করা।

(৩) কোম্পানি কর্তৃক কোন ব্যক্তি বা কোম্পানির নিকট থেকে ব্যাংকিং চ্যানেল ভিন্ন অন্য কোন মাধ্যমে ঋণ গ্রহণ করা হলে তা অনুমোদিত হবে না।

(৪) ব্যক্তি পর্যায়ের করদাতাগণ এক বা একাধিক উৎস থেকে নগদ সর্বোচ্চ ৫ লক্ষ টাকা ঋণ গ্রহণ করতে পারবে। ব্যক্তি করদাতা কর্তৃক ৫ লক্ষ টাকার অতিরিক্ত ঋণ বা দান ব্যাংকিং চ্যানেল ব্যতীত নগদ প্রাপ্ত হলে উক্ত ঋণ বা দান গ্রহীতার করযোগ্য আয় হিসেবে বিবেচিত হবে।

ট্রান্সফার প্রাইসিং ও কর ফাঁকি রোধ

২৬৩। বিশ্বায়ন ও তথ্য প্রযুক্তির ক্রমাগত উৎকর্ষতা একইসাথে সমস্যা ও সম্ভাবনার দুয়ার উন্মোচন করেছে। বিশ্বায়ন ও তথ্য প্রযুক্তির ক্রমাগত উৎকর্ষের ফলে একদিকে যেমন ব্যবসা বাণিজ্য অভূতপূর্ব প্রসার লাভ করছে অন্যদিকে কর ফাঁকি দেয়ারও নতুন নতুন সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। বাণিজ্য উদারীকরণ ও প্রযুক্তির উৎকর্ষতার সুযোগে ট্রান্সফার প্রাইসিং এর মাধ্যমে কর ফাঁকি দেয়ার সুযোগ রোধকল্পে আয়কর আইনে প্রয়োজনীয় সংশোধনের প্রস্তাব করছি। তবে, এ ব্যবস্থা ফলপ্রসূভাবে কার্যকর করতে হলে রাজস্ব প্রশাসনের কারিগরি সক্ষমতা বৃদ্ধি ও প্রশিক্ষিত জনবল প্রয়োজন। এ উদ্দেশ্যে রাজস্ব কর্মকর্তাদের ট্রান্সফার প্রাইসিং বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান ও রাজস্ব প্রশাসনের নিজস্ব তথ্য ভান্ডার সমৃদ্ধ করার জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

মাননীয় স্পীকার

২৬৪। শিল্পের কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহৃত উচ্চ ফলনশীল কৃষিজাত পণ্য উৎপাদনে প্রণোদনা প্রদান আবশ্যক। এতে কৃষিপণ্য উৎপাদনের বহুমুখীকরণও সাধিত হয়। এ লক্ষ্যে ভুট্টা ও সুগারবিট উৎপাদন থেকে উদ্ভূত আয়কে ৫০ শতাংশ কর অব্যাহতি সুবিধা দেয়ার প্রস্তাব করছি। পাশাপাশি, ধান/চালের কুড়া থেকে কোলেস্টেরলমুক্ত রাইস ব্রান অয়েল উৎপাদনকে প্রণোদনা প্রদানের জন্য রাইস ব্রান ওয়েল উৎপাদানকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানকে এলাকাভেদে ৫ ও ৭ বছরের জন্য কর অবকাশ সুবিধা প্রদানের প্রস্তাব করছি।

কৃষিপণ্য উৎপাদন বহুমুখীকরণ ও শিল্পের কাঁচামাল উৎপাদনে প্রণোদনা

২৬৫। বিদ্যমান ব্যবস্থায় দেশের সরকারি ইপিজেডে শিল্পায়নের ক্ষেত্রে কর অবকাশ সুবিধা প্রদানের সুযোগ রয়েছে। দেশের সুষম উন্নয়ন ও শিল্পায়ন নিশ্চিত করার জন্য সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি বেসরকারি উদ্যোগকে উৎসাহিত করা বর্তমান সরকারের অন্যতম লক্ষ্য। এ লক্ষ্য বাস্তবায়নে দেশের সরকারি ইপিজেড এর পাশাপাশি বেসরকারী ইপিজেড এলাকায় শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনের ক্ষেত্রে একই রূপ কর অবকাশ সুবিধা প্রদানের প্রস্তাব করছি।

কর অবকাশ সুবিধা ও ইপিজেড

২৬৬। দেশীয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রক্ষা ও এর বিকাশে সিনেমা হল এবং সিনেপ্লেক্স নির্মাণের ক্ষেত্রে এলাকাভেদে ৫ এবং ৭ বছরের জন্য কর অবকাশ সুবিধা প্রদানের প্রস্তাব করছি। তাদের অন্যান্য কর সুবিধা দেয়ারও প্রস্তাব করছি।

২৬৭। শিক্ষানুরাগী মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দেশে শিক্ষা বিস্তার ও বিশেষ করে দরিদ্র ছাত্রদের শিক্ষা লাভে সহায়তা করার মহতী উদ্যোগ সম্বন্ধে আমি আগেই বলেছি। এ লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট ফান্ড আইন, ২০১১ এর আওতায় গঠিত তহবিলে প্রদত্ত নির্দিষ্ট পরিমাণ অনুদান করমুক্ত রাখার প্রস্তাব করছি। প্রস্তাবটি নিম্নোক্তঃ

প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট ফান্ড

> প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট ফান্ড আইন, ২০১১ এর আওতায় গঠিত তহবিলে প্রদত্ত নির্ধারিত সীমার অনুদান করদাতার খরচ হিসেবে বিবেচনা করা। প্রদত্ত অনুদান করদাতার খরচ হিসেবে বিবেচিত হবে এবং এ

আয়ের উপর আয়কর প্রদেয় হবে না। কোম্পানি শ্রেণীর করদাতাগণ সর্বোচ্চ ৮ কোটি টাকা বা মোট আয়ের ২০ শতাংশ (দুইয়ের মধ্যে যেটি কম) অনুদান প্রদান করতে পারবে। ব্যক্তিশ্রেণীর করদাতাগণ সর্বোচ্চ ১ কোটি টাকা বা মোট আয়ের ২০ শতাংশ (দুইয়ের মধ্যে যেটি কম) অনুদান প্রদান করতে পারবে।

২৬৮। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ঘাটতি কমিয়ে আনতে এবং দেশজ উৎপাদনকে বৃদ্ধি করতে রপ্তানি বাণিজ্যকে উৎসাহিতকরণ জরুরি। এ লক্ষ্যে রপ্তানি খাতকে বহুমুখীকরণ ও রপ্তানি বাণিজ্যকে প্রণোদনা প্রদানের ব্যবস্থা অব্যাহত রাখার প্রস্তাব আমি করছি। রপ্তানি বাণিজ্য থেকে কিন্তু কর আদায় করাও দেশের স্বার্থে দরকার।

উৎসে কর কর্তন/সংগ্রহের খাত সম্প্রসারণ এবং রপ্তানি খাতসহ অন্যান্য খাতে উৎসে আয়কর সংগ্রহের হার যৌক্তিকীকরণ

পাশাপাশি সকল রপ্তানি বাণিজ্যকে সমভাবে করারোপ করার মাধ্যমে রপ্তানি বাণিজ্য বিকাশে লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড তৈরি করা আবশ্যক। এ লক্ষ্যে সকল ধরনের রপ্তানির ক্ষেত্রে সমহারে অর্থাৎ ১.২ শতাংশ হারে উৎসে কর কর্তনের বিধান করার প্রস্তাব করছি। পাশাপাশি অন্যান্য খাতে উৎসে কর কর্তনের হার সময়োপযোগী ও যৌক্তিকীকরণের প্রস্তাব করছি। সারণি-৩ এ বিষয়টি স্পষ্টীকরণ করা হয়েছে।

সারণি-৩

(১) সকল ধরনের রপ্তানির ক্ষেত্রে উৎসে কর্তিত এ করের হার ০.৬০ এবং ০.৭০ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি করে ১.২০ শতাংশ নির্ধারণ করা।

(২) ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রাইভেট কার, জীপ, মাইক্রোবাসের রেজিস্ট্রেশন/ফিটনেস নবায়নকালে প্রদেয় উৎসে আয়করের হার বৃদ্ধি করা। পাবলিক পরিবহন (বাস, ট্রাক, প্রাইমমুভার ইত্যাদি) এর অনুমিত আয়করের হার যৌক্তিকীকরণ।

(৩) আন্তর্জাতিক টেলিফোন কলের ক্ষেত্রে ইন্টারন্যাশনাল গেটওয়ে (আই.জি.ডব্লিউ) সার্ভিস এর প্রাপ্ত সমুদয় অর্থের উপর ১ শতাংশ হারে এবং অন্যান্যদের ক্ষেত্রে আই.জি.ডব্লিউ কর্তৃক প্রদত্ত অর্থের উপর ৫ শতাংশ হারে উৎসে আয়কর কর্তন করতে হবে।

(৪)	ল্যান্ড ডেভেলোপার কোম্পানি কর্তৃক যে কোন জমি বিক্রয়ের ক্ষেত্রে উৎসে কর কর্তনের হার এলাকাভেদে ৫ শতাংশ ও ৩ শতাংশ নির্ধারণ করা।
(৫)	পোস্ট-পেইড মোবাইল গ্রাহকের ক্ষেত্রে মোট বিলের উপর এবং প্রি-পেইড গ্রাহকের ক্ষেত্রে প্রি-পেইড কার্ড বিক্রি বা রিচার্জের সময় ২ শতাংশ হারে উৎসে কর কর্তন করতে হবে।

অডিট ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ

২৬৯। কর ব্যবস্থা আধুনিকায়নের লক্ষ্যে বর্তমান সরকারের গৃহীত উদ্যোগের মধ্যে সার্বজনীন স্ব-নির্ধারণী পদ্ধতিতে আয়কর রিটার্ন দাখিলের সুযোগ অন্যতম। এ পদ্ধতিতে একজন করদাতা নিজেই তার আয় নিরুপণপূর্বক রিটার্ন দাখিল করতে পারেন যা চূড়ান্তভাবে নিষ্পত্তি বলে গণ্য হয়। তবে অসাধু করদাতারা যেন এ সুযোগের অপব্যবহার করতে না পারে সে লক্ষ্যে অডিট ব্যবস্থা শক্তিশালী করণের উদ্যোগ গৃহীত হয়েছে এবং এ উদ্দেশ্যে Risk Based Revenue Audit Manual তৈরীর কাজ চলছে। এ উদ্যোগের ফলে কর আদায় কার্যক্রমে চেক এন্ড ব্যালেন্স তৈরী হবে, দায়িত্বশীল করদাতাগণ উৎসাহিত হবে এবং কর আদায়ে গতিশীলতা বৃদ্ধি পাবে।

মাননীয় স্পীকার

রিফান্ড ব্যবস্থা জোরদারকরণ

২৭০। কোন করদাতা তার করদায়ের অতিরিক্ত কর প্রদান করলে তা ফেরত পাবার উদাহরণ নেই বললেই চলে। এ অবস্থার নিরসনকল্পে বর্তমান সরকার উদ্যোগ গ্রহণ করছে। কোন করদাতা কর দায়ের অতিরিক্ত কর প্রদান করলে ঘরে বসে যেন অতিরিক্ত প্রদত্ত কর ফেরত পান সে লক্ষ্যে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। করদাতাগণ অচিরেই এর সুফল পাবেন বলে আশা করি।

২৭১। যুগোপযোগী ও সেবাধর্মী কর প্রশাসন নির্মাণে বর্তমান সরকার কর প্রশাসনের সম্প্রসারণ ও এর আধুনিকায়নসহ ইতোমধ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। প্রযুক্তির উন্নয়নের সাথে তাল মিলিয়ে ইলেকট্রনিক মাধ্যমে কর প্রদানের ব্যবস্থা সম্প্রতি গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে দুটি কর অঞ্চলে অনলাইনে আয়কর রিটার্ন দাখিলের ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে এবং আগামী বছর নাগাদ দেশের

আয়কর প্রশাসন পুনর্বিন্যাস ও আধুনিকায়ন

অধিকাংশ কর অঞ্চলে অনলাইনে আয়কর রিটার্ন দাখিলের ব্যবস্থা চালু করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। বর্তমান সরকারের গৃহীত অন্যান্য উদ্যোগের মধ্যে কর ব্যবস্থাপনায় অধিক গতিশীলতা আনয়নে Management Information System for Taxation (MIST) এবং Central Processing Unit চালু করা হয়েছে যা আগামী বছর নাগাদ কেন্দ্রীয় ওয়েব পোর্টাল এর সাথে সংযোগ দেয়া হবে। ফলশ্রুতিতে করদাতাগণ অন্যান্য সুবিধার পাশাপাশি অনলাইনে টিআইএন এর আবেদন দাখিল করতে পারবেন। এছাড়া করদাতাদের সুবিধার্থে কর প্রশাসনকে উপজেলা পর্যায় পর্যন্ত বিকেন্দ্রীকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ কথা অনস্বীকার্য যে, যে কোন মহতী উদ্যোগ বাস্তবায়নে সৎ, দক্ষ ও উদ্যমী জনবল প্রয়োজন এবং পাশাপাশি প্রয়োজন সঠিক প্রণোদনা প্রদান। এই বিষয়েও যথাযথ উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে।

পরোক্ষ কর

মূল্য সংযোজন কর (মূসক)

মাননীয় স্পীকার

২৭২। পরোক্ষ কর হিসেবে আমরা চারটি কর আদায় করে থাকি। যথা- মূল্য সংযোজন কর (মূসক), সম্পূরক শুল্ক, আমদানি শুল্ক ও রপ্তানি শুল্ক। আমদানি ও রপ্তানি শুল্ক একান্তই বৈদেশিক বাণিজ্য পণ্যের উপর ধার্য করা হয়। সম্পূরক শুল্ক আমদানি ও দেশী উৎপাদন দুই ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। আমদানি সূত্রে এক সময় সবচেয়ে বেশি রাজস্ব আয় হতো, বর্তমানে তা এক-তৃতীয়াংশে নেমে এসেছে।

২৭৩। বর্তমানে সরকারি রাজস্বের মধ্যে এককভাবে সবচেয়ে বেশি রাজস্ব আসে স্থানীয় মূল্য সংযোজন কর খাত হতে। বিগত প্রায় সাড়ে তিন বছরে আমাদের সরকারের গৃহীত নানামুখী সংস্কার, সম্মানিত করদাতা ও ভোক্তাদের কর প্রদানে ইতিবাচক মনোভাব এবং রাজস্ব বিভাগের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের আন্তরিকতার ফলশ্রুতিতে এ খাতে রাজস্ব আদায়ে আশানুরূপ প্রবৃদ্ধি হচ্ছে। বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান অর্থনীতির নিরিখে এই উৎসে রাজস্ব আয়ের আরো ব্যাপক বৃদ্ধির সম্ভাবনা আছে। অভ্যন্তরীণ রাজস্ব সম্পদ আহরণে স্থানীয় মূল্য সংযোজন করের এ সম্ভাবনা, জাতীয় অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি, ব্যবসায়ী ও ভোক্তাস্বার্থ

করদাতাদের স্বার্থ সংরক্ষণ

ইত্যাদি বিষয়কে বিবেচনায় রেখে আমাদের প্রস্তাব প্রণীত হয়েছে। বর্তমানে কার্যকর 'মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১'-কে যুগোপযোগী এবং করদাতা ও ভোক্তাদের পরিপালন বান্ধব (compliance friendly) করার লক্ষ্যে বর্তমান সরকার প্রথম থেকেই ব্যবসায়ী সমাজসহ সংশ্লিষ্ট সকলের সাথে ব্যাপক আলোচনা করে বিগত তিন বছরে এর অনেক সংস্কার করেছে। এরই ধারাবাহিকতায় এ বছরও একইভাবে উক্ত 'মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১'-এর আওতায় ক্ষুদ্র করদাতাদের স্বার্থরক্ষাসহ বিদ্যমান করের পরিধি, হার, ভিত্তি, আইন বিধি ও পদ্ধতি ইত্যাদি বিষয়ে নিম্নোক্ত প্রস্তাবাবালী আপনার মাধ্যমে এ মহান সংসদে উত্থাপন করছিঃ

২৭৪। আমাদের জাতীয় অর্থনীতিতে SME খাতের অবদান ও ব্যাপক সম্ভাবনা বিবেচনায় এ খাতের ক্ষুদ্র উৎপাদক ও ব্যবসায়ীদের যথাযথ স্বার্থ সংরক্ষণসহ ও প্রয়োজনীয় সহায়তার মাধ্যমে উত্তরোত্তর বিকাশে বর্তমান সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

টার্নওভার কর সুবিধার প্রসার

সে প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সরকার গত বাজেটে এ খাতের নির্ধারিত বার্ষিক ৬০ (ষাট) লক্ষ টাকা পর্যন্ত টার্নওভারের উপর শতকরা ৪ ভাগ হারে প্রযোজ্য টার্নওভার কর হ্রাস করে শতকরা ৩ ভাগে ধার্য করেছে। এ খাতকে আরো বেশি করে সহায়তা দেয়ার লক্ষ্যে নিম্নোক্ত প্রস্তাব করছিঃ

(i) বার্ষিক ৭ (সাত) লক্ষ টাকা পর্যন্ত টার্নওভারের ক্ষেত্রে - টার্নওভার কর সম্পূর্ণ মওকুফ করা হবে।

(ii) বার্ষিক ৭ (সাত) লক্ষ টাকার অধিক হতে ২৪ (চবিবশ) লক্ষ টাকা পর্যন্ত টার্নওভারের ক্ষেত্রে - শতকরা ২ ভাগ হারে টার্নওভার কর ধার্য করা হবে।

(iii) বার্ষিক ২৪ (চবিবশ) লক্ষ টাকার অধিক হতে ৬০ (ষাট) লক্ষ টাকা পর্যন্ত টার্নওভারের ক্ষেত্রে বর্তমানে শতকরা ৩ ভাগ হারে প্রযোজ্য টার্নওভার কর বহাল থাকবে।

২৭৫। বর্তমানে কতিপয় উৎপাদন খাত যেমন, লজেন্স, বিস্কুট, চানাচুর, জুতা ও সেন্ডেল, নারিকেল তেল, লন্ড্রী সাবান, ফলের জ্যাম ও জেলী, পিভিসি পাইপ ও বিউটি পার্লার-এর উৎপাদককে বা সেবা প্রদানকারীকে টার্নওভার নির্বিশেষে মূল্য

সংযোজন কর দিতে হয়। কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে এসব খাতের ক্ষুদ্র ও মাঝারী প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে বার্ষিক ৬০ (ষাট) লক্ষ টাকা পর্যন্ত টার্নওভার বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোকে টিকে থাকতে সহায়তা করার উদ্দেশ্যে এসব ছোট প্রতিষ্ঠানকে বিদ্যমান ১৫ শতাংশ হারে মুল্য সংযোজন করের পরিবর্তে উপরোক্ত কাঠামোর আওতায় হ্রাসকৃত হারে টার্নওভার কর পরিশোধের সুবিধা প্রদানের প্রস্তাব করছি।

২৭৬। আমদানি, উৎপাদন, সেবা প্রদান বা পাইকারী ও খুচরা ব্যবসার সকল পর্যায় বা স্তরে একই নিয়ম ও হারে কর প্রবর্তন করা হলে মূল্য সংযোজন কর ব্যবস্থায় সুফল বেশী পাওয়া যায়। কিন্তু মূল্য সংযোজনের হিসাব যথোপযুক্তভাবে না রাখাসহ বিভিন্ন কারণে বিগত সময়ে পাইকারী ও খুচরা ব্যবসার ক্ষেত্রে এর

ব্যবসায়ী মূসক

সহজাত বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে উক্ত কর আরোপ ও আদায় করা যায় নি। শুরু থেকে অদ্যাবধি এ খাতের বিভিন্ন উপখাতে বিভিন্ন হারে কর ধার্য করা হয়েছে। ফলে বর্তমানে বাণিজ্যিক আমদানিকারকের ক্ষেত্রে আমদানি পর্যায়ে অগ্রিম ৩ শতাংশ, খুচরা ও পাইকারী ব্যবসায়ীর স্থানীয় বিক্রির ক্ষেত্রে ২ শতাংশ, যোগানদার ব্যবসায়ীর ক্ষেত্রে ৪ শতাংশ, প্রকৃত মূল্য সংযোজনের ভিত্তিতে কর পরিশোধকারীর ক্ষেত্রে ১৫ শতাংশ, এমএস রড বারের ক্ষেত্রে টন প্রতি ১০০ টাকা এবং ছোট দোকানদারদের ক্ষেত্রে এলাকাভিত্তিক বার্ষিক ১৮০০ টাকা হতে ৬০০০ টাকা হারে মুল্য সংযোজন কর ধার্য করা আছে। এ বহুবিধ ব্যবস্থা ক্ষুদ্র উৎপাদক, ব্যবসায়ী, করদাতা ও ভোক্তাদের মধ্যে বৈষম্য, ব্যাপক কর ফাঁকির পরিবেশ ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে পদ্ধতিগত জটিলতা এবং দুর্বোধ্যতা সৃষ্টি করেছে। ব্যবসা বাণিজ্য ও রাজস্বের স্বার্থে এ বহুবিধ ব্যবস্থার পরিবর্তন দরকার। এ বিবেচনায় বিদ্যমান বিভিন্ন হার বাতিল করে ও বাণিজ্যিক আমদানির ক্ষেত্রে আমদানি পর্যায়ে প্রযোজ্য অগ্রিম মূসক আদায় পদ্ধতি বহাল রেখে পাইকারী ও খুচরা ব্যবসার সকল পর্যায়ে একই হার তথা ৪ শতাংশ হারে মূল্য সংযোজন কর আরোপ ও আদায়ের প্রস্তাব করছি। তবে যে সব ব্যবসায়ী প্রকৃত মূল্য সংযোজনের ভিত্তিতে কর দিতে চাইবেন - তাদের জন্য উপকরণ কর রেয়াত/সমন্বয়ের সুযোগসহ সহজশর্তে ১৫ শতাংশ হার প্রযোজ্য হবে।

২৭৭। রেফ্রিজারেটর এবং মোটর সাইকেলের আমদানি ও স্থানীয় উৎপাদন পর্যায়ে বিদ্যমান শুল্ক ও করের ব্যাপক বৈষম্যের কারণে সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ী, ভোক্তা ও রাজস্বের ন্যায়সঙ্গত স্বার্থে সৃষ্ট সংকট কিছুটা যৌক্তিকীকরণের প্রস্তাব করছি।

এসব পণ্যের উপকরণের উপর আমদানি পর্যায়ে প্রদত্ত সুবিধা বহাল থাকবে। তবে দেশের বৃহত্তর চাহিদা এখনও আমদানির মাধ্যমে সাধিত হচ্ছে বলে আমদানি পণ্যের দাম যুক্তিসঙ্গত করার উদ্দেশ্যে সদ্য আরোপিত অতিরিক্ত ২০ শতাংশ রেগুলেটরি ডিউটি প্রত্যাহার করা হচ্ছে।

২৭৮। আমি আগেই বলেছি যে, চলচ্চিত্র প্রদর্শনকে উৎসাহিত করার জন্য আমরা প্রণোদনা ঘোষণা করেছি। সেই প্রণোদনার অংশ হিসেবে মূল্য সংযোজন কর (মূসক) আদায়ের হারও নমনীয় করা হচ্ছে। এ শিল্পটিকে বাঁচিয়ে রাখার লক্ষ্যে বিদ্যমান ৩৫ শতাংশ সম্পূরক শুল্ক সম্পূর্ণ প্রত্যাহারের প্রস্তাব করছি। তবে, ১৫ শতাংশ হারে প্রযোজ্য মূল্য সংযোজন কর অব্যাহত থাকবে।

২৭৯। তামাকজাত পণ্যের স্বাস্থ্যঝুঁকি বিবেচনা করে আমরা প্রতিবছরই এর ব্যবহার কমাতে সচেষ্ট। আমরা তামাক চাষে কোন কৃষিঋণ দিই না, তামাক পাতা রপ্তানিতে ১০ শতাংশ শুল্ক আদায় করি। একই বিবেচনায় এই বছরেও সিগারেটের বিদ্যমান মূল্য স্ল্যাব ১০ শতাংশ বৃদ্ধি এবং বিভিন্ন স্ল্যাবে বিদ্যমান সম্পূরক শুল্কহার যথাক্রমে ৩৬, ৫৫, ৫৮ ও ৬০ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি করে ৩৯, ৫৬, ৫৯ ও ৬১ শতাংশ ধার্য করার প্রস্তাব করছি।

২৮০। আমাদের সিরামিক শিল্প একটি উন্নত খাত এবং তারা দেশীয় চাহিদা মোটামুটিভাবে পূরণ করে রপ্তানি বাজারেও শক্তিশালী অবস্থান তৈরী করেছে। দেশীয় শিল্পকে সুরক্ষা দেয়ার স্বার্থে সিরামিক শিল্প খাতের স্থানীয় উৎপাদিত বাথটাব, বেসিন, কমোড প্রভৃতি পণ্যের উপর বিদ্যমান ১৫ শতাংশ সম্পূরক শুল্ক সম্পূর্ণ প্রত্যাহারের প্রস্তাব করছি।

মাননীয় স্পীকার

২৮১। করভিত্তি যৌক্তিকীকরণের উদ্দেশ্যে (ক) কতিপয় পণ্য যেমন, ইট, বিস্কুট, কেক, ফলের জুস প্রভৃতি পণ্যের বিদ্যমান ট্যারিফ মূল্য বাজারদরের সাথে সঙ্গতি রেখে কিছুটা বৃদ্ধি করার, (খ) টিস্যু পেপার, দেশীয় উৎপাদিত চশমার ফ্রেম, নিউজপ্রিন্টের বাণিজ্যিক সরবরাহ প্রভৃতি ক্ষেত্রে নতুন করে ট্যারিফ মূল্য ধার্য করার, (গ) দরিদ্র জনগোষ্ঠির স্বার্থে সিআর কয়েল, জিপি শীট, সিআই শীট প্রভৃতি পণ্যের বিদ্যমান ট্যারিফ মূল্য হ্রাস করার এবং (ঘ) কনসালটেন্সী ফার্ম, সুপারভাইজরী ফার্ম, অডিট এ্যাকাউন্টিং ফার্ম, সিকিউরিটি সার্ভিস, কোচিং সেন্টার, আইন পরামর্শক, যানবাহন ভাড়া প্রদানকারী, অনুষ্ঠান আয়োজক, মানবসম্পদ সরবরাহকারী প্রভৃতি সেবা খাতে বিদ্যমান সংকুচিত ভিত্তি মূল্য ও তার ভিত্তিতে কর প্রদানের পদ্ধতি প্রত্যাহারের প্রস্তাব করছি।

ট্যারিফ মূল্য ও সংকুচিত ভিত্তিমূল্য

২৮২। মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১-কে আরো স্পষ্ট সহজবোধ্য, পরিপালনযোগ্য, ফাঁকিরোধে কার্যকর, অপরাধের গুরুত্ব অনুযায়ী অর্থদণ্ড আরোপ ও শাস্তির বিধানকরণ, অর্থদণ্ডের মাত্রা হ্রাস, শাস্তি প্রয়োগের ক্ষেত্রে কর্মকর্তাদের স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা হ্রাস, আপীলের বিধান যৌক্তিকীকরণ ইত্যাদি উদ্দেশ্যে আইনের কতিপয় ধারা যেমন, ধারা ৩৭ ও ৫৫-তে প্রয়োজনীয় সংশোধনীর প্রস্তাব করছি। তাছাড়া, মূল্য সংযোজন কর সম্পর্কিত মামলা ও আপত্তি দ্রুত নিষ্পত্তির পদক্ষেপ হিসেবে ইতোমধ্যে বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির কার্যক্রম শুরু হয়েছে। উক্ত ব্যবস্থাকে আরো কার্যকর করার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধিমালায় প্রয়োজনীয় সংশোধনীর প্রস্তাব করছি। অধিকন্তু, মূল্য সংযোজন কর ব্যবস্থাকে অধিকতর কার্যকর করার লক্ষ্যে (ক) পাইকারি ও খুচরা ব্যবসায়ীদের জন্য অনুসরণীয় বিধিমালা, (খ) কেন্দ্রীয়ভাবে নিবন্ধন গ্রহণের বিধিমালা, (গ) মূল্য সংযোজন কর কর্মকর্তাদের কর্মকাণ্ডে জবাবদিহিতা ও যথাযথ কর্মতৎপরতা (performance) নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে প্রণীত পুরস্কার বিধিমালা, (ঘ) আমদানিকৃত সেবায় প্রদত্ত কর রেয়াত গ্রহণের ব্যবস্থার প্রবর্তন সংক্রান্ত বিধি, (ঙ) রপ্তানিখাতসহ কতিপয় পণ্য ও সেবাখাতের দাখিলপত্র পেশ করার সময়সীমা প্রতি মাসের পরিবর্তে ৩ মাস নির্ধারণ ও (চ)

আইনের সংশোধন

কতিপয় সেবাখাতের মূল্য ঘোষণা প্রদান বাধ্যতামূলককরণ ইত্যাদি সংক্রান্ত কতিপয় বিধিমালা ও আদেশও সদয় বিবেচনার জন্য পেশ করছি।

২৮৩। কৃষি, শিল্প, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, রপ্তানি খাতের যথাযথ স্বার্থ সংরক্ষণের লক্ষ্যে নিম্নোক্ত কতিপয় পণ্য ও সেবার বিভিন্ন স্তরে মূল্য সংযোজন কর মওকুফ বা হ্রাসের প্রস্তাব করছিঃ

সারণি-৪		
(ক) আমদানি পর্যায়েঃ	নিউজপ্রিন্ট কাগজের কাঁচামাল ওয়েস্ট পেপার। Sterile Surgical Catgut & Suture.	অব্যাহতি
	অপরিশোধিত ও পরিশোধিত সয়াবিন ও পাম তেল, পাম অলিন	রেয়াত (১৫ শতাংশের পরিবর্তে কতিপয় শর্তে বিদ্যমান ১০ শতাংশ রেয়াতি হার ৩০শে জুন, ২০১৩ পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে)
	খেজুর ব্যতীত অন্যান্য ফল ও ফুল	১৫ শতাংশ আরোপণ
(খ) উৎপাদন পর্যায়েঃ	কৃষিকার্যে ব্যবহার্য জৈব সার গুটি ইউরিয়া প্রয়োগ যন্ত্র ধান-গম মাড়াই যন্ত্র চালের কুড়ার তেল ১০০ টাকা মূল্যমানের প্লাস্টিক ও রাবারের তৈরী পাদুকা ও হাওয়াই চপ্পল	অব্যাহতি
	সকল প্রকার ফল ও ফুল	অব্যাহতি
(গ) সেবার ক্ষেত্রেঃ	রপ্তানিমুখী, প্রচ্ছন্ন রপ্তানিমুখীসহ শিল্প কারখানার ‘স্থান ও স্থাপনা ভাড়া গ্রহণকারী’ বেসরকারি মেডিকেল কলেজ ও ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ	অব্যাহতি

আমদানি শুল্ক ও সম্পূরক শুল্ক

মাননীয় স্পীকার

২৮৪। আমদানি পর্যায়ে শুল্কহার ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাওয়ার ফলে দেশীয় শিল্পকে সহায়তা প্রদান এবং রাজস্ব আহরণে প্রবৃদ্ধি হাসিলের জন্য ২০১০-১১ অর্থবছরে সর্বোচ্চ হার (২৫ শতাংশ)-এ যেসব পণ্য আমদানি করা হয় তাদের উপর ৫ শতাংশ হারে রেগুলেটরি ডিউটি আরোপ করা হয়েছিল। এবারেও তা বহাল থাকবে। কিন্তু গতবার কোন কোন ক্ষেত্রে সেই হার বৃদ্ধি করা হয়েছিল তা আর ভবিষ্যতে থাকছে না। তবে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে সম্পূরক শুল্কের সাহায্যে অপ্রয়োজনীয় ও বিলাসদ্রব্যের আমদানি নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা প্রস্তাবিত হয়েছে (পরিশিষ্ট-খ)।

দেশীয় শিল্পকে সহায়তা

২৮৫। দ্রব্যমূল্য জনসাধারণের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে রাখার লক্ষ্যে অনেক খাদ্যদ্রব্য, সার, বীজ, তুলা এবং ঔষধের উপর বিদ্যমান 'শূন্য' শতাংশ শুল্কহার অব্যাহত থাকছে।

২৮৬। আমদানি ও আমদানি পর্যায়ে সম্পূরক শুল্ক থেকে এখনো উল্লেখযোগ্য রাজস্ব আদায় হয়, বর্তমানে আমদানি শুল্কের কাঠামো হলো চার স্তরবিশিষ্ট, যথা, ০%, ৫%, ১২% ও ২৫%। সম্পূরক শুল্কের স্তর বর্তমানে আটটি, যথা, ২০%, ৩০%, ৪৫%, ৬০%, ১০০%, ২৫০%, ৩৫০% ও ৫০০%। এক্ষেত্রে আর একটি স্তর ১৫০% আরোপের প্রস্তাব করছি।

শুল্ক স্তর

২৮৭। আমদানি শুল্ক এবং আমদানি পর্যায়ে সম্পূরক শুল্কে কয়েকটি নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে কিছু পরিবর্তন করা হয়েছে। যেমন- কোথাও রেয়াতি দেয়া হয়েছে, কোথাও শুল্ক হ্রাস করা হয়েছে এবং কোথাও শুল্ক বৃদ্ধি করা হয়েছে। এইসব পদক্ষেপের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে দেশীয় শিল্পকে সুরক্ষা প্রদান এবং যেখানে আমদানি অপরিহার্য সেখানে আমদানি পণ্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণে রাখা। নিম্নোক্ত ছকে বিভিন্ন অব্যাহতি অথবা হারের পরিবর্তন তুলে ধরা হলো:

শুল্ক হার যৌক্তিকীকরণ

<u>আগামী ২০১২-২০১৩ অর্থবছরের বাজেটে উপরোল্লিখিত খাতগুলোতে গৃহীত শুল্ক বিষয়ক কতিপয় প্রস্তাব</u>

সারণি-৫

ক্রম	পণ্যের বর্ণনা	চলতি ২০১১-২০১২ অর্থবছর				আগামী ২০১২-২০১৩ অর্থবছর			
		আমদানি শুল্ক (%)	সম্পূরক শুল্ক (%)	মূসক (%)	AIT ও ATV সহ মোট করভার (%)	আমদানি শুল্ক (%)	সম্পূরক শুল্ক (%)	মূসক (%)	AIT ও ATV সহ মোট করভার (%)
০১	**ভোজ্যতেলঃ** ক্রুড সানফ্লাওয়ার তেল	১২	০	১৫	৩৮	৫	০	১০	১৬
০২	**মা ও শিশুর জন্য নিউট্রিশনাল সাপ্লিমেন্ট**	২৫	২০	১৫	৯০	২৫	০	১৫	৫৯
০৩	**ঔষধ শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় মেশিনারীঃ** Air Handling Unit (AHU), Heating, Ventilation and Air Conditioning (HVAC)	২৫	৬০	১৫	১৫২	৩	০	০	৩
	Streptokinase	১২	০	১৫	৩৮	০	০	০	০
	Insulin pen	৫	০	১৫	২৯	০	০	০	০
০৪	**ঔষধ শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় ৪৬টি উপকরণ**	১২ থেকে ২৫	০	১৫	৩৮ থেকে ৫৯	৫	০	১৫	২৯
০৫	**তথ্য প্রযুক্তিঃ** Multimedia Projector	২৫	০	১৫	৫৯	৫	০	১৫	২৯
	Flash drive, flash card, SD card	২৫	০	১৫	৫৯	৩	০	০	৩
	Server rack	২৫	৩০	১৫	১০৫	২৫	০	১৫	৫৯
০৬	**গণ-পরিবহনঃ** Safety glass	২৫	০	১৫	৫৯	১২	০	১৫	৩৮
	Brake shoe/brake pad	২৫	০	১৫	৫৯	১২	০	১৫	৩৮
০৭	**সিরামিক শিল্পঃ** Flint/grinding pebbles	২৫	২০	১৫	৯০	২৫	০	১৫	৫৯
	Silex/lining/abrasive/polishing disc,	২৫	৬০	১৫	১৫২	২৫	০	১৫	৫৯
	Alumina ball	১২	০	১৫	৩৮	৩	০	০	৩
	সিরামিক ও কাঁচ শিল্পের সংরক্ষণে টাইলস্, তৈজসপত্র জাতীয় পণ্যের সম্পূরক শুল্কের হার বৃদ্ধি করা হয়েছে	২৫	৪৫	১৫	১২৮	২৫	৬০	১৫	১৫২
০৮	**জাহাজ শিল্পঃ** Transmission shaft, Propeller, Anchor,	১২	০	১৫	৩৮	৫	০	০	৫
	উচ্চ ক্ষমতার ওয়েল্ডিং রড	২৫	০	১৫	৫৯	৫	০	০	৫
০৯	এয়ারকন্ডিশনার	২৫	৬০	১৫	১৫২	২৫	১০০	১৫	২১৩

২৮৮। গণ-পরিবহন, তথ্যপ্রযুক্তি, ঔষধ, সিরামিক ও জাহাজ শিল্পের প্রয়োজনীয় বেশ কিছু উপকরণের উপর শুল্ক-করাদি উল্লেখযোগ্য পরিমাণে হ্রাস করা হয়েছে। ভোজ্যতেল হিসেবে সানফ্লাওয়ার তেলের আমদানি শুল্ক ও মূসক হ্রাস করা হয়েছে। এছাড়া অনাগত শিশু ও মায়ের পুষ্টির কথা বিবেচনায় রেখে Nutritional Supplement for Pregnant Woman & Breast Feeding Mothers এর সম্পূরক শুল্ক প্রত্যাহার করা হয়েছে।

২৮৯। উল্লেখ্য যে, পোলট্রি ও গবাদি পশু খাতের উন্নয়নের জন্য সরকার বিভিন্ন সময়ে বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এরই ধারাবাহিকতায় গবাদি পশুর কৃত্রিম প্রজনন বৃদ্ধির মাধ্যমে দুধের চাহিদা মেটাতে এ খাতের প্রয়োজনীয় উপকরণ আমদানিতে শুল্ক-কর সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে বাজেট পরবর্তীতে সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের সাথে আলোচনার উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

রপ্তানিমুখী শিল্প কর্তৃক ETP-এর যন্ত্রপাতি আমদানিতে শুল্ক সুবিধা

২৯০। পরিবেশ দূষণ রোধে শিল্প কারখানায় Effluent Treatment Plant (ETP) স্থাপনকে উৎসাহিত করতে এর উপর বর্তমানে মাত্র ৩% (রপ্তানিমুখী শিল্পের জন্য ১%) আমদানি শুল্ক আরোপিত রয়েছে। এছাড়া ETP পরিচালনায় প্রয়োজনীয় কেমিক্যালসমুহের মধ্যে যেগুলো দেশে উৎপাদিত হয় না সেগুলোর আমদানির ক্ষেত্রে ৩ শতাংশের অতিরিক্ত সকল শুল্ক-কর চলতি অর্থবছরে মওকুফ করা হয়েছে। রপ্তানিমুখী শিল্পের জন্য ETP Plant স্থাপনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ আমদানিতে আগামী ২০১২-২০১৩ অর্থবছরে ১% এর পরিবর্তে ০% (শূন্য) শুল্ক সুবিধা প্রদানের প্রস্তাব করছি।

নতুন ও পুরাতন গাড়ির মূল্য নির্ধারণ

২৯১। আমদানি দলিলাদিতে tampering এর মাধ্যমে গাড়ির বয়স অধিক দেখিয়ে অবচয় সুবিধা গ্রহণের অপচেষ্টা রোধ করতে পুরাতন/পুন:সংস্কারকৃত মোটরগাড়ি শুল্কায়নের ক্ষেত্রে ২০১০-২০১১ অর্থবছরের বাজেটে ২৫ শতাংশ flat rate অবচয় সুবিধা প্রদান করা হয়েছিল। ১০ শতাংশ ডিলার্স কমিশনসহ উক্ত অবচয় সুবিধা আগামি অর্থবছরেও অব্যাহত রাখার প্রস্তাব করছি। তবে বিদ্যমান আমদানি নীতি আদেশ অনুযায়ী ৫ (পাঁচ) বছর পর্যন্ত পুরাতন গাড়ি আমদানি করা যায়। সে বিবেচনায় এ অবচয় সুবিধা ০৩ (তিন) বছরের পরিবর্তে

০৫ (পাঁচ) বছর পর্যন্ত পুরাতন গাড়ির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। সেই সাথে নতুন গাড়ির মূল্য বিষয়ে অপঘোষণা রোধে এ মর্মে বিধান করার প্রস্তাব করছি যে, একই উৎস দেশে তৈরি একই ব্র্যান্ড, মডেল এবং সিলিন্ডার ক্যাপাসিটি (সিসি) এর নতুন গাড়ির মূল্য ঐ একই ব্র্যান্ড, মডেল এবং সিলিন্ডার ক্যাপাসিটি (সিসি) এর ব্যবহৃত, পুরাতন বা পুন:সংস্কারকৃত গাড়ি অপেক্ষা কোন ক্রমেই কম হতে পারবে না। এছাড়া, গাড়ির উপর প্রযোজ্য সম্পূরক শুল্ক হারকে অধিকতর যৌক্তিকীকরণ করতে এ হারের পুনর্বিন্যাস করার প্রস্তাব করছি।

২৯২। এছাড়া গাড়ীর ক্ষেত্রে ২০১২-২০১৩ অর্থবছরের জন্য সম্পূরক শুল্ক হার নিম্নে উপস্থাপন করা হলোঃ

সারণি-৬

	মোটর গাড়ীর বিবরণ	সম্পূরক শুল্ক হার (%)	মোট করভার (%)
(ক)	সিলিন্ডার ক্যাপাসিটি ১৫০০ সিসি পর্যন্ত	৪৫	১২৯
(খ)	সিলিন্ডার ক্যাপাসিটি ১৫০১ সিসি হতে ১৮০০ সিসি পর্যন্ত	১০০	২১৩
(গ)	সিলিন্ডার ক্যাপাসিটি ১৮০১ সিসি হতে ২০০০ সিসি পর্যন্ত	১৫০	২৯০
(ঘ)	সিলিন্ডার ক্যাপাসিটি ২০০১ সিসি হতে ২৭৫০ সিসি পর্যন্ত	২৫০	৪৪৫
(ঙ)	সিলিন্ডার ক্যাপাসিটি ২৭৫১ সিসি হতে ৪০০০ সিসি পর্যন্ত	৩৫০	৫৯৯
(চ)	সিলিন্ডার ক্যাপাসিটি ৪০০০ সিসি এর উর্ধ্বে	৫০০	৮৩০
(ছ)	সিলিন্ডার ক্যাপাসিটি ১৮০০ সিসি পর্যন্ত মাইক্রোবাস	৩০	১০৫
(জ)	সিলিন্ডার ক্যাপাসিটি ১৮০১ সিসি হতে ২০০০ সিসি পর্যন্ত মাইক্রোবাস	৬০	১৫২
(ঝ)	বিযুক্ত (CKD) মোটর গাড়ি, মোটর যান, স্টেশন ওয়াগন ও জীপ গাড়ী (থ্রি হুইলার ব্যতীত) ২০০০ সিসি পর্যন্ত	৩০	১০৫
(ঞ)	২০০০ সিসির উর্ধ্বের বিযুক্ত (CKD) মোটর গাড়ী	৪৫	১২৯

২৯৩। এছাড়া হাইব্রিড গাড়ী শুল্ক সুবিধা ২০০০ সিসি ক্যাপাসিটি থেকে ২৫০০ সিসিতে উন্নীত করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, সম্পূরক শুল্ক ছাড়াও ২৫% আমদানি শুল্ক, ৫% রেগুলেটরি ডিউটি, ১৫% মূসক, ৫% এআইটি ও ৩% এটিভি প্রযোজ্য থাকবে।

২৯৪। কপিরাইট এবং মেধাসত্ত্ব লংঘনকারী পণ্য সামগ্রীর অবৈধভাবে দেশে প্রবেশ প্রতিরোধের দায়িত্ব শুল্ক কর্তৃপক্ষের। Trademarks Act, Copyright Act, Patents and Design Act এর Violation ঘটলে তা নিষ্পত্তির সুবিধার্থে উক্ত বিষয়সমূহ The Customs Act, 1969-এর section 15 এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করার লক্ষ্যে The Customs Act, 1969-এ প্রয়োজনীয় সংশোধনের প্রস্তাব করছি।

কপি রাইট ও মেধাসত্ত্ব আইনের প্রয়োগ

মাননীয় স্পীকার

২৯৫। বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্যে কাস্টমস বন্ড ব্যবস্থা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। তৈরি পোশাক ও তার পশ্চাদসংযোগ শিল্পসহ অধিকাংশ রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান বন্ডেড ওয়্যারহাউস ব্যবস্থায় পরিচালিত হয়। তাদের কার্যক্রমকে ডিজিটাইজ (Digitize) করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। অতিশীঘ্রই তারা অনলাইনে ইউটিলাইজেশন ডিক্লারেশন ও ইউটিলাইজেশন পারমিশনের জন্য আবেদন দাখিল ও অনুমোদন গ্রহণ করতে পারবেন। এ জন্য রপ্তানিকারকগণকে কাস্টমস বন্ড কমিশনারেটে আসতে হবে না। একইভাবে ডিপ্লোম্যাটিক বন্ডেড ওয়্যারহাউস পরিচালনায় অনিয়মের অভিযোগ থাকায় এখাতে অনিয়ম হ্রাস করার লক্ষ্যে ডিপ্লোম্যাটিক বন্ডেড ওয়্যারহাউসগুলোর আমদানি প্রাপ্যতা সামঞ্জস্যপূর্ণকরণ, Priviliged Person Passbook Verification, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর অব্যাহতি পত্র দ্রুততার সাথে বিলিকরণ, ইত্যাদি বিষয়ে উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। সেই সঙ্গে ডিপ্লোমেটিক ওয়্যার হাউস কার্যক্রমকে অটোমেশন এর আওতায় আনার উদ্যোগও গ্রহণ করা হয়েছে। কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট, ঢাকার উদ্যোগে Bond Management Information System (BMIS) তৈরীর কাজ চলছে। System-টিকে ব্যাপক আকারে ব্যবহার ও তার ক্ষেত্র বন্ড সংশ্লিষ্ট

বন্ড ব্যবস্থার অটোমেশন

সকল সেক্টরে বিস্তৃত করার লক্ষ্যে Public Private Partnership মডেল অনুসরণ করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে। আশা করা যায় বর্তমান অর্থ বছরের শেষের দিকে বন্ড ব্যবস্থা সম্পূর্ণ অটোমেটেড হবে। এতে রপ্তানি বাণিজ্য গতিশীল হবে ও ব্যবসার ব্যয় হ্রাস পাবে।

শুল্ক বিভাগের Capacity Building ও PSI ব্যবস্থার মেয়াদ

২৯৬। নতুন জনবল নিয়োগসহ শুল্ক বিভাগের ব্যাপক সম্প্রসারণ কার্যক্রম গ্রহণ করা হলেও তা এখনও পুরোপুরি বাস্তবায়িত না হওয়ায় এবং শুল্ক কর্তৃপক্ষের নিজস্ব Valuation Database তৈরি না হওয়ায় পিএসআই ব্যবস্থা তুলে দেয়ার সময় বার বার পিছিয়েছে। পিএসআই পদ্ধতি বাতিল করার পর আমদানিকৃত পণ্যের শুল্কায়নের ক্ষেত্রে যাতে কোন সমস্যা না হয় সেজন্য সরকার ইতোমধ্যে কতিপয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে এবং নিশ্চিতভাবেই আগামী ডিসেম্বরে এই ব্যবস্থা বাতিল করা হবে। UNCTAD প্রণীত সর্বাধুনিক প্রযুক্তি সমৃদ্ধ ASYCUDA WORLD সফট্‌ওয়্যার ০৫ (পাঁচ) টি কাস্টম হাউস ও ১০ (দশ) টি ল্যান্ড কাস্টমস্ স্টেশনে স্থাপনের কাজ চলছে। এর আওতায় পণ্যের ঘোষণা থেকে শুরু করে খালাস পর্যন্ত প্রতিটি প্রক্রিয়া স্বয়ংক্রিয়ভাবে অনলাইনে সম্পন্ন করা যাবে এবং বাণিজ্যের ব্যয় ও নানাবিধ বাধা উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পাবে। ২০১৩ সালের মধ্যেই দেশের প্রধান প্রধান শুল্ক ভবন ও শুল্ক স্টেশনসমূহ এ পদ্ধতির আওতায় আসবে। এই পদ্ধতিতে আমদানিকৃত পণ্যের মূল্য Database এ সংরক্ষিত থাকবে। সকল কাস্টমস্ হাউজ ও ল্যান্ড কাস্টমস্ স্টেশন অন-লাইনে মূল্য তথ্য আদান প্রদান করতে পারবে। আরেক পদক্ষেপে কতিপয় নির্দিষ্ট দূতাবাসে এই পঞ্জিকা বছরেই বিশেষভাবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শুল্ক কর্মকর্তাদের পদায়ন করা হবে।

WCO প্রণীত মান ও ব্যবস্থা অনুসরণ

২৯৭। আন্তর্জাতিকভাবে বাংলাদেশ কাস্টমস এখন আগের চেয়েও অনেক সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে। সম্প্রতি সরকার World Customs Organization International Convention on Simplification and Harmonization of Customs Procedures (Revised Kyoto Convention) আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এর ফলে বাংলাদেশ কাস্টমস WCO প্রণীত মান ও উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা

অনুসরণ করবে। এছাড়া, নিরাপত্তা ও বাণিজ্য উদারীকরণে শুল্ক বিভাগের অংশগ্রহণ জোরদার করতে WCO SAFE Framework of Standards এ স্বাক্ষর করেছে। একবিংশ শতাব্দীতে শুল্ক বিভাগের কার্যক্রমের ব্যাপ্তি ও নতুনত্ব অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। নকল ঔষধ ও পণ্যের আগমণ নিয়ন্ত্রণ থেকে শুরু করে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ত্রাণ সামগ্রী দ্রুত খালাস প্রদান পর্যন্ত শুল্ক বিভাগের কার্যক্রম প্রসারিত হয়েছে। এসব কার্যক্রমে আরও সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে ব্রাসেলস্থ World Customs Organization এ শুল্ক বিভাগের জনবল বৃদ্ধি করা প্রয়োজন এবং সেই ব্যবস্থা অচিরে গ্রহণ করা হবে। অতিরিক্ত কর্মকর্তা পদায়নের ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে।

সৌরচালিত Water distillation plant

২৯৮। বর্তমানে সৌরশক্তি ব্যবহার করে পরিচালিত Water distillation plant এর জন্য বাংলাদেশ কাস্টমস ট্যারিফে পৃথক কোন H.S.Code নেই। দেশের বিভিন্ন স্থানে এ জাতীয় পানি পরিশোধন যন্ত্র ব্যবহার করে সৌর চালিত Solar Water Distillation Plant স্থাপন এর প্রক্রিয়া শুরুর উদ্যোগ নেয়া হয়েছে মর্মে জানা যায়। এ প্রেক্ষিতে পণ্যটির জন্য একটি পৃথক H.S.Code সৃষ্টি করে একে মূলধনী যন্ত্রপাতির ন্যায় রেয়াতি সুবিধা প্রদানের প্রস্তাব করছি।

বাংলাদেশ কাস্টমস ট্যারিফে H.S.Code এর পরিবর্তন

২৯৯। প্রতি ০৫ (পাঁচ) বছর পর পর World Customs Organization (WCO) থেকে বিভিন্ন পণ্যের আমদানি রপ্তানির পরিমাণ, প্রযুক্তিগত উন্নয়নের ফলে নতুন পণ্য উদ্ভাবন এবং সদস্য রাষ্ট্রসমূহের প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে 6 digit level এ H.S.Code এর বিভিন্ন পরিবর্তন করা হয়। ২০০৭ সালের পরে ২০১২ তে এর পরিবর্তন করা হয়েছে। WCO থেকে এর পরিবর্তনের দলিলাদি পাওয়া গিয়েছে। সদস্য রাষ্ট্র হিসেবে উক্ত পরিবর্তনের প্রেক্ষিতে Bangladesh Customs Tariff (BCT) এবং বিভিন্ন প্রজ্ঞাপনসমূহে H.S.Code এর প্রয়োজনীয় সংশোধন আনয়নের প্রস্তাব করছি।

৩০০। বর্তমানে বাংলাদেশ থেকে বিদেশে প্রচুর ইলিশ মাছ রপ্তানি হয়। Bangladesh Customs Tariff (BCT) এ ইলিশ মাছের কোন সুনির্দিষ্ট H.S. Code না থাকায় ইলিশ মাছ রপ্তানির প্রকৃত তথ্য ও পরিমাণ অনেক ক্ষেত্রে

সরবরাহ করা সম্ভব হয় না। কেননা বর্তমানে ইলিশ মাছকে যে H.S. Code এ শ্রেণী বিন্যাস করা হয়, ঐ একই H.S. Code এ ইলিশ মাছ ব্যতীত অন্যান্য মাছও শ্রেণীবিন্যস্ত হয়ে থাকে। এ অবস্থায় সঠিক পরিসংখ্যান সংরক্ষণের সুবিধার্থে বাংলাদেশ কাস্টমস ট্যারিফে ইলিশ মাছের জন্য একটি পৃথক H.S. Code সৃষ্টি করার প্রস্তাব করছি।

ইলিশ মাছের জন্য পৃথক H.S. Code সৃষ্টি

দশম অধ্যায়

উপসংহার

মাননীয় স্পীকার

৩০১। আপনি অবগত আছেন আমাদের সামনে আরও একটি বাজেট প্রণয়নের সুযোগ থাকলেও তা বাস্তবায়নের ভার থাকবে পরবর্তী সরকারের হাতে। এ বিবেচনায় এটাই বর্তমান সরকারের শেষ পূর্ণাঙ্গ বাজেট। তাই সূচনা বক্তব্যে আমি এ বাজেটকে আমাদের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে চিহ্নিত করেছি। প্রথম থেকেই আমার চেষ্টা ছিল গত তিনটি বাজেটে যে সকল উদ্যোগ, কর্মপরিকল্পনা আর অঙ্গীকারের কথা ব্যক্ত করেছি তা বাস্তবায়নে আমরা কতটুকু সক্ষম হয়েছি তা এ মহান সংসদের মাধ্যমে জাতির সামনে তুলে ধরা।

৩০২। বাজেট বক্তৃতার শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে আবারও বলতে চাই, 'রূপকল্প ২০২১' কে ভিত্তি করে বাংলাদেশের উন্নয়নের যে মহাপরিকল্পনা আমরা নিয়েছিলাম তার একটা সু-যাত্রা আমরা শুরু করেছি। আমরা যে শুধু দেশের প্রবৃদ্ধি বাড়াতে সক্ষম হয়েছি তা নয়, দ্রুত আয়-দারিদ্র্য ও মানব-দারিদ্র্য কমেছে। আর্থিক খাতের গভীরতা ২০০৭-০৮ অর্থবছরের ৪৫ শতাংশ থেকে লক্ষ্যণীয়ভাবে বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমানে দাঁড়িয়েছে ৫৬ শতাংশে। বেড়েছে আমাদের অর্থনীতিতে বাণিজ্যিক উন্মুক্ততাও। গত তিন বছরে তা ২৬ শতাংশ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৬৯ শতাংশে। যে বিষয়গুলোতে পরিপূর্ণ সফলতা এখনও অর্জিত হয়নি, যেগুলো আমরা শেষ করে যেতে পারিনি এবং যেগুলো এখনও শুরু করতে পারিনি; সেগুলো পরবর্তী সরকারের দায়িত্বের অংশ হয়েই থাকল। আমাদের বিশ্বাস গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় যাঁরাই ক্ষমতায় আসুক না কেন, তাঁরা আমাদের অসমাপ্ত কাজগুলো সম্পূর্ণ করে জাতির সামনে একটি অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করবেন।

৩০৩। আজ মনে পড়ছে জাতির জনকের সেই অমোঘ বাণী – 'সাত কোটি মানুষকে দাবায়ে রাখতে পারবা না'। সেদিন আমাদের কেউ দাবিয়ে রাখতে পারেনি। অনেক প্রাণের বিনিময়ে আমরা অর্জন করেছি স্বাধীন ও সার্বভৌম

বাংলাদেশ। স্বপ্ন ছিল একটি শোষণ ও বঞ্চনাহীন, সুখী ও সমৃদ্ধ দেশ গড়ার। কিন্তু বাঙ্গালীর আজন্ম লালিত সেই স্বপ্ন বারবার হোঁচট খেয়েছে, বাধাগ্রস্ত হয়েছে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির হীন চক্রান্তে। আমরা দেশী-বিদেশী রূঢ় সমালোচকদের তির্যক বাক্যবাণে জর্জরিত হয়েছি। অনেকেই আমাদেরকে 'তলাবিহীন ঝুড়ি' (bottomless basket) কিংবা 'উন্নয়নের গিনিপিগ' (test case of development) বলে কটুক্তি করেছে। এরপর আসে ইতিহাসের কালো অধ্যায়। জাতির জনককে সপরিবারে হত্যা করা হয়। ষড়যন্ত্র হয় মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ধুলিস্মাৎ করার। কিন্তু বঙ্গবন্ধুর প্রাণপ্রিয় বাঙ্গালী জাতিকে দাবিয়ে রাখা যায়নি। মুক্তিযুদ্ধের চেতনার যে অনির্বাণ শিখা তিনি আমাদের মাঝে প্রজ্জ্বলিত করেছেন তা চিরদিন আমাদের পথ দেখাবে সামনে এগোবার। শত প্রতিকূলতার উজান ঠেলে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি, এগিয়ে চলেছে দেশ।

৩০৪। আজ আমরা বিশ্ব দরবারে এক অমিত সম্ভবনাময় দেশ হিসেবে স্বীকৃতি পাচ্ছি। বাংলাদেশ স্বীকৃতি পেয়েছে নিরবচ্ছিন্ন প্রবৃদ্ধি অর্জনকারী অভিজাত সংঘের (7 percent club) পরবর্তী সম্ভাবনাময় সদস্য হিসেবে। বাংলাদেশকে গণ্য করা হয়েছে ১১টি থ্রিজি (Global Growth Generators) দেশের মধ্যে। অর্থনৈতিকভাবে সম্ভাবনাময় ২৬টি দেশের তালিকায় চীন ও ভারতের সঙ্গে একই কাতারে স্থান পেয়েছে বাংলাদেশ। আন্তর্জাতিক আদালতে সমুদ্রসীমা জয়ের দুর্লভ অর্জন বিশ্বসভায় আমাদের অবস্থানকে সুদৃঢ় করেছে।

৩০৫। এদেশের জনগণই আমাদের অমূল্য সম্পদ। আমাদের যা অর্জন তা সম্ভব হয়েছে তাঁদেরই কঠোর পরিশ্রম আর চরম ত্যাগ-তিতীক্ষার বিনিময়ে। আজ যে সম্ভাবনার দ্বার আমাদের সামনে উন্মোচিত তার অর্জন অনেকটাই নির্ভর করছে রাজনৈতিক শান্তি ও স্থিতিশীলতার ওপর। গণতন্ত্রের ওপর। আমাদেরকে অবশ্যই সেই রাজনৈতিক প্রজ্ঞার পরিচয় দিতে হবে। গড়ে তুলতে হবে সহিষ্ণু রাজনৈতিক সংস্কৃতি। আমি নিশ্চিত, আমরা বিচক্ষণ হব। শ্রদ্ধাশীল হবো ধারাবাহিকতার প্রতি, উন্নয়ন কার্যক্রমের প্রতি, এর চলমানতার প্রতি। জাতি ও জনগণের স্বার্থে অর্থনীতির এই গতিশীল চলমান ধারা অব্যাহত রাখব। উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে তা ব্যাহত হতে দিব না। জাতির মানস উপলব্ধি করব। উপলব্ধি করব তার আশা-আকাঙ্খা। এক হব। গড়ব সমৃদ্ধ, সংবেদনশীল ও কল্যাণকামী এক সুখী

বাংলাদেশ। জনগণের জয় হবেই হবে, জয় হবে বাংলাদেশের, বাঙ্গালীর। মাথা তুলে দাঁড়াবেই বাংলাদেশ। এটা মাত্র সময়ের অপেক্ষা।

জয় বাংলা
জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

পরিশিষ্ট-ক

সারণি ১: বিগত তিন বছরের বাজেটে উল্লিখিত ইতোমধ্যে সফলভাবে সম্পন্ন নীতি/কর্মসূচি

ক্রমিক	বাজেটে ঘোষিত কার্যক্রম
	বাজেট ও পরিকল্পনা
১.	২০১০-২১ মেয়াদের প্রেক্ষিত পরিকল্পনা প্রণয়ন
২.	৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন
৩.	সফলভাবে ২০০৯ সালের বিশ্ব-মন্দা মোকাবেলা
৪.	আন্তর্জাতিক মানসম্মত (Moody's & Standard and Poor's) ঋণমান অক্ষুন্ন রাখা
৫.	তিনসালা MTBF-কে ৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আঙ্গিকে পাঁচসালা MTBF-এ পরিণত করা
৬.	সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগে বাজেট ও পরিকল্পনা অধিশাখা সৃজন
৭.	সরকারি অর্থ ও বাজেট ব্যবস্থাপনা আইন, ২০০৯ প্রণয়ন
৮.	উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন বাজেটের অর্থনৈতিক কোডভিত্তিক ম্যাপিং শুরু
৯.	সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগকে মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামোর আওতাভুক্তকরণ
১০.	পরীক্ষামূলকভাবে কর্মকৃতিভিত্তিক নিরীক্ষার (Performance Audit) কার্যক্রম শুরু
	আর্থিক খাত
১১.	মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০০৯ বাতিলক্রমে আন্তর্জাতিক মানের সাথে সামঞ্জস্য বিধান করে মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ প্রণয়ন
১২.	সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ সংশোধনপূর্বক সন্ত্রাস বিরোধী (সংশোধন) আইন, ২০১২ প্রণয়ন
১৩.	বীমা আইন, ২০০৯ প্রণয়ন
১৪.	বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ আইন, ২০০৯ প্রণয়ন এবং বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা
১৫.	বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক ও শিল্প ঋণ সংস্থাকে একীভূত করে বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক গঠন
১৬.	স্টক এক্সচেঞ্জসমূহে তালিকাভুক্ত সকল কোম্পানির শেয়ার ও মিউচ্যুয়াল ফান্ডের অভিহিত মূল্য ১০ টাকায় নির্ধারণ
১৭.	তালিকাভুক্ত কোম্পানির উদ্যোক্তা ও পরিচালকগণের সম্মিলিতভাবে কোম্পানির পরিশোধিত মূলধনের কমপক্ষে ৩০ শতাংশ এবং এককভাবে ২ শতাংশ শেয়ার ধারণ বাধ্যতামূলক করা
১৮.	সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (পাবলিক ইস্যু) বিধিমালা, ২০০৬ সংশোধন
১৯.	সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (মিউচ্যুয়াল ফান্ড) বিধিমালা, ২০০১ সংশোধন
২০.	সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (মার্চেন্ট ব্যাংকার ও পোর্টফোলিও ম্যানেজার) বিধিমালা, ১৯৯৬ সংশোধন
২১.	কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ের সকল বিভাগ এবং সকল শাখা অফিসসমূহের মধ্যে নেটওয়ার্ক স্থাপন

২২.	বাংলাদেশ ব্যাংকের সার্বিক হিসাবায়ন ও মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনাকে ইআরপি সফট্ওয়্যারের আওতায় আনা
ব্যবসা-পরিবেশ	
২৩.	বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল আইন, ২০১০ প্রণয়ন ও বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা এবং ৭টি এলাকাকে অর্থনৈতিক অঞ্চল হিসেবে চিহ্নিতকরণ
২৪.	বিনিয়োগে ওয়ান স্টপ সেবা প্রদান
২৫.	আমদানি-রপ্তানি নীতি যুগোপযোগী করা
২৬.	চট্টগ্রামে রাজস্ব বিভাগের পূর্ণাঙ্গ বন্ড কমিশনারেট ও আপিল কমিশনারেট স্থাপন
২৭.	পিপিপি সহায়তা ফান্ড এবং ইকনোমিক ভায়াবিলিটি ফান্ড (ইভিএফ) গাইডলাইনস অনুমোদন
২৮.	PPP Office প্রতিষ্ঠা
২৯.	বাংলাদেশ ইনফ্রাস্ট্রাকচার ফাইন্যান্স ফান্ড লিমিটেড (বিআইএফএফএল) নামে একটি কোম্পানি গঠন
বিদ্যুৎ ও জ্বালানি	
৩০.	Power Sector Master Plan চূড়ান্ত অনুমোদন
৩১.	২০১২ সালের মে মাস নাগাদ ৩ হাজার ৩০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রিডে সংযুক্তকরণ
৩২.	অতিরিক্ত ৫২৩ কিলোমিটার বিদ্যুৎ সঞ্চালন লাইন, ২২ হাজার ৮৫৭ কিলোমিটার নতুন বিতরণ লাইন স্থাপন এবং ১০টি নতুন উপকেন্দ্র স্থাপন
৩৩.	বিদ্যুতের সিস্টেম লস হ্রাসের লক্ষ্যে প্রি-পেইড মিটার লাগানো শুরু
৩৪.	গ্যাস উন্নয়ন তহবিল গঠন ও গ্যাস উন্নয়ন তহবিল নীতিমালা জারি
৩৫.	বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী বাল্ব ব্যবহার
৩৬.	বিদ্যুৎ ও জ্বালানির দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি (বিশেষ বিধান) আইন, ২০১০ প্রণয়ন
৩৭.	বাংলাদেশ গ্যাস আইন, ২০১০ প্রণয়ন
৩৮.	জ্বালানি উৎস বহুমুখীকরণ
৩৯.	কৈলাসটিলা ও হরিপুরে ৫ কোটি ৫০ লক্ষ ব্যারেল উত্তোলনযোগ্য তেলক্ষেত্র আবিষ্কার
৪০.	২টি ব্লকে তেল ও গ্যাস অনুসন্ধানের জন্য কনোকো ফিলিপস এর সাথে উৎপাদন-বন্টন চুক্তি (Production Sharing Contract, PSC) স্বাক্ষরিত
সমন্বিত কৃষি ও পল্লী উন্নয়ন	
৪১.	কৃষি উপকরণ সহায়তা কার্ড এবং ১০ টাকায় ব্যাংক একাউন্ট খোলার বিধান প্রবর্তন
৪২.	কৃষি জমির আওতা সম্প্রসারণ/একাধিক ফসল উৎপাদনের সুযোগ সৃষ্টি
৪৩.	বীজ উৎপাদন, সরবরাহ ও সংরক্ষণ ক্ষমতা বৃদ্ধি
৪৪.	হাওড় এলাকার জলাবদ্ধতা দূরীকরণ
৪৫.	হাওড় বোর্ড গঠন
৪৬.	কৃষি গবেষণা কার্যক্রম জোরদারকরণের লক্ষ্যে কৃষি গবেষণা কাউন্সিল আইন, ২০১১ অনুমোদিত
৪৭.	লবণাক্ততা সহিষ্ণু বিনা-৮ ও ব্রি-৪৭ ধান আবাদের কার্যক্রম শুরু
৪৮.	লবণাক্ততা সহিষ্ণু ব্রি-৫৩ ও ৫৪ ধান এবং বন্যাপ্রবণ এলাকার জন্য ব্রি-৫১ ও ৫২ ধান উদ্ভাবন
৪৯.	৩০টি উপজেলায় ডিজিটাল পদ্ধতিতে মাটির উর্বরতার ভিত্তিতে সার প্রয়োগের কার্যক্রম চালু
৫০.	দেশের সকল ইউনিয়নে তথ্য ভাণ্ডার চালু

৫১.	দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে ১২ লক্ষ ফেয়ার প্রাইস কার্ড বিতরণ
৫২.	৯১ শতাংশ পরিবারকে স্যানিটেশন কভারেজভুক্ত করা
৫৩.	সার্ক সিড ব্যাংক প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে চুক্তি স্বাক্ষর
৫৪.	বর্গাচাষিদের জন্য ৫০০ কোটি টাকার Refinancing Fund প্রতিষ্ঠা
৫৫.	দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে জমির জলাবদ্ধতা দূরীকরণ
৫৬.	১২টি বিপন্নপ্রায় মৎস্য প্রজাতি সংরক্ষণ
৫৭.	মৎস্য খাদ্য ও পশু খাদ্য আইন, ২০১০ প্রণয়ন
৫৮.	মৎস্য হ্যাচারি আইন, ২০১০ প্রণয়ন
৫৯.	সমবায় গো-চারণভূমি নীতি, ২০১১ জারি
৬০.	পশু জবাই ও মাংসের মান নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১১ প্রণয়ন
৬১.	উদ্ভিদ সংগনিরোধ আইন, ২০১০ প্রণয়ন
৬২.	ক্যাপিটাল ও মেইনটেন্যান্স ড্রেজিং এর মধ্যমেয়াদী কার্যক্রম গ্রহণ
সামগ্রিক শিক্ষা খাত	
৬৩.	শিক্ষা নীতি জারি
৬৪.	মাধ্যমিক স্তরে বিনামূল্যে বই বিতরণ
৬৫.	বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০০৯ প্রণয়ন
৬৬.	বরিশাল ও গোপালগঞ্জে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন
৬৭.	মঙ্গা/ঘূর্ণিঝড়/নদীভাঙ্গন/বস্তিপ্রবণ এলাকায় উপবৃত্তির হার ১০০ শতাংশে উন্নীতকরণ
৬৮.	এলাকাভিত্তিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা
৬৯.	ছাত্র ও ছাত্রী উপবৃত্তির সংখ্যা ৪৩ লক্ষ ৩৮ হাজারে উন্নীতকরণ
৭০.	সৃজনশীল মেধা অন্বেষণ কর্মসূচি গ্রহণ
৭১.	রেজিষ্টার্ড ও কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদেরকে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেতনের সমপরিমাণ অনুদান প্রদানের বিধি প্রবর্তন
৭২.	বন্যা/নদীগর্ভে বিলীন ৩৭০টি প্রাথমিক বিদ্যালয় পুনঃনির্মাণ
৭৩.	অতি দারিদ্র্যপীড়িত এলাকায় স্কুল ফিডিং কর্মসূচি চালুকরণ
৭৪.	প্রাথমিক স্তরে ১০০ শতাংশ পাঠ্যপুস্তক প্রদান
৭৫.	প্রধানমন্ত্রী শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট আইন, ২০১২ প্রণয়ন এবং প্রধানমন্ত্রী শিক্ষা সহায়তা ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ	
৭৬.	১১ হাজার ৪০৯টি কমিউনিটি ক্লিনিক চালু
৭৭.	৫টি নতুন মেডিকেল কলেজ এবং ৫টি ইনষ্টিটিউট অব হেলথ টেকনোলজি নির্মাণ
৭৮.	উপজেলা হাসপাতালকে ৫০ শয্যায়/জেলা হাসপাতালকে পর্যায়ক্রমে ২৫০ শয্যায় উন্নীতকরণ
৭৯.	বাংলাদেশ মেডিকেল ও ডেন্টাল কাউন্সিল আইন, ২০১০ প্রণয়ন
৮০.	জাতীয় স্বাস্থ্য নীতি, ২০১১ জারি
৮১.	আদমশুমারির ০৩ মাসের মধ্যে দেশী-বিদেশী বিশেষজ্ঞদের সহযোগিতায় নমুনা জরিপ সম্পন্ন
৮২.	রোগী কল্যাণ তহবিল নীতিমালা প্রণয়ন
৮৩.	ই-হেলথ কর্মসূচি চালু

যুব ও ক্রীড়া, সংস্কৃতি এবং ধর্ম	
৮৪.	বঙ্গবন্ধু ক্রীড়াসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশন আইন, ২০১০ প্রণয়ন এবং বঙ্গবন্ধু ক্রীড়াসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা
৮৫.	ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান আইন, ২০১০ প্রণয়ন
৮৬.	আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনষ্টিটিউট আইন, ২০১০ প্রণয়ন
৮৭.	জাতীয় হজ্ব নীতি, ২০১০-১৪ জারি
ভৌত অবকাঠামো	
৮৮.	ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১২ প্রণয়ন এবং ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা
৮৯.	পানগাঁও অভ্যন্তরীণ কন্টেইনার টার্মিনাল নির্মাণ সমাপ্ত
৯০.	রিয়েল স্টেট উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১০ প্রণয়ন
৯১.	Bangladesh National Building Code (BNBC) সংশোধন
৯২.	সুবিধা-বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর জন্য কলোনি স্থাপন
শিল্পায়ন	
৯৩.	শিল্প নীতি, ২০১০ অনুমোদন
৯৪.	মহিলা উদ্যোক্তাদের এসএমই ঋণ গ্রহণের সুবিধার্থে গ্রুপভিত্তিক ৫০ হাজার টাকা ঋণ বিতরণের নীতিমালা প্রণয়ন
৯৫.	পুনঃঅর্থায়ন স্কিমের সমুদয় অর্থের ন্যূনতম ১৫ শতাংশ মহিলা উদ্যোক্তাদের জন্য বরাদ্দ
৯৬.	BJMC এর সকল ব্যাংক দায় এবং কতিপয় অন্যান্য দায় সরকার কর্তৃক পরিশোধ এবং পাটখাতকে চাঙ্গাকরণ
৯৭.	ইপিজেড শ্রমিক কল্যাণ সমিতি ও শিল্প সম্পর্ক আইন, ২০১০ প্রণয়ন
৯৮.	পণ্যে পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামূলক ব্যবহার আইন, ২০১০ প্রণয়ন
৯৯.	এসএমই খাতকে ০৪টি তহবিলের মাধ্যমে পুনঃঅর্থায়নের সুবিধা অব্যাহত রাখা
১০০.	বাংলাদেশ টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০১০ প্রণয়ন
১০১.	Policy and Strategy for Public-Private-Partnership (PPP), 2010 জারি
১০২.	বাংলাদেশ রাবার নীতি, ২০১০ জারি
১০৩.	জাতীয় লবণনীতি, ২০১১ জারি
১০৪.	শিপ ব্রেকিং ও রি-সাইক্লিং নীতিমালা, ২০১১ জারি
১০৫.	পাটনীতি, ২০১১ জারি
১০৬.	জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি, ২০১২ জারি
১০৭.	শ্রমিক কল্যাণ সমিতি ও শিল্প সম্পর্কিত আইন, ২০১০ প্রণয়ন
১০৮.	বাংলাদেশ পর্যটন বোর্ড আইন, ২০১০ প্রণয়ন
১০৯.	জাতীয় পর্যটন নীতিমালা, ২০১০ জারি
১১০.	বাংলাদেশ পর্যটন সংরক্ষিত এলাকা ও বিশেষ পর্যটন অঞ্চল আইন, ২০১০ প্রণয়ন
১১১.	ট্রেডমার্ক আইন, ২০০৯ প্রণয়ন
১১২.	ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ প্রণয়ন
১১৩.	চার্টার্ড সেক্রেটারিজ আইন, ২০১০ প্রণয়ন
১১৪.	কৌশলগত শিল্প খাতে নগদ প্রণোদনা প্রদান অব্যাহত রাখা

১১৫.	পোষাক শিল্পের ২৭৯টি রুগ্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানের ঋণ অবসায়ন
১১৬.	বস্ত্র ও পাট খাতের ৬৯টি রুগ্ন প্রতিষ্ঠানের ঋণ অবসায়ন
১১৭.	হিমায়িত খাদ্য শিল্পে ঋণ পরিশোধের মেয়াদ বৃদ্ধি
১১৮.	আখ চাষে সমন্বয়ের জন্য ডিজিটাল ই-পূর্জি পদ্ধতি চালু এবং সর্বশ্রেষ্ঠ প্রযুক্তি পুরস্কার Manthan Asia Award লাভ
জলবায়ু ও পরিবেশ	
১১৯.	জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট আইন, ২০১০ প্রণয়ন এবং জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত ট্রাস্ট ফান্ড গঠন
১২০.	Bangladesh Climate Change Strategy and Action Plan, 2009 জারি
১২১.	Bangladesh Climate Change Resilience Fund গঠন
১২২.	Effluent Treatment Plant তহবিল গঠন
১২৩.	বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ (সংশোধন) আইন, ২০১০ জারি
১২৪.	পরিবেশ আদালত আইন, ২০১০ জারি
১২৫.	বিপজ্জনক বর্জ্য ও জাহাজ ভাঙ্গা বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০১১ জারি
১২৬.	জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা ২০১০-১৫ অনুমোদন
১২৭.	ন্যাশনাল ইনষ্টিটিউট অব বায়ো-টেকনোলজী আইন, ২০১০ প্রণয়ন
ডিজিটাল বাংলাদেশ	
১২৮.	৪ হাজার ৫০১টি ইউনিয়ন তথ্য ও সেবাকেন্দ্র স্থাপন
১২৯.	জাতীয় আইসিটি আইন, ২০০৯ ও আইসিটি নীতিমালা, ২০০৯ প্রণয়ন
১৩০.	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি উন্নয়ন ট্রাস্ট আইন, ২০১১ প্রণয়ন
১৩১.	ডিজিটাল সিগনেচার কর্মসূচির আওতায় বিধিমালা/প্রবিধান/গাইডলাইন প্রণয়ন
১৩২.	লাইসেন্সিং গাইডলাইন, অডিট গাইডলাইন ও সিপিএস গাইডলাইন প্রণয়ন এবং সার্টিফাইড প্রতিষ্ঠান মনোনয়ন
১৩৩.	সকল সরকারি দপ্তরকে সমন্বিত আইটি নেটওয়ার্কের আওতাভুক্তকরণের কার্যক্রম গৃহীত
১৩৪.	সকল ধরণের সরকারি ক্রয়ের জন্য e-procurement ও e-Monitoring ব্যবস্থা চালু
১৩৫.	বিমানে ভ্রমণ/মাল পরিবহণকে ই-বাণিজ্যের আওতায় আনয়ন
১৩৬.	জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা, ২০০৯ জারি
১৩৭.	International Long Distance Telecommunications Services (ILDTS) Policy, 2010 জারি
১৩৮.	জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নীতি, ২০১১ জারি
১৩৯.	বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১০ প্রণয়ন
১৪০.	জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি যাদুঘর আইন, ২০১০ প্রণয়ন
দারিদ্য বিমোচন ও সামাজিক নিরাপত্তা	
১৪১.	প্রতিবন্ধীদের জন্য One Stop Service চালু
১৪২.	বয়স্ক ভাতা সুবিধাভোগীর সংখ্যা ২০ লক্ষ হতে ২৪ লক্ষ ৭৫ হাজারে উন্নীতকরণ
১৪৩.	মঙ্গা পীড়িত এলাকায় হতদরিদ্রদের কর্মসংস্থান সৃজন
১৪৪.	খাদ্যশস্য মজুদের সক্ষমতা তিন বছরে ১৪.৫০ লক্ষ মেট্রিক টন হতে ১৬.৫০ লক্ষ মেট্রিক টনে উন্নীতকরণ এবং মজুদের পরিমাণ ১৪.৭৬ লক্ষ মেট্রিক টনে উন্নীতকরণ
১৪৫.	ঘরে ফেরা কর্মসূচি পুনরায় চালু

১৪৬.	একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প চালু
১৪৭.	শহরের ভাসমান জনগোষ্ঠীর জন্য শেল্টার হোম নির্মাণ
১৪৮.	ভবঘুরে ও নিরাশ্রয় ব্যক্তিদের পুনর্বাসন আইন, ২০১১ প্রণয়ন
১৪৯.	বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমী আইন, ২০১২ প্রণয়ন
১৫০.	বন্য প্রাণী দ্বারা আক্রান্ত মানুষের জানমালের ক্ষতিপূরণ নীতিমালা, ২০১০ জারি
১৫১.	বন রক্ষার্থে ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ নীতিমালা, ২০১১ জারি
১৫২.	ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা নীতিমালা, ২০১১ জারি
কর্মসংস্থান ও প্রবাসী কল্যাণ	
১৫৩.	ন্যাশনাল সার্ভিস প্রবর্তন ও ক্রমান্বয়ে তার আওতা সম্প্রসারণ
১৫৪.	নতুন ১৫টি দেশে কর্মী প্রেরণ
১৫৫.	অভিবাসন ও দক্ষতা উন্নয়ন তহবিল গঠন
১৫৬.	প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক আইন, ২০১০ প্রণয়ন এবং প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক প্রতিষ্ঠা
নারী ও শিশু কল্যাণ	
১৫৭.	নারী উন্নয়ন নীতি অনুমোদন
১৫৮.	জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট প্রণয়ন
১৫৯.	বাজেটে নারীদের হিস্যা নিশ্চিতকরণ
১৬০.	নারী উদ্যোক্তাদের জন্য পৃথক ব্যাংক ঋণের সুবিধা নিশ্চিত/সম্প্রসারণ
১৬১.	জাতীয় শিশুশ্রম নিরসন নীতি, ২০১০ জারি
১৬২.	সুবিধাবঞ্চিত পথশিশুদের জন্য স্থাপিত শিশু বিকাশ কেন্দ্রের কার্যক্রম চালুকরণ
মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ	
১৬৩.	মুক্তিযোদ্ধাদের রেশন প্রদান নীতিমালা প্রণয়ন
১৬৪.	মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মানী ভাতার হার মাসিক ৯০০ টাকা হতে ২০০০ টাকায় উন্নীতকরণ
১৬৫.	রাষ্ট্রীয় সম্মানী ভাতাপ্রাপ্ত যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসা প্রদান
সুশাসন	
১৬৬.	ITLOS-এর ঐতিহাসিক রায়ে বঙ্গোপসাগরের ২০০ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত এলাকায় বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠা ও মহীসোপানে অধিকার নিশ্চিতকরণ
১৬৭.	বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলায় সাজাপ্রাপ্ত আসামীদের মধ্যে ৫ জনের মৃত্যুদন্ড কার্যকর
১৬৮.	তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ প্রণয়ন
১৬৯.	জাতীয় বেতন স্কেল, ২০০৯ বাস্তবায়ন
১৭০.	বর্ডার গার্ড আইন, ২০১০ প্রণয়ন
১৭১.	জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রদান (সুরক্ষা) আইন, ২০১১ প্রণয়ন
১৭২.	সংবিধান (পঞ্চদশ সংশোধনী) আইন, ২০১১ প্রণয়ন
১৭৩.	অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ (সংশোধন) আইন, ২০১১ প্রণয়ন
১৭৪.	দেয়াল লিখন ও পোষ্টার লাগানো (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১২ প্রণয়ন
১৭৫.	মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন, ২০১২ প্রণয়ন
১৭৬.	অপরাধ সম্পর্কিত বিষয়ে পারস্পরিক সহায়তা আইন, ২০১২ প্রণয়ন
১৭৭.	পর্ণোগ্রাফি নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১২ প্রণয়ন

১৭৮.	নির্বাচন কমিশন সচিবালয় আইন, ২০১০ প্রণয়ন
১৭৯.	ভোটার তালিকা আইন, ২০০৯ প্রণয়ন
১৮০.	জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন, ২০০৯ প্রণয়ন
১৮১.	মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯ প্রণয়ন
১৮২.	জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন আইন, ২০১০ প্রণয়ন
১৮৩.	গ্রন্থাগারে বই সরবরাহ সংক্রান্ত সমন্বিত নীতিমালা প্রণয়ন
১৮৪.	১৪০ কোটি টাকার অভিবাসী দক্ষতা উন্নয়ন তহবিল গঠন
১৮৫.	স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন, ২০০৯, স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ এবং স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন, ২০০৯ অনুমোদন
১৮৬.	বালুমহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১০ প্রণয়ন
১৮৭.	সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতিমালা, ২০০৯ জারি
১৮৮.	ভূমির ব্যবহারভিত্তিক ২১টি জেলার জোনিং সম্পন্ন
১৮৯.	জমি রেজিস্ট্রেশনের ক্ষেত্রে উৎসে কর কর্তনের হার হ্রাস
১৯০.	বিভিন্ন বাহিনীর মধ্যে রেশন প্রদানের ক্ষেত্রে সামঞ্জস্যতা বিধান
১৯১.	জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি, ২০১১ প্রণয়ন
১৯২.	ক্যাবল নেটওয়ার্ক পরিচালনা ও লাইসেন্সিং বিধিমালা-২০১০ জারি
রাজস্ব প্রশাসন	
১৯৩.	উপজেলা পর্যন্ত কর অফিস সম্প্রসারণের লক্ষ্যে কর বিভাগের কাঠামো পুনর্গঠন
১৯৪.	অন-লাইনের মাধ্যমে কর পরিশোধের ব্যবস্থা প্রবর্তন
১৯৫.	সকল বিভাগীয় শহরে প্রতি বছরের সেপ্টেম্বর মাসে আয়কর মেলা অনুষ্ঠান
১৯৬.	স্পট এ্যাসেসমেন্ট এর আওতাভুক্ত স্বল্প আয়ের করদাতাদের জন্য দুই পৃষ্ঠার সহজ আয়কর রিটার্ন ফরম প্রবর্তন
১৯৭.	কর্পোরেট সামাজিক দায়িত্ব পালনে ব্যয়িত খরচের জন্য আয়কর রেয়াত প্রদানের বিধান প্রবর্তন
১৯৮.	মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও সংসদ সদস্যবৃন্দের বেতন আয় করযোগ্য করা
১৯৯.	সরকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতন আয়ের উপর সংশ্লিষ্ট করদাতার নিজস্ব তহবিল থেকে কর পরিশোধের ব্যবস্থা প্রবর্তন
২০০.	কর অব্যাহতি সুবিধা হ্রাস ও কর অবকাশ সুবিধা সংকোচন
২০১.	ঢাকা ও চট্টগ্রামে কর তথ্য ও সেবা কেন্দ্র স্থাপন
২০২.	প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাসের মাধ্যমে নতুন ২টি কাস্টম হাউস, ১টি বন্ড কমিশনারেট, ৪টি মূসক কমিশনারেট, ৩টি আপীল কমিশনারেট, ৫৬টি মূসক বিভাগীয় দপ্তর ও ১৪৬ টি মূসক সার্কেল প্রতিষ্ঠা
২০৩.	চট্টগ্রাম কাস্টম হাউস (আমদানি) ও (রপ্তানি) একীভূতকরণ

সারণি-২: অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত বিষয়সমূহের মধ্যে যেগুলো বাস্তবায়নাধীন/চলমান

ক্রমিক নম্বর	বাজেটে ঘোষিত কার্যক্রম	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
	বাজেট ও পরিকল্পনা	
১.	প্রকল্প প্রণয়ন, প্রক্রিয়াকরণ, বাস্তবায়ন ও মূল্যায়নের জন্য নীতিমালা প্রণয়ন	নীতিমালা প্রণয়নের জন্য গঠিত কমিটি মতামত প্রদান করেছে। নীতিমালা সংশোধন, পরিমার্জন ও পরিবর্ধনের বিষয় প্রায় চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।
২.	প্রকল্প সাহায্যের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ	উন্নয়ন সহযোগী, বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয় ও ইআরডি মিলে ত্রিপক্ষীয় সভার মাধ্যমে প্রকল্প বাস্তবায়ন ত্বরান্বিতকরণ ও অন্যান্য সমস্যা সমাধানে পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। বিষয়টি চলমান।
৩.	বৃহৎ ১০টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের ADP বাস্তবায়নে নজরদারি	প্রকল্প পরিবীক্ষণের উপর জোর দেয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে ৫৭৬টির মধ্যে মার্চ ২০১২ পর্যন্ত ২৩৯টি প্রকল্প পরিদর্শন করা হয়।
৪.	বাজেট বাস্তবায়নের জন্য অডিট আইন প্রণয়ন	অডিট আইনের খসড়া প্রণীত হয়েছে।
	আর্থিক খাত	
৫.	ব্যাংক কোম্পানী আইন এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইনের সংস্কার	বাংলাদেশ ব্যাংক হতে প্রাপ্ত সংশোধনীর খসড়া পরীক্ষা করে সুপারিশ প্রণয়নের জন্য ৭ সদস্যবিশিষ্ট কমিটি কাজ করছে।
৬.	অনৈতিক আর্থিক কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ	বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমোদন ছাড়া সমবায় ব্যাংকিং কার্যক্রমের জন্য শাস্তির বিধান চালু। মাল্টি লেভেল মার্কেটিং কোম্পানী ও সামাজিক সংগঠনকে আইনী কাঠামোভুক্তকরণ প্রক্রিয়া চলমান।
৭.	ন্যাশনাল পেমেন্ট সুইচ স্থাপন	জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ নীতির আলোকে ন্যাশনাল পেমেন্ট সুইচ স্থাপন কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন।
৮.	কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ এ বাই-ব্যাক এর বিধান অন্তর্ভুক্তি	কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ সংশোধন প্রক্রিয়াধীন।
৯.	সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন আইন, ১৯৯৩ সংশোধন	প্রক্রিয়া চলমান
১০.	সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ রুলস, ১৯৮৭ সংশোধন	প্রক্রিয়া চলমান
১১.	ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং আইন	ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং আইনের (Financial Reporting Act) খসড়া প্রণীত
	ব্যবসা-পরিবেশ	
১২.	রেজিস্ট্রিকৃত মূল দলিল প্রদানের সময়সীমা কমানো	রেজিস্ট্রেশন পদ্ধতি আধুনিকায়নের মাধ্যমে দলিল প্রদানের সময়সীমা ২-৭ দিনে কমিয়ে আনার

ক্রমিক নম্বর	বাজেটে ঘোষিত কার্যক্রম	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
		প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।
১৩.	ভূমি রেজিস্ট্রেশন ডিজিটাইজেশন	ভূমি রেজিস্ট্রেশন পদ্ধতি অটোমেশনের প্রাথমিক প্রস্তুতি সম্পন্ন।
১৪.	বিচার ব্যবস্থাকে অটোমেশনের আওতাভুক্তকরণ	বিচারপ্রার্থীদের হয়রানি হ্রাসকল্পে পাইলট আকারে মামলার ধার্য তারিখ ও ফলাফল ডিসপ্লে বোর্ড-এ প্রদর্শন করা হচ্ছে।
১৫.	অগ্রিম ডিক্লারেশন এবং কার্গো ক্লিয়ারেন্স এর লক্ষ্যে স্বয়ংক্রিয়ভাবে শুল্ক হিসাবের জন্য সকল ইউনিটে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার	ASYCUDA-World সফট্ওয়্যার সংগ্রহের প্রক্রিয়া চলমান।
১৬.	ট্রেজারি চালান ডিজিটাইজেশন	ট্রেজারি চালানের মাধ্যমে প্রদেয় সব ধরনের প্রাপ্তি মোবাইল ফোন এবং অনলাইনে জমা প্রদান কার্যক্রম চলমান
১৭.	কম্পিটিশন আইন, ২০১২ চূড়ান্তকরণ	কম্পিটিশন আইন, ২০১২ প্রণয়নের কাজ চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। ইতোমধ্যে এটি সংসদে উপস্থাপিত হয়েছে।
১৮.	ডিজিটাল পদ্ধতিতে ভূমি জরিপ ও অন্যান্য কার্যক্রম চালু	৬১টি জেলায় ভূমি জরিপ সংক্রান্ত কার্যক্রম ডিজিটাইজ করা হচ্ছে
	বিদ্যুৎ ও জ্বালানি	
১৯.	রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ	রূপপুরে পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্প নির্মাণের লক্ষ্যে রাশিয়ান ফেডারেশন সরকারের সাথে একটি চুক্তি সম্পন্ন।
২০.	কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন	২০১৬ সাল নাগাদ যৌথ বিনিয়োগে ২ হাজার ৯৩৮ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের কার্যক্রম চলমান।
২১.	ক্ষুদ্র পানি বিদ্যুৎ প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাই	সম্ভাব্যতা যাচাই এর বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
২২.	শুধুমাত্র ধানের তুষ থেকে ৫০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন	সম্ভাব্য রিপোর্টের খসড়া প্রণীত হয়েছে। এ বছর চূড়ান্ত করা যাবে।
২৩.	জাতীয় জ্বালানি নীতি হালনাগাদকরণ	জ্বালানি নীতি হালনাগাদ করার কার্যক্রম চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।
২৪.	কয়লা নীতি প্রণয়ন	কয়লা নীতি প্রণয়নের লক্ষ্যে খসড়া চূড়ান্ত।
২৫.	সমুদ্র উপকূলে গ্যাস অনুসন্ধান শুরু করা	সাঙ্গু ফিল্ড হতে দৈনিক প্রায় ১০ মিলিয়ন ঘন ফুট হারে গ্যাস উৎপাদিত হচ্ছে। ইতোমধ্যে গ্যাস অনুসন্ধানের জন্য কনোকো ফিলিপস এর সাথে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।
২৬.	ডিসেম্বর, ২০১২ এর মধ্যে কাতার থেকে দৈনিক ৫০০ ঘনফুট গ্যাসের	জুন ২০১৩ নাগাদ কাতার থেকে দৈনিক ৫০০ ঘনফুট গ্যাসের সমপরিমাণ তরলীকৃত প্রাকৃতিক

ক্রমিক নম্বর	বাজেটে ঘোষিত কার্যক্রম	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
	সমপরিমাণ তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস আমদানি	গ্যাস আমদানির বিষয়টি বাস্তবায়নাধীন।
২৭.	টেকসই জ্বালানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১২	খসড়া আইন সংশোধিত হচ্ছে, অচিরেই সংসদে উপস্থাপন করা হবে।
২৮.	ইষ্টার্ন রিফাইনারির পরিশোধন ক্ষমতা তিনগুণ বৃদ্ধি করা	ইষ্টার্ন রিফাইনারির পরিশোধন ক্ষমতা তিনগুণ বৃদ্ধি করার কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন।
২৯.	একক নোঙর প্রতিষ্ঠা (Installation of Single Point Mooring)	আমদানিকৃত অপরিশোধিত জ্বালানি (Crude Oil) ও ডিজেল স্বল্পসময়ে খালাস ও খালাসের সময় অপচয়রোধে একক নোঙর প্রতিষ্ঠার কার্যক্রম চলছে।
	সমন্বিত কৃষি ও পল্লী উন্নয়ন	
৩০.	জাতীয় কৃষি নীতি, ২০১২	জাতীয় কৃষি নীতি, ২০১২ প্রণয়ন প্রক্রিয়াধীন।
৩১.	উন্নত জাতের বীজ সরবরাহ নিশ্চিতকরণ	বিএডিসি-র মাধ্যমে ১ লক্ষ ৪৭ হাজার মেট্রিক টন বিভিন্ন ফসলের বীজ সরবরাহের কার্যক্রম চলমান।
৩২.	শস্যবীমা	হবিগঞ্জের মাধবপুর উপজেলায় সাধারণ বীমা কর্পোরেশনের তত্ত্বাবধানে পাইলট ভিত্তিতে শস্যবীমা স্কিম চালু।
৩৩.	জমি বন্যামুক্ত করে সেচ সুবিধা প্রদান	১ হাজার ৭৯০ কোটি টাকা ব্যয়ে ১৪টি প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে, যা সম্পন্ন হলে ৩৩ লক্ষ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য উৎপাদন হবে।
৩৪.	ভূ-উপরিস্থ পানি ব্যবহার করে সেচ সম্প্রসারণ	সেচের কাজ ভূ-উপরিস্থ পানি ব্যবহার করে সম্পন্ন করা হচ্ছে এবং এর ব্যাপ্তি বাড়ানোর কাজ চলমান।
৩৫.	লবণাক্ততা প্রতিরোধ ও জলাবদ্ধতা দূর করে জমি পুনরুদ্ধার	আগামী পাঁচ বছরে ৫ হাজার ৫৫০ হেক্টর জমি পুনরুদ্ধার করে ৯ হাজার ৫৮৬টি পরিবারকে পুনর্বাসন করা হবে।
৩৬.	কৃষি জমি সুরক্ষা ও ভুমি ব্যবহার আইন, ২০১১ প্রণয়ন	আইনের খসড়া প্রণীত হয়েছে। স্টেকহোল্ডারদের মতামত গ্রহণ করা হচ্ছে।
৩৭.	হাওড় ও জলাভূমি উন্নয়নে সমন্বিত মাষ্টার প্ল্যান প্রণয়ন	সমন্বিত মাস্টার প্ল্যান তৈরির লক্ষ্যে প্রাক-সমীক্ষার কাজ সমাপ্ত।
৩৮.	বার্ড ফ্লু নিয়ন্ত্রণে ভ্যাকসিন উৎপাদনের লক্ষ্যে মানসম্মত ও আধুনিক ল্যাবরেটরি স্থাপন	প্রাণী রোগ নির্ণয়, প্রতিষেধক ও প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকারি অর্থায়নে টিকা উৎপাদন প্রযুক্তি আধুনিকায়ন ও গবেষণা সম্প্রসারণ শীর্ষক প্রকল্প চলমান।
৩৯.	প্রাণীসম্পদ খাতের চাষীদের জন্য প্রশিক্ষণের সুযোগ বৃদ্ধি	উপজেলা পর্যায়ে চাষীদের প্রশিক্ষণের জন্য উন্নয়ন প্রকল্প ও রাজস্ব বাজেটের আওতায় কর্মসূচি বাস্তবায়নাধীন।
৪০.	২০১২ সালের মধ্যে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন	২০১৩ সালের মধ্যে লক্ষ্য অর্জনের পরিবর্তিত লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

ক্রমিক নম্বর	বাজেটে ঘোষিত কার্যক্রম	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
৪১.	যুগোপযোগী খাদ্যনীতি প্রণয়ন	যুগোপযোগী খাদ্যনীতি প্রণয়নের কার্যক্রম চলমান।
৪২.	খাদ্য মজুদ/খাদ্যসংগ্রহ/খাদ্য বিতরণে সমন্বিত কার্যক্রম গ্রহণ	ইতোমধ্যে মজুদবিরোধী ব্যবস্থা হিসেবে সরকার এসআরও জারি করেছে। ২০১১-১২ অর্থবছরে খাদ্যশস্য মজুদ ৮ লক্ষ ৮০ হাজার মেট্রিক টন, সংগ্রহ ১৯ লক্ষ ৩৫ হাজার মেট্রিক টন এবং বিতরণ করা হয়েছে ১৪ লক্ষ ২৫ হাজার মেট্রিক টন।
৪৩.	খাদ্য গুদামের সম্প্রসারণ	সরকারি খাদ্য গুদামগুলোর ধারণ ক্ষমতা ১৪ লক্ষ ৫০ হাজার মেট্রিক টন থেকে ১৬ লক্ষ ৫০ হাজার মেট্রিক টনে উন্নীত করা হয়েছে
৪৪.	পানি ব্যবহার আইন প্রণয়ন	বাংলাদেশ পানি ব্যবহার আইন, ২০১২ মন্ত্রীসভা কর্তৃক অনুমোদিত।
৪৫.	ভূ-গর্ভস্থ ও ভূ-উপরিস্থ পানির উৎসের ওপর নির্ভরতা ৫০:৫০ এ নামিয়ে আনা	ভূ-গর্ভস্থ ও ভূ-উপরিস্থ পানির উৎসের ওপর নির্ভরতা ৫০:৫০ এ নামিয়ে আনার কাজ চলমান। বর্তমানে এ নির্ভরতা ১.৭ : ৯৮.৪।
৪৬.	গড়াই পুনরুদ্ধার	গড়াই নদী পুনরুদ্ধার প্রকল্পের দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ চলমান।
৪৭.	ক্যাপিটাল ড্রেজিং এবং নদী ব্যবস্থাপনা	গঙ্গা, পদ্মা, ব্রক্ষপুত্র, যমুনা এবং মেঘনা নদীতে ক্যাপিটাল ড্রেজিং ও নদী ব্যবস্থাপনার কাজ শুরু হয়েছে।
৪৮.	গঙ্গা নদীর ওপর ব্যারেজ নির্মাণ	সমন্বিত গঙ্গার পানি ব্যবস্থাপনার জন্য গঙ্গা নদীর ওপর ব্যারেজ নির্মাণে চলমান সমীক্ষা দুই বছরের মধ্যে শেষ হবে।
৪৯.	ঢাকার চারপাশের নদীতে বিশুদ্ধ পানি প্রবাহ নিশ্চিতকরণ	আগামী অর্থবছরে কাজ শুরু করে আগামী দু'অর্থবছরের মধ্যে সম্পন্ন করার পরিকল্পনা গ্রহণ
৫০.	প্রতিটি গ্রোথ সেন্টারকে জেলা সদরের সাথে সংযুক্তকরণ	এলজিইডি'র গ্রোথ সেন্টার সংযোগকারী সড়কসমূহের মধ্যে ২৯ হাজার ৪৯৫ কিলোমিটার সড়ক উন্নয়ন করা হয়েছে।
৫১.	নবায়নযোগ্য জ্বালানি ও সৌরবিদ্যুতের সাহায্যে পল্লী বিদ্যুতায়ন	নবায়নযোগ্য জ্বালানি থেকে ইতোমধ্যে ৭০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হচ্ছে। সৌরবিদ্যুতের মাধ্যমে ৪৯ মেগাওয়াট শক্তিসম্পন্ন প্রকল্পের কাজ চলছে।
৫২.	বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমি আইন	বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমি আইন, ২০১২ প্রণয়ন
সামগ্রিক শিক্ষা খাত		
৫৩.	শিক্ষানীতি অনুযায়ী স্থায়ী শিক্ষা কমিশন	শিক্ষা কর্ম কমিশন গঠন প্রক্রিয়াধীন।

ক্রমিক নম্বর	বাজেটে ঘোষিত কার্যক্রম	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
	গঠন করা	
৫৪.	বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মান যাচাইয়ের জন্য এক্রিডিটেশন কাউন্সিল গঠন	এক্রিডিটেশন কাউন্সিল গঠনের বিষয়টি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন।
৫৫.	২০১৩ সালের মধ্যে কম্পিউটার/কারিগরি শিক্ষাকে মাধ্যমিক স্তরে বাধ্যতামূলক করা	নতুন কারিকুলামে কম্পিউটার/কারিগরি শিক্ষা অধ্যায় সংযোগ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত।
৫৬.	প্রতি উপজেলায় টেকনিক্যাল ইনষ্টিটিউট স্থাপন	আপাতত ৩৫টি উপজেলায় ইনষ্টিটিউট স্থাপনের কাজ চলমান।
৫৭.	মাদ্রাসা শিক্ষার আধুনিকায়ন	Secondary Education Sector Development Program (SESDP) এর মাধ্যমে ১ হাজারটি মাদ্রাসার আধুনিকায়ন কার্যক্রম চলমান।
৫৮.	পর্যায়ক্রমে স্নাতক পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষা চালু	স্নাতক পর্যায়ে ৪০% ছাত্রীদের উপবৃত্তি প্রদান বাস্তবায়নাধীন। তবে বিল, হাওড় ও দুর্গম এলাকায় ১০০% ছাত্রীদের উপবৃত্তি প্রদান করা হয়।
৫৯.	National Skill Development Council-কে আরও কার্যকর করা	National Skill Development Council-এর সচিবালয় স্থাপন সম্পন্ন। এটি কার্যকর করার জন্য কর্মকাণ্ড পরিচালনা অব্যাহত রয়েছে।
৬০.	২০১১-১২ অর্থবছরের মধ্যে শিক্ষক-শিক্ষার্থী অনুপাত ১:৫০ থেকে ১:৪০ হ্রাসকরণ	অনুপাত কমিয়ে আনার কার্যক্রম অব্যাহত। বর্তমানে এ অনুপাত ১:৪৭।
৬১.	প্রতিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ন্যূন্যতম ৫ জন শিক্ষক নিযুক্ত রাখা	এ লক্ষ্যে শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে।
৬২.	২০১০ সালের মধ্যে প্রাথমিক স্তরে ১০০ ভাগ ভর্তি নিশ্চিতকরণ	২০১১ সালের মধ্যে প্রাথমিক স্তরে ৯৯.৩ ভাগ ভর্তি নিশ্চিত করা হয়েছে।
৬৩.	প্রাথমিক স্তরে ২০২১ সালের মধ্যে কম্পিউটার/কারিগরি শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা	নতুন কারিকুলামে কম্পিউটার ও কারিগরি শিক্ষা অধ্যায় সংযোজনের সিদ্ধান্ত গৃহীত।
৬৪.	বিদ্যালয়বিহীন এলাকায় ১ হাজার ৫০০টি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন	১ হাজার ৩৪০টি বিদ্যালয়হীন গ্রামে বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য অনুমোদন প্রদান সম্পন্ন। এর মধ্যে ৭৮০টি বিদ্যালয় নির্মাণের জন্য দরপত্র আহবান করা হয়েছে।
৬৫.	চর/হাওড়/চা-বাগান/দুর্গম এলাকায় শিশুবান্ধব শিখন কেন্দ্র স্থাপন	দুর্গম এলকায় বিশেষ ডিজাইনে শিশুবান্ধব শিখন কেন্দ্র স্থাপনের জন্য ‘সেকেন্ড চান্স এন্ড অলটারনেটিভ এডুকেশন’ প্রকল্প গৃহীত।
	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ	
৬৬.	বিকল্প চিকিৎসা পদ্ধতির মানোন্নয়ন ও	বিধি প্রণয়ন প্রক্রিয়াধীন।

ক্রমিক নম্বর	বাজেটে ঘোষিত কার্যক্রম	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
	আধুনিকায়ন	
৬৭.	জনসংখ্যা নীতি যুগোপযোগীকরণ	জনসংখ্যা নীতির খসড়া মতামত গ্রহণের জন্য পুনঃলিখিত।
৬৮.	টেলি-মেডিসিনের প্রসার সাধন	টেলি-মেডিসিনের প্রসার সাধনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।
৬৯.	নার্স/প্যারামেডিকস এর সংখ্যা ও দক্ষতা বৃদ্ধি	স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের ইন সার্ভিস প্রশিক্ষণের মাধ্যমে স্বাস্থ্যকর্মী গড়ে তোলা হচ্ছে।
৭০.	ইন্সটিটিউট অব ট্রপিক্যাল এন্ড ইনফেকশাস ডিজিজেস স্থাপন	ইন্সটিটিউট অব ট্রপিক্যাল এন্ড ইনফেকশাস ডিজিজেস স্থাপনের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে ৪র্থ তলা পর্যন্ত নির্মাণ কাজ সম্পন্ন।
৭১.	নার্সিং ইন্সটিটিউটকে নার্সিং কলেজে উন্নীতকরণ	৭টি নার্সিং ইন্সটিটিউটকে নার্সিং কলেজে উন্নীত করা হয়েছে।
৭২.	নতুন করে ১২টি নার্সিং ইন্সটিটিউট স্থাপন	১২টি নার্সিং ইনষ্টিটিউট স্থাপন করা হয়েছে।
	ভৌত অবকাঠামো	
৭৩.	Integrated Multimodal Transport Policy (IMTP) চূড়ান্তকরণ	Integrated Multimodal Transport Policy (IMTP) আগামী অর্থবছর নাগাদ চূড়ান্ত হবে।
৭৪.	রোড মাস্টার প্ল্যান	২০ বছর মেয়াদি রোড মাস্টার প্ল্যান প্রণয়নের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।
৭৫.	সড়ক তহবিল গঠন	সড়ক তহবিল বোর্ড আইন, ২০১২ এর খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে। সংশ্লিষ্টদের মতামত নেওয়া হচ্ছে।
৭৬.	Mass Rapid Transit (MRT) লাইন-৬ এর সম্ভাব্যতা যাচাই	ইতোমধ্যে Mass Rapid Transit (MRT) লাইন-৬ বাস্তবায়নের জন্য একটি প্রকল্প প্রণয়ন করা হয়েছে।
৭৭.	ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক চার লেনে উন্নীতকরণ	২০১৩-১৪ অর্থবছরের মধ্যে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক চার লেনে উন্নীতকরণের কাজ শেষ হবে।
৭৮.	ঢাকা Elevated Express Way নির্মাণ	ঢাকা Elevated Express Way নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে। ৩টি ফ্লাইওভার ও ১টি ওভার পাস নির্মাণের কাজ চলমান।
৭৯.	পদ্মা সেতু নির্মাণ	পদ্মা সেতুর ভৌত কাঠামো নির্মাণ কার্যক্রম আগামী অর্থবছরের সেপ্টেম্বর নাগাদ শুরু হবে।
৮০.	২০ বছর মেয়াদি রেলওয়ে মাস্টার প্ল্যান চূড়ান্তকরণ	২০ বছর মেয়াদি মাস্টার প্ল্যানের আওতায় ১ লক্ষ ২৫ হাজার ৯২৯ কোটি টাকা ব্যয়ে ২৩১টি প্রকল্প গ্রহণের প্রস্তাব বিবেচনাধীন।
৮১.	রেলওয়ে সেক্টর ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট বাস্তবায়ন	চলমান প্রকল্পটি ২০১৪ সালের মধ্যে সমাপ্ত হবে।

ক্রমিক নম্বর	বাজেটে ঘোষিত কার্যক্রম	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
৮২.	নৌ-পথের নাব্যতা বৃদ্ধি ও নৌ-বন্দরসমূহের উন্নয়নে সমন্বিত ড্রেজিং কার্যক্রম	১৮টি ড্রেজার সংগ্রহের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন। গত তিন বছরে ৫৩ লক্ষ ঘনমিটার ড্রেজিং কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এটি চলমান প্রক্রিয়া।
৮৩.	পশুর নদী/পোতাশ্রয় এলাকায় খনন কাজ	নিজস্ব অর্থায়নে ৬১ হাজার ঘনমিটার ড্রেজিং সম্পন্ন।
৮৪.	স্থল বন্দরের সক্ষমতা বৃদ্ধি	সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ৬টি বন্দরে নির্মাণ, পরিচালনা ও হস্তান্তরের ভিত্তিতে উন্নয়ন ও পরিচালনার কার্যক্রম চলমান।
৮৫.	মংলা বন্দরের জন্য কার্গো হ্যান্ডলিং যন্ত্রপাতি সংগ্রহ/ক্যাপিটাল ড্রেজিং প্রকল্প বাস্তবায়ন	কার্যক্রম চলমান।
৮৬.	২০১৫ সাল পর্যন্ত বোয়িং কোম্পানির ১০টি উড়োজাহাজ ক্রয়	এ বছরের অক্টোবর-নভেম্বর সময়ে ২টি উড়োজাহাজের সরবরাহ পাওয়া গেছে। ২০১৩ সালে আরো ২টি উড়োজাহাজ পাওয়া যাবে।
৮৭.	পরিকল্পিত নগরায়ন	স্যাটেলাইট সিটি নির্মাণের ৩টি প্রকল্প প্রস্তাব প্রণয়ন করা হয়েছে।
৮৮.	আগামী তিন বছরে স্বল্প/মধ্যম আয়ের জনগোষ্ঠীর জন্য ২২ হাজার ৮০০টি প্লট উন্নয়ন/২৬ হাজার ফ্ল্যাট নির্মাণ	ইতোমধ্যে ২৫ হাজার ৩৮৩টি ফ্ল্যাট নির্মাণ করা হয়েছে এবং প্লট বরাদ্দের প্রস্তাব প্রক্রিয়াধীন।
৮৯.	জাতীয় গৃহায়ন নীতি, ১৯৯৯ সংশোধন	নীতিমালা সংশোধনের কাজ চলমান।
৯০.	Bangladesh National Building Code সংশোধন	Bangladesh National Building Code সংশোধনের কাজ চলছে।
	শিল্পায়ন	
৯১.	ক্ষুদ্র-মাঝারি উদ্যোগ/কুটির শিল্প/স্ব-কর্মসংস্থান/স্ব-প্রণোদিত অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের বিকাশে প্রণোদনা প্রদান	৩০ এপ্রিল ২০১২ পর্যন্ত ১৯ হাজার ৩৩৯ জনের জন্য ১ হাজার ৮০৬ কোটি টাকা পুনঃঅর্থায়ন করা হয়েছে।
৯২.	ট্রানজিট বিষয়ক সম্ভাব্যতা যাচাই	বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক কোর কমিটি গঠন এবং রিপোর্ট পেশ সম্পন্ন।
৯৩.	কক্সবাজার উন্নয়ন আইন	কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১২ মন্ত্রিসভায় নীতিগতভাবে অনুমোদিত
	জলবায়ু ও পরিবেশ	
৯৪.	বুড়িগঙ্গা নদী দূষণমুক্তকরণ	প্রকল্প চলমান
৯৫.	২০১৫ সালের মধ্যে ২০ শতাংশ ভূমি বনায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ	বর্তমানে অগ্রগতির হার প্রায় ১৩ শতাংশ।
	ডিজিটাল বাংলাদেশ	
৯৬.	দ্বিতীয় সাবমেরিন ক্যাবলের সাথে বাংলাদেশকে যুক্তকরণ	২৮.১২.২০১১ তারিখে এ বিষয়ে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত।

ক্রমিক নম্বর	বাজেটে ঘোষিত কার্যক্রম	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
৯৭.	টেলিকমিউনিকেশন্স নেটওয়ার্ক উন্নয়ন	১ হাজার ৪৫০ কিলোমিটার অপটিক্যাল ফাইবার নেটওয়ার্ক স্থাপন সম্পন্ন। ৩জি নেটওয়ার্ক প্রযুক্তি প্রবর্তন ও ২.৫জি নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ শীর্ষক প্রকল্প চলমান।
৯৮.	Digital File Tracking System চালু	পরীক্ষামূলকভাবে Digital file tracking system চালু।
৯৯.	২০14 সালের মধ্যে ই-গভর্ন্যান্স এ উত্তরণ	সকল সরকারি দপ্তরকে একটি নেটওয়ার্কের আওতায় আনা, ই-টেন্ডারিং ব্যবস্থা প্রবর্তনের কাজ চলমান। আইনি কাঠামো প্রণয়ন সম্পন্ন।
১০০.	দেশব্যাপী উপজেলা/গ্রোথ সেন্টারে ডিজিটাল এক্সচেঞ্জ স্থাপন	৪৫৫ টি উপজেলায় ডিজিটাল টেলিফোন এক্সচেঞ্জ স্থাপন সম্পন্ন। ২২টি পার্বত্য উপজেলার মধ্যে ২০টিতে স্থাপন কাজ জুন ২০১২ নাগাদ সম্পন্ন করা সম্ভব হবে।
দারিদ্র্য বিমোচন ও সামাজিক নিরাপত্তা		
১০১.	২০২১ সালের মধ্যে দারিদ্র্যের হার ১৫ শতাংশে নামিয়ে আনা	২০২১ সালের মধ্যে দারিদ্র্যের হার ১৫ শতাংশে নামিয়ে আনার কার্যক্রম চলমান। বর্তমানে এ হার ৩১.৫ শতাংশ।
১০২.	প্রতিবন্ধীদের স্বাস্থ্যসেবা/সহায়ক উপকরণ সরবরাহ	২০০৯-১২ সময়ে ৩৪টি জেলায় প্রতিবন্ধীদের জন্য ৩৫টি 'প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র' স্থাপন সম্পন্ন।
১০৩.	শহরে নিম্ন আয়ের কর্মজীবি মহিলাদের মাতৃত্বকালীন ভাতা প্রদান কর্মসূচি	সুবিধাভোগীর সংখ্যা ৭৭ হাজার ৬০০ তে বৃদ্ধি ও জনপ্রতি ৩৫০ টাকা হারে ভাতা দেওয়া হচ্ছে।
১০৪.	দরিদ্র মা'র মাতৃত্বকালীন ভাতা ৩৫০ টাকায় উন্নীতকরণ	১ লক্ষ ১ হাজার ২০০ দরিদ্র মা'-কে ভাতা প্রদান করা হচ্ছে।
১০৫.	প্রতিবন্ধী জরিপ	জরিপ কার্যক্রম চলমান
১০৬.	ভিক্ষাবৃত্তির অবসান	ভিখারিদের পুনর্বাসন শুরু। কার্যক্রমে ৭ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান।
১০৭.	জাতীয় পরিচয়পত্রের তথ্য হতে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির সুবিধাভোগীদের তথ্য-ভাণ্ডার তৈরি	ডাটাবেজ তৈরির কাজ চলছে। গৃহীত প্রকল্প অনুমোদনের জন্য পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে।
১০৮.	সুবিধাবঞ্চিত ও স্বল্প আয়ের মানুষের জন্য পেনশন স্কীম চালুকরণ	পেনশন স্কিম কার্যক্রম চালুকরণের কাজ চলমান। ইতোমধ্যে পাইলট ভিত্তিতে নীলফামারি জেলার সদর উপজেলায় এ কার্যক্রম চালু।
নারী ও শিশু কল্যাণ		
১০৯.	পোশাক ফ্যাক্টরীতে শিশু যত্ন ও মাতৃ ক্লিনিক স্থাপন	বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ও স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে।
১১০.	শিশুদের জন্য ডে-কেয়ার সেন্টার-এর	৩২টি ডে-কেয়ার সেন্টার চালু। আরও ৩টি

ক্রমিক নম্বর	বাজেটে ঘোষিত কার্যক্রম	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
	সংখ্যা বৃদ্ধি	নির্মাণের কাজ চলমান।
১১১.	বড় বড় শহরে ৬টি শিশু বিকাশ কেন্দ্র স্থাপন	বড় বড় শহরে ৬টি শিশু বিকাশ কেন্দ্র স্থাপন এবং কার্যক্রম শুরু।
মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ		
১১২.	মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ও স্মৃতি সংরক্ষণ	৫টি প্রকল্প চলমান।
১১৩.	মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকা হালনাগাদকরণ	কাযক্রম বাস্তবায়ন কমিটি পুনঃগঠন করা হয়েছে। নীতিমালা সংশোধিত হচ্ছে।
১১৪.	আগামী অর্থবছরে সকল জীবিত মুক্তিযোদ্ধাকে ভাতার আওতায় আনা	সকল জীবিত মুক্তিযোদ্ধাকে ভাতার আওতায় আনার কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন।
১১৫.	মুক্তিযোদ্ধাদের রেশন প্রদান	৭ হাজার ৮৩৮টি যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা ও শহীদ পরিবারের সদস্যকে রেশন প্রদান করা হচ্ছে।
সুশাসন		
১১৬.	বিকল্প পদ্ধতিতে বিরোধ নিষ্পত্তির পদ্ধতি বাধ্যতামূলকভাবে প্রয়োগ	ফৌজদারি আইনে বিকল্প পদ্ধতিতে বিরোধ নিষ্পত্তির বিষয়টি অন্তর্ভুক্তকরণের বিষয়ে আইন ও বিচার বিভাগে বিজ্ঞ সলিসিটরের নেতৃত্বে গঠিত কমিটির প্রতিবেদন মন্ত্রিসভায় উপস্থাপনের অপেক্ষায় রয়েছে।
১১৭.	যুদ্ধাপরাধীদের বিচার কাজ সম্পন্ন করা	বিচার কার্যক্রম চলমান।
১১৮.	স্থানীয় সরকারকে শক্তিশালী করে কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ	জেলা পরিষদকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে ঢেলে সাজানোর কার্যক্রম চলছে। উপজেলা পরিষদ (সংশোধন) আইন, ২০১১ প্রণয়ন।
১১৯.	সবার জন্য নিরাপদ ও বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ নিশ্চিতকরণ	সারাদেশে ৮৮ শতাংশ মানুষের জন্য নিরাপদ পানি সরবরাহ নিশ্চিতকরণ
১২০.	স্যানিটারি ল্যাট্রিনের ব্যবহার ২০১০-১১ অর্থবছরের মধ্যে ১০০ শতাংশের কাছাকাছি উন্নীতকরণ	লক্ষ্যমাত্রা পরিবর্তন করে ২০১৩ সালের মধ্যে সবার জন্য ১০০ শতাংশ স্যানিটেশন ব্যবস্থা নিশ্চিত করা পুনর্নির্ধারণ। বর্তমান হার ৯১ শতাংশ।
১২১.	সমন্বিত ব্যবস্থায় খাস জমি বিতরণ/আবাসন/কর্মসংস্থান/ আদর্শগ্রাম/আশ্রয়ন প্রকল্প পরিচালনা	ভূমি মন্ত্রণালয়ের আদর্শগ্রাম কর্মসূচির পর গুচ্ছগ্রাম কর্মসূচির মাধ্যমে আশ্রয়ন কাজ বাস্তবায়ন করছে।
রাজস্ব প্রশাসন		
১২২.	আয়কর আইন সংশোধন	বিদ্যমান আয়কর আইনের পরিবর্তে নতুনভাবে ‘‘প্রত্যক্ষ কর আইন’’ প্রণয়ন প্রক্রিয়া চলমান।
১২৩.	দেশব্যাপী অন-লাইনে আয়কর রিটার্ন দাখিল সুবিধা চালুকরণ সারা দেশে সম্প্রসারণ।	সারা দেশে অন-লাইনে আয়কর রিটার্ন দাখিল সুবিধা সম্প্রসারণ কাজ চলছে
১২৪.	মাঠ পর্যায়ের আয়কর অফিসসমূহ Automation	মাঠ পর্যায়ের আয়কর অফিসসমুহে Automated System প্রবর্তনের কাজ চলছে

ক্রমিক নম্বর	বাজেটে ঘোষিত কার্যক্রম	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
১২৫.	TIN ব্যবস্থা আধুনিকায়ন	TIN ব্যবস্থা আধুনিকায়নে National ID Database এর সাথে অন-লাইন সংযোগ স্থাপন কার্যক্রম চলছে
১২৬.	বৃহৎ করদাতা ইউনিটের কার্যক্রম চট্টগ্রামে সম্প্রসারণ	এ লক্ষ্যে কার্যক্রম চলমান রয়েছে
১২৭.	সৎ করদাতাদের উৎসাহিত করা	সৎ করদাতাদের উৎসাহিত করার লক্ষ্যে সর্বোচ্চ কর প্রদানকারীদেরকে ট্যাক্স কার্ড প্রদান করার বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে
১২৮.	আয়কর উপদেষ্টা নিয়োগ	আয়কর উপদেষ্টা নিয়োগে কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে
১২৯.	২০১১-১২ অর্থবছরের নতুন মূল্য সংযোজন কর আইন প্রণয়ন	আইন প্রণয়নের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে
১৩০.	অন-লাইনে মূসক নিবন্ধন ও রিটার্ন দাখিল	অন লাইনে মূসক নিবন্ধন ও রিটার্ন দাখিলের সুবিধা প্রবর্তন ব্যবস্থা চলমান
১৩১.	পিএসআই পদ্ধতি রহিতকরণ	ডিসেম্বর ২০১২ এর পর পিএসআই পদ্ধতি অব্যাহত না রাখার বিষয়ে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে

সারণি-৩: অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত বিষয়সমূহের মধ্যে যেগুলোর বাস্তবায়ন শুরু করা যায়নি

ক্রমিক	বাজেটে ঘোষিত কার্যক্রম
	বাজেট ও পরিকল্পনা
১.	জেলাওয়ারী বাজেট
	ব্যবসা পরিবেশ
২.	নির্মাণ কর্মকান্ডে বিভিন্ন ছাড়পত্র গ্রহণের সুবিধার্থে ওয়ানস্টপ সেবাকেন্দ্র স্থাপন
	সমন্বিত কৃষি ও পল্লী উন্নয়ন
৩.	চিংড়ি নীতিমালা প্রণয়ন
	স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা
৪.	জাতীয় পুষ্টি কার্যক্রম কর্মসূচিকে ১২৩টি উপজেলায় সম্প্রসারণ
৫.	বিভিন্ন স্বাস্থ্য কেন্দ্র ও হাসপাতালে চিকিৎসক, নার্স ও স্বাস্থ্যসেবা কর্মীর অনুপাত ১ : ৩ : ৫ এ উন্নীত করা।
	ভৌত অবকাঠামো
৬.	ঢাকাকে ঘিরে বৃত্তাকার সড়ক নির্মাণ
৭.	ঢাকার চারপাশে বৃত্তাকার রেলপথ স্থাপন
৮.	ঢাকা ইস্টার্ণ বাইপাস সড়ক নির্মাণ
৯.	বিমানকে দক্ষ ও সেবামুখী প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা। বিমানের সঙ্গে বিদেশী কোন দক্ষ প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতা বা যৌথ উদ্যোগ গ্রহণ
১০.	ইউনিয়ন সেন্টার/বর্ধিষ্ণু গ্রাম/মফস্বল শহর/মহানগরের শহরতলীতে জনবসতি কেন্দ্র/টাউনশিপ গড়ে তোলা
	শিল্পায়ন
১১.	২০১১ সালকে পর্যটন বর্ষ হিসেবে উদযাপন এবং ২০১২ সালের জানুয়ারী মাসে সার্ক ট্যুরিজম মার্ট আয়োজন।
	নারী ও শিশু কল্যাণ
১২.	২০১২-১৩ অর্থবছরের মধ্যে কন্যা শিশুদের জন্য সমন্বিত উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন
	সুশাসন
১৩.	ঢাকাসহ মহানগরীর ক্রমবর্ধমান পরিবহণ যানজট/পানি/ পয়ঃনালা/পরিবেশ সমস্যা সমাধানে সমন্বিত উদ্যোগ
	রাজস্ব প্রশাসন
১৪.	ন্যাশনাল ট্যাক্স ট্রাইব্যুনাল গঠন
১৫.	Reserve for Reward and Financial Incentives শিরোনামে একটি হিসাব প্রতিষ্ঠা
১৬.	Tax Information Management and Research Centre গঠন
১৭.	Central Intelligence Cell এর মহা-পরিচালক পদকে জাতীয় বেতন স্কেলে ২য় গ্রেডভুক্তকরণ

সারণি-৪: সাম্প্রতিক সময়ে সামষ্টিক অর্থনীতির কতিপয় সূচকের গতিধারা

সূচক	একক/প্রবৃদ্ধি	২০০৮-০৯ (প্রকৃত)	২০০৯-১০ (প্রকৃত)	২০১০-১১ (প্রকৃত)	২০১১-১২ (এপ্রিল পর্যন্ত)
প্রকৃত জিডিপি	প্রবৃদ্ধি (%)	৫.৭	৬.১	৬.৭	৬.৩
মূল্যস্ফীতি	বছরভিত্তিক প্রবৃদ্ধি (%)	৬.৭	৭.৩	৮.৮	১০.৮
মুদ্রা সরবরাহ	বছরভিত্তিক প্রবৃদ্ধি (%)	১৯.২	২২.৪	২১.৩	১৭.৬*
বেসরকারি খাতে ঋণ প্রবাহ	বছরভিত্তিক প্রবৃদ্ধি (%)	১৪.৬	২৪.২	২৫.৮	১৯.৪*
রপ্তানি	বিলিয়ন মার্কিন ডলার প্রবৃদ্ধি (%)	১৫.৬ (১০.৩)	১৬.২ (৪.১)	২২.৯ (৪১.৫)	১৯.৮ (৮.৪)
আমদানি	বিলিয়ন মার্কিন ডলার প্রবৃদ্ধি (%)	২২.৫ (৪.১)	২৩.৭ (৫.৫)	৩৩.৬ (৪১.৮)	২৯.৮ (৮.৭)
রেমিট্যান্স	বিলিয়ন মার্কিন ডলার প্রবৃদ্ধি (%)	৯.৭ (২২.৪)	১১.০ (১৩.৪)	১১.৭ (৬.০)	১০.৬ (১০.৪)
চলতি হিসাবে ভারসাম্য	বিলিয়ন মার্কিন ডলার (জিডিপির শতকরা হার)	২.৪ (২.৭)	৩.৭ (৩.৭)	১.০ (০.৯)	০.৪৫* (০.৫)
বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ	বিলিয়ন মার্কিন ডলার (আমদানি মাস হিসাবে)	৭.৫ (৩.৮)	১০.৭ (৫.১)	১০.৯ (৩.৭)	৯.৫** (৩.০)
গড় বিনিময় হার	টাকা/মার্কিন ডলার অবচিতি (%)	৬৮.৮ (০.৩)	৬৯.২ (০.৬)	৭১.২ (২.৯)	৮১.৯*** (১৫.০)

* জুলাই-মার্চ, ২০১২ পর্যন্ত; ** ২৯ মে, ২০১২ তারিখে স্থিতি; *** ২৯ মে, ২০১২ তারিখে গড় হার।
সূত্র: বাংলাদেশ ব্যাংক; বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

সারণি-৫: বাজেট কাঠামো

(সময়কালঃ ২০০৮-০৯ থেকে ২০১২-১৩)

(কোটি টাকায়)

খাত	বাজেট ২০১২-১৩	সংশোধিত ২০১১-১২	বাজেট ২০১১-১২	হিসাব ২০১০-১১	হিসাব ২০০৯-১০	হিসাব ২০০৮-০৯
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
মোট রাজস্ব আয়	**১,৩৯,৬৭০**	**১,১৪,৮৮৫**	**১,১৮,৩৮৫**	**৯২,৯৯১**	**৭৫,৯০৫**	**৬৪,৫৬৮**
	(১৩.৪১)	**(১২.৫৬)**	**(১৩.১৬)**	**(১১.৮১)**	**(১০.৯৯)**	**(১০.৫০)**
তন্মধ্যে						
(ক) এনবিআর কর	1,12,259	92,370	91,870	76,248	59,742	50,216
	(১০.৭৮)	(১০.১০)	(১০.২১)	(৯.৬৮)	(৮.৬৫)	(৮.১৭)
(খ) এনবিআর বহির্ভূত কর	4,565	3,915	3,915	3,300	2,743	2,653
	(০.৪৪)	(০.৪৩)	(০.৪৪)	(০.৪২)	(০.৪০)	(০.৪৩)
(গ) কর ব্যতীত প্রাপ্তি	22,846	18,600	22,600	13,443	13,420	11,699
	(২.১৯)	(২.০৩)	(২.৫১)	(১.৭১)	(১.৯৪)	(১.৯০)
মোট ব্যয়	**১,৯১,৭৩৮**	**১,৬১,২১৩**	**১,৬৩,৫৮৯**	**১,২৭,৮৭২**	**১,০০,৯৭৯**	**৮৯,৩১৪**
	(১৮.৪১)	**(১৭.৬২)**	**(১৮.১৮)**	**(১৬.২৪)**	**(১৪.৬২)**	**(১৪.৫২)**
(ক) অনুন্নয়ন রাজস্ব ব্যয়	99,496	91,823	87,851	77,469	67,013	62,282
	(৯.৫৫)	(১০.০৪)	(৯.৭৬)	(৯.৮৪)	(৯.৭০)	(১০.১৩)
(খ) উন্নয়ন ব্যয়	60,137	45,651	50,642	35,733	28,115	21,684
	(৫.৭৭)	(৪.৯৯)	(৫.৬৩)	(৪.৫৪)	(৪.০৭)	(৩.৫৩)
তন্মধ্যে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি	55,000	41,080	46,000	33,284	25,553	19,438
	(৫.২৮)	(৪.৪৯)	(৫.১১)	(৪.২৩)	(৩.৭০)	(৩.১৬)
(গ) অন্যান্য ব্যয়	32,105	23,739	25,096	14,670	5,851	5,348
	(৩.০৮)	(২.৬০)	(২.৭৯)	(১.৮৬)	(০.৮৫)	(০.৮৭)
বাজেট ঘাটতি	**-৫২,০৬৮**	**-৪৬,৩২৮**	**-৪৫,২০৪**	**-৩৪,৮৮১**	**-২৫,০৭৪**	**-২৪,৭৪৬**
	(-৫.০০)	**(-৫.০৬)**	**(-৫.০২)**	**(-৪.৪৩)**	**(-৩.৬৩)**	**(-৪.০২)**
অর্থায়ন	52,068	46,328	45,204	34,881	25,074	24,746
(ক) বৈদেশিক উৎস	18,584	11,859	17,996	4,687	9,254	4,734
	(১.৭৮)	(১.৩০)	(২.০০)	(০.৬০)	(১.৩৪)	(০.৭৭)
(খ) অভ্যন্তরীণ উৎস	33,484	34,469	27,208	30,194	15,820	20,012
	(৩.২২)	(৩.৭৭)	(৩.০২)	(৩.৮৩)	(২.২৯)	(৩.২৫)
তন্মধ্যে ব্যাংকিং উৎস	23,000	29,115	18,957	25,210	-2,092	13,793
	(২.২১)	(৩.১৮)	(২.১১)	(৩.২০)	(-০.৩০)	(২.২৪)
জিডিপি	**১০,৪১,৩৬০**	**৯,১৪,৭৮৪**	**৮,৯৯,৬৭০**	**৭,৮৭,৪৯৫**	**৬,৯০,৫৭১**	**৬,১৪,৯৪৩**

বন্ধনীতে জিডিপি’র শতকরা হারে দেখানো হয়েছে

সারণি-৬: সমগ্র বাজেটের খাতওয়ারী বিভাজন ও অগ্রাধিকার

(সময়কালঃ ২০০৮-০৯ থেকে ২০১২-১৩)

(কোটি টাকায়)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	বাজেট	সংশোধিত	বাজেট	হিসাব	হিসাব	হিসাব
	২০১২-১৩	২০১১-১২	২০১১-১২	২০১০-১১	২০০৯-১০	২০০৮-০৯
(ক) সামাজিক অবকাঠামো	৪৬,২৯৬	৪০,২৮৩	৪২,৮৯০	৩৬,১৬৯	৩০,৯৩৪	২৬,৬৩১
	(২৪.১৫)	(২৫.০)	(২৬.২)	(২৮.২)	(৩০.৫)	(২৯.৮)
মানব সম্পদ						
১. শিক্ষা মন্ত্রণালয়	১১,৫৮৩	১০,৬৩৩	১০,৮৫০	১০,০৭৯	৮,৭১২	৬,৫৩৮
	(৬.০৪)	(৬.৬০)	(৬.৬৩)	(৭.৮৬)	(৮.৫৮)	(৭.৩২)
২. প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	৯,৮২৫	৭,৭২৭	৮,৯৫৬	৮,৩০৪	৬,৮৩৮	৫,৩৩১
	(৫.১২)	(৪.৭৯)	(৫.৪৭)	(৬.৪৭)	(৬.৭৪)	(৫.৯৭)
৩. স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়	৯,৩৩৩	৮,১৪৯	৮,৮৬৯	৭,২৮৭	৬,২৭১	৫,১০১
	(৪.৮৭)	(৫.০৫)	(৫.৪২)	(৫.৬৮)	(৬.১৮)	(৫.৭১)
৪. অন্যান্য	৮,৬৪৯	৭,২১৯	৭,১২৯	৬,০৬৮	৪,৯৩৭	৪,১৩৩
	(৪.৫১)	(৪.৪৮)	(৪.৩৬)	(৪.৭৩)	(৪.৮৬)	(৪.৬৩)
উপ-মোট :	**৩৯,৩৯০**	**৩৩,৭২৮**	**৩৫,৮০৪**	**৩১,৭৩৮**	**২৬,৭৫৮**	**২১,১০৩**
	(২০.৫৪)	**(২০.৯২)**	**(২১.৮৯)**	**(২৪.৭৫)**	**(২৬.৩৬)**	**(২৩.৬৩)**
খাদ্য ও সামাজিক নিরাপত্তা						
৫. খাদ্য বিভাগ	১,০৮০	১,১০৪	১,৩৬০	১,১৯৪	৩৫৩	৫,৫২৮
	(০.৫৬)	(০.৬৮)	(০.৮৩)	(০.৯৩)	(০.৩৫)	(৬.১৯)
৬. দুর্যোগ ও ত্রাণ ব্যবস্থাপনা বিভাগ	৫,৮২৬	৫,৪৫১	৫,৭২৬	৩,২৩৭	৩,৮২৩	০
	(৩.০৪)	(৩.৩৮)	(৩.৫০)	(২.৫২)	(৩.৭৭)	(০.০০)
উপ-মোট :	**৬,৯০৬**	**৬,৫৫৫**	**৭,০৮৬**	**৪,৪৩১**	**৪,১৭৬**	**৫,৫২৮**
	(৩.৬০)	**(৪.০৭)**	**(৪.৩৩)**	**(৩.৪৫)**	**(৪.১১)**	**(৬.১৯)**
(খ) ভৌত অবকাঠামো	**৫৩,৩৩০**	**৪৫,৯৮৩**	**৪৬,০৭৪**	**৩৮,৭৩৪**	**৩০,৯৩৪**	**২৪,৮৭৮**
	(২৭.৮১)	**(২৮.৫২)**	**(২৮.১৬)**	**(৩০.২০)**	**(৩০.৪৭)**	**(২৭.৮৫)**
কৃষি ও পল্লী উন্নয়ন						
৭. কৃষি মন্ত্রণালয়	৮,৯০৯	৯,২৬০	৭,৪০৬	৮,৪৩৮	৭,৩৫০	৬,৯৭৭
	(৪.৬৫)	(৫.৭৪)	(৪.৫৩)	(৬.৫৮)	(৭.২৪)	(৭.৮১)
৮. পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	২,৮৫৫	২,২৪১	২,২২৮	২,০৪০	১,৮৩৮	১,৪৬১
	(১.৪৯)	(১.৩৯)	(১.৩৬)	(১.৫৯)	(১.৮১)	(১.৬৪)
৯. স্থানীয় সরকার বিভাগ	১২,৪৫৩	১০,৩৩১	১০,৯০৯	৯,০৩৭	৭,৬৫৩	৫,৯৩৬
	(৬.৪৯)	(৬.৪১)	(৬.৬৭)	(৭.০৫)	(৭.৫৪)	(৬.৬৫)
১০. অন্যান্য	৪,৪৩৬	৪,৪৪১	৪,২৪৪	৩,৬৪৮	২,৮১৬	২,০৪০
	(২.৩১)	(২.৭৫)	(২.৫৯)	(২.৮৪)	(২.৭৭)	(২.২৮)
উপ-মোট :	**২৮,৬৫৩**	**২৬,২৭৩**	**২৪,৭৮৭**	**২৩,১৬৩**	**১৯,৬৫৭**	**১৬,৪১৪**
	(১৪.৯৪)	**(১৬.৩০)**	**(১৫.১৫)**	**(১৮.০৬)**	**(১৯.৩৬)**	**(১৮.৩৮)**
বিদ্যুৎ ও জ্বালানী	**৯,৫৪৪**	**৭,৯৫৭**	**৮,৩১১**	**৭,২৩৩**	**৩,৪৬৯**	**২,৫৫০**
	(৪.৯৮)	**(৪.৯৪)**	**(৫.০৮)**	**(৫.৬৪)**	**(৩.৪২)**	**(২.৮৬)**
যোগাযোগ অবকাঠামো						
১১. সড়ক বিভাগ	৪,২৪৪	৪,১৮১	৭,৪৫০	৫,৫৮৪	৪,৮২৮	৩,৭০৪
	(২.২১)	(২.৫৯)	(৪.৫৫)	(৪.৩৫)	(৪.৭৬)	(৪.১৫)
১২. রেলপথ মন্ত্রণালয়	৪,৯০০	৩,৭৯১	০	০	০	০
	(২.৫৬)	(২.৩৫)	(০.০০)	(০.০০)	(০.০০)	(০.০০)
১৩. সেতু বিভাগ	১,১৬১	৬৮৮	২,২৪৫	৩৮৫	৩৩১	০
	(০.৬১)	(০.৪৩)	(১.৩৭)	(০.৩০)	(০.৩৩)	(০.০০)
১৪. অন্যান্য	৩,০২০	১,৮০২	১,৫৮৫	১,০৮০	১,৪৬৪	৬৭৪
	(১.৫৮)	(১.১২)	(০.৯৭)	(০.৮৪)	(১.৪৪)	(০.৭৫)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	বাজেট ২০১২-১৩	সংশোধিত ২০১১-১২	বাজেট ২০১১-১২	হিসাব ২০১০-১১	হিসাব ২০০৯-১০	হিসাব ২০০৮-০৯
উপ-মোট :	১৩,৩২৫	১০,৪৬২	১১,২৮০	৭,০৪৯	৬,৬২৩	৪,৩৭৮
	(৬.৯৫)	(৬.৪৯)	(৬.৯০)	(৫.৫০)	(৬.৫২)	(৪.৯০)
১৫. অন্যান্য সেক্টর	১,৮০৮	১,২৯১	১,৬৯৬	১,২৮৯	১,১৮৫	১,৫৩৬
	(০.৯৪)	(০.৮০)	(১.০৪)	(১.০১)	(১.১৭)	(১.৭২)
(গ) সাধারণ সেবা	৩৭,০০২	৩০,৯৭০	৩৬,৪৪৪	২৫,৩৫০	২০,৫১২	১৮,৩৩৫
	(১৯.৩০)	(১৯.২১)	(২২.২৮)	(১৯.৭৭)	(২০.২০)	(২০.৫৩)
জনশৃংখলা ও নিরাপত্তা	৯,৮৩৭	৮,৬২২	৮,৭৪০	৫,৮৫৭	৫,৪৭৩	৬,৬৭৬
	(৫.১৩)	(৫.৩৫)	(৫.৩৪)	(৪.৫৭)	(৫.৩৯)	(৭.৪৭)
১৬. অন্যান্য	২৭,১৬৫	২২,৩৪৮	২৭,৭০৪	১৯,৪৯৩	১৫,০৩৯	১১,৬৫৯
	(১৪.১৭)	(১৩.৮৬)	(১৬.৯৪)	(১৫.২০)	(১৪.৮১)	(১৩.০৫)
মোট :	১,৩৬,৬২৮	৯২,৮৮৭	৯৪,৭৩৩	৮১,৫৫৩	৬৭,০৭৬	৫২,০২৩
	(৭১.২৬)	(৫৭.৬২)	(৫৭.৯১)	(৬৩.৫৯)	(৬৬.০৭)	(৫৮.২৫)
(ঘ) সুদ পরিশোধ	২৩,৩০২	১৯,৭৯৬	১৭,৯৯৭	১৫,৬২২	১৪,৮৬৭	১৫,৩৫৮
	(১২.১৫)	(১২.২৮)	(১১.০০)	(১২.১৮)	(১৪.৬৪)	(১৭.২০)
(ঙ) পিপিপি, ভর্তুকি ও দায়	৯,৪০৯	৭,৪৫৯	৮,১০৯	১,৮৪৯	৩,১৯৯	১,৫৪৭
	(৪.৯১)	(৪.৬৩)	(৪.৯৬)	(১.৪৪)	(৩.১৫)	(১.৭৩)
(চ) নীট ঋণ দান ও অন্যান্য ব্যয়	২২,৩৯৯	১৬,৭২২	১২,০৭৫	১০,৫৩৩	১,০৭৫	২,৫৬৭
	(১১.৬৮)	(১০.৩৭)	(৭.৩৮)	(৮.২১)	(১.০৬)	(২.৮৭)
মোট বাজেট	১,৯১,৭৩৮	১,৬১,২১৩	১,৬৩,৫৮৯	১,২৮,২৫৭	১,০১,৫২১	৮৯,৩১৬

বন্ধনীতে বাজেটের শতকরা হারে দেখানো হয়েছে

সারণি-৭: বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির খাতওয়ারী বরাদ্দ
(সময়কালঃ ২০০৮-০৯ থেকে ২০১২-১৩)

(কোটি টাকায়)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	বাজেট ২০১২-১৩	সংশোধিত ২০১১-১২	বাজেট ২০১১-১২	হিসাব ২০১০-১১	হিসাব ২০০৯-১০	হিসাব ২০০৮-০৯
(ক) মানব সম্পদ						
১. প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	৪,৩৮২	২,৪৬০	৩,৫১৪	৩,১৫১	২,৭০০	২,০৪৯
	(৮.০)	(৬.০)	(৭.৬)	(৯.৫)	(১০.৬)	(১০.৫)
২. স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়	৩,৮২৫	৩,০৩৬	৩,৫৬২	২,৫৫১	২,৪৬৮	১,৯৩২
	(৭.০)	(৭.৪)	(৭.৭)	(৭.৭)	(৯.৭)	(৯.৯)
৩. শিক্ষা মন্ত্রণালয়	২,৫৫৪	১,৯৭৬	২,১৪৩	১,৫৯৮	১,৩৫২	৯৩৭
	(৪.৬)	(৪.৮)	(৪.৭)	(৪.৮)	(৫.৩)	(৪.৮)
৪. অন্যান্য	৩,২৫৭	১,৮৯৩	১,৯৩৪	১,২৩৬	৭৯০	৭২৭
	(৫.৯)	(৪.৬)	(৪.২)	(৩.৭)	(৩.১)	(৩.৭)
উপ-মোট :	**১৪,০১৮**	**৯,৩৬৫**	**১১,১৫৩**	**৮,৫৩৬**	**৭,৩১০**	**৫,৬৪৫**
	(২৫.৫)	**(২২.৮)**	**(২৪.২)**	**(২৫,৬)**	**(২৮.৬)**	**(২৯.০)**
(খ) কৃষি ও পল্লী উন্নয়ন						
৫. স্থানীয় সরকার বিভাগ	১০,৮১৫	৮,৮৯৬	৯,৪০৫	৭,৫৭৩	৬,৪৪৪	৪,৮৫৪
	(১৯.৭)	(২১.৭)	(২০.৪)	(২২.৮)	(২৫.২)	(২৫.০)
৬. পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	২,১৭৬	১,৫৪৪	১,৫০৭	১,৩৪৯	১,১৩৮	৮৫৫
	(৩.৯)	(৩.৮)	(৩.৩)	(৪.১)	(৪.৫)	(৪.৪)
৭. কৃষি মন্ত্রণালয়	১,২৪২	১,০২২	১,০৩৮	১,০২৫	৯০৫	৭২৪

	(২.৩)	(২.৫)	(২.৩)	(৩.১)	(৩.৫)	(৩.৭)
মন্ত্রণালয়/বিভাগ	**বাজেট ২০১২-১৩**	**সংশোধিত ২০১১-১২**	**বাজেট ২০১১-১২**	**হিসাব ২০১০-১১**	**হিসাব ২০০৯-১০**	**হিসাব ২০০৮-০৯**
৮. অন্যান্য	২,২০৪	১,৯১৭	১,৭১৮	১,২৪৬	৮০৭	৮০০
	(৪.০)	(৪.৭)	(৩.৯)	(৩.৭)	(৩.২)	(৪.১)
উপ-মোট :	**১৬,৪৩৭**	**১৩,৩৭৯**	**১৩,৭৪৮**	**১১,১৯৩**	**৯,২৯৪**	**৭,২৩৩**
	(২৯.৯)	**(৩২.৬)**	**(২৯.৯)**	**(৩৩.৬)**	**(৩৬.৪)**	**(৩৭.২)**
(গ) জ্বালানী অবকাঠামো						
৯. বিদ্যুৎ বিভাগ	৭,৮৯০	৭,১৮৬	৭,১৫৩	৬,০২৮	২,০৯৮	২,৩০৬
	(১৪.৩)	(১৭.৫)	(১৫.৬)	(১৮.১)	(৮.২)	(১১.৯)
১০. জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ	১,৬০৮	৭২৬	১,১১৪	৯৮৭	১,২৬০	২১৪
	(২.৯)	(১.৮)	(২.৪)	(৩.০)	(৪.৯)	(১.১)
উপ-মোট :	**৯,৪৯৮**	**৭,৯১২**	**৮,২৬৭**	**৭,০১৫**	**৩,৩৫৮**	**২,৫২০**
	(১৭.৩)	**(১৯.৩)**	**(১৮.০)**	**(২১.১)**	**(১৩.১)**	**(১৩.০)**
(ঘ) যোগাযোগ অবকাঠামো						
১১. রেলপথ মন্ত্রণালয়	৩,৩১০	২,২৬৬	০	০	০	০
	(৬.০)	(৫.৫)	(০.০)	(০.০)	(০.০)	(০.০)
১২. সড়ক বিভাগ	২,৬৫১	২,৮৪৭	৪,৫৯৮	২,৯৫২	২,৫৪৬	১,৬৫৮
	(৪.৮)	(৬.৯)	(১০.০)	(৮.৯)	(১০.০)	(৮.৫)
১৩. সেতু বিভাগ	১,১৬১	৬৮৮	২,২৪৫	৩৮৪	৩৩১	০
	(২.১)	(১.৭)	(৪.৯)	(১.২)	(১.৩)	(০.০)
১৪. অন্যান্য	১,০৪৪	৩০৭	৬৭৯	২৯৫	১৭৫	১০৯
	(1.9)	(0.7)	(1.5)	(0.9)	(0.7)	(০.6)
উপ-মোট :	**৮,১৬৭**	**৬,১০৮**	**৭,৫২২**	**৩,৬৩১**	**৩,০৫২**	**১,৭৬৭**
	(14.8)	**(14.9)**	**(16.4)**	**(10.9)**	**(11.9)**	**(9.1)**
মোট :	**৪৮,১২০**	**৩৬,৭৬৪**	**৪০,৬৯০**	**৩০,৩৭৫**	**২৩,০১৪**	**১৭,১৬৫**
	(87.5)	**(89.5)**	**(88.5)**	**(91.3)**	**(90.1)**	**(88.3)**
১৫. অন্যান্য	৬,৮৮০	৪,৩১৬	৫,৩১০	২,৯০৯	২,৫৩৯	২,২৭৩
	(12.5)	(10.5)	(11.5)	(8.7)	(9.9)	(11.6)
সর্বমোট এডিপি	**৫৫,০০০**	**৪১,০৮০**	**৪৬,০০০**	**৩৩,২৭৩**	**২৫,৫৫৩**	**১৯,৪৩৮**

বন্ধনীতে এডিপি'র শতকরা হারে দেখানো হয়েছে

সারণি-১ : যে সকল পণ্যের আমদানি শুল্ক/সম্পূরক শুল্ক হ্রাস/বৃদ্ধি করা হয়েছে তা নিম্নরূপ

(ক) চলতি ২০১১-২০১২ অর্থ বছরে প্রযোজ্য শুল্ক-কর হার ও গাড়ির সিসি'র (slab) আগামী ২০১২-২০১৩ অর্থবছরে কিছুটা পরিবর্তন করা হয়েছে, যা নিম্নরূপঃ

মোটর গাড়ীর বিবরণ	সম্পূরক শুল্কহার (%)
(ক) সিলিন্ডার ক্যাপাসিটি ১৫০০ পর্যন্ত	৪৫
(খ) সিলিন্ডার ক্যাপাসিটি ১৫০১ হতে ১৮০০ পর্যন্ত	১০০
(গ) সিলিন্ডার ক্যাপাসিটি ১৮০১ হতে ২০০০ পর্যন্ত	১৫০
(ঘ) সিলিন্ডার ক্যাপাসিটি ২০০১ হতে ২৭৫০ পর্যন্ত	২৫০
(ঙ) সিলিন্ডার ক্যাপাসিটি ২৭৫১ হতে ৪০০০ পর্যন্ত	৩৫০
(চ) সিলিন্ডার ক্যাপাসিটি ৪০০১ এবং তদুর্ধ্ব	৫০০

(খ) যে সকল পণ্যের আমদানি শুল্ক (CD) হ্রাস করা হয়েছেঃ

Sl. No.	H.S. Code	Description	Existing Rate (%)	Proposed Rate (%)
1.	0506.90.10	Bone ash	12	5
2.	1512.11.00	Crude sunflower-seed or safflower oil and fraction thereof	12	5
3.	1901.90.20	Dry mixed ingredients of food preparations in bulk	25	12
4.	2106.90.30	Soya protein based food preparations in bulk imported by VAT registered food processing industry	25	12
5.	2619.00.00	Slag, dross (other than granulated slag), scalings and other waste from the manufacture of iron or steel.	12	5
6.	2620.99.10	Fly ash	25	12
7.	2804.90.00	Selenium	12	5
8.	2811.29.10	Silica gel imported by VAT registered refrigerator manufacturing industry	12	5
9.	2824.90.20	Red lead oxide	12	5

Sl. No.	H.S. Code	Description	Existing Rate (%)	Proposed Rate (%)
10.	2825.50.00	Copper oxides and hydroxides	12	5
11.	2826.19.10	Sodium silicon fluoride	12	5
12.	2833.11.00	Disodium sulphate	12	5
13.	2834.29.10	Sodium nitrate	12	5
14.	2902.19.10	Cyclopentane imported by VAT registered refrigerator manufacturing industry	12	5
15.	2902.44.00	Mixed xylene isomers	12	5
16.	2902.50.10	Styrene imported by VAT registered paint manufacturing industries	12	5
17.	3302.10.10	Mixtures of odoriferous substances and mixtures of a kind used in beverage and food manufacturing and imported by VAT registered beverage and food industries, containing alcohol not exceeding 0.5% absolute per volume or free from alcohol	25	12
18.	3507.90.10	Streptokinase	12	0
19.	3920.10.20	Other plates, sheets, film, foil and strip of polymers of ethylene imported by VAT registered personal hygiene products manufacturers	25	12
20.	4410.11.10	Particle board imported by VAT registered furniture exporting industries	25	12
21.	5602.10.10	Needleloom felt and stitch-bonded fibre fabrics imported by VAT registered personal hygiene products manufacturers	25	12
22.	6813.20.90	Other friction material and articles thereof containing asbestos	25	12
23.	7007.11.00	Toughened (tempered) safety glass: of size and shape suitable for incorporation in vehicles, aircraft, spacecraft or vessels	25	12
24.	7208.52.10	Other, not in coils, not further worked than hot-rolled of a thickness of 4.75 mm or more but not exceeding 10 mm imported by VAT registered iron/still products, motorcycle and transformer manufacturing industry	12	5
25.	7208.53.10	Other, not in coils, not further worked than hot-rolled of a thickness of 3 mm or more but less than 4.75 mm	12	5

Sl. No.	H.S. Code	Description	Existing Rate (%)	Proposed Rate (%)
		imported by VAT registered iron/still products, motorcycle and transformer manufacturing industry		
26.	7208.54.10	Other, not in coils, not further worked than hot-rolled of a thickness of less than of 3 mm imported by VAT registered iron/still products, motorcycle and transformer manufacturing industry	12	5
27.	7210.70.20	Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, of a width of 600 mm or more, clad, painted, varnished or coated with plastics of a thickness of more than 0.6 mm	25	12
28.	7212.20.10	Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, of a width of less than 600 mm electrolytically plated or coated with zinc imported by VAT registered motorcycle manufacturing industry	12	5
29.	7212.40.10	Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, of a width of less than 600 mm Painted, varnished or coated with plastics imported by VAT registered motorcycle manufacturing industry	12	5
30.	7304.39.10	Tubes, pipes and hollow profiles, seamless, of iron Other, of circular cross-section, of iron or non-alloy steel imported by VAT registered motorcycle manufacturing industry	12	5
31.	7315.11.20	Roller chain of kind used exclusively in motor cycles	25	12
32.	8483.10.10	Crank shaft imported by VAT registered motorcycle manufacturing industry	12	5
33.	8511.20.10	Ignition magnetos imported by VAT registered motorcycle and manufacturing industry	12	5
34.	8511.40.10	Starter motors imported by VAT registered motorcycle manufacturing industry	12	5
35.	8528.61.00	Projector of a kind solely or principally used in an automatic data processing system of heading 84.71	25	5
36.	8528.69.00	Other projectors	25	5

Sl. No.	H.S. Code	Description	Existing Rate (%)	Proposed Rate (%)
37.	8535.21.00	Automatic circuit breakers for a voltage of less than 72.5 kV	12	5
38.	8535.29.00	Other automatic circuit breakers	12	5
39.	8536.20.00	Automatic circuit breakers	12	5
40.	8544.11.10	Winding wire of copper imported by VAT registered transformer manufacturing industries	25	5
41.	9018.39.20	Insulin pen	5	0
42.	9029.20.10	Speed indicators and tachometers; stroboscopes meter assembly imported by VAT registered motorcycle manufacturing industry	12	5
43.	9405.40.40	LED tube light	25	12

(গ) যে সকল পণ্যের আমদানি শুল্ক (CD) বৃদ্ধি করা হয়েছেঃ

Sl. No.	H.S. Code	Description	Existing Rate (%)	Proposed Rate (%)
1.	1511.10.90	Crude palm oil (excluding imported by VAT registered edible oil refinery industries)	0	12
2.	3909.20.90	Other melamine resins (excluding imported by VAT registered melamine products manufacturing industries)	5	12
3.	4015.11.00	Surgical gloves, mittens and mitts:	5	12
4.	4015.19.00	Other gloves, mittens and mitts:	12	25
5.	4802.55.90	Other paper and paperboard, not containing fibres obtained by a mechanical or chemi-mechanical process or of which not more than 10% by weight of the total fibre content consists of such fibres of weighing 40 g/m² or more but not more than 150 g/m², in rolls (excluding ECG and ultrasonogram recording paper)	5	25
6.	5502.00.90	Artificial filament tow (excluding imported by VAT registered manufacturing industries	5	12
7.	6810.19.10	Railway sleepers	5	12
8.	7209.18.90	Other flat-rolled products In coils, not further worked than cold-rolled (cold-reduced) of a thickness of less than 0.5 mm of primary quality	12	25

Sl. No.	H.S. Code	Description	Existing Rate (%)	Proposed Rate (%)
9.	7321.90.00	Parts of stoves, ranges, grates, cookers	5	12
10.	7607.11.90	Other aluminium foil not backed rolled but not further worked (excluding imported by VAT registered manufacturing industries)	5	12

(ঘ) যে সকল পণ্যের সম্পুরক শুল্ক (SD) প্রত্যাহার করা হয়েছেঃ

Sl. No.	H.S.Code	Description	Existing Rate (%)	Proposed Rate (%)
1.	1901.90.40	Nutritional supplement for pregnant women and breast feeding mothers, put up for retail sale	20	0
2.	1901.90.91	Imported in bulk by VAT registered food processing industries	20	0
3.	2103.90.10	Mixed seasoning imported by VAT registered foodstuff manufacturing industries	20	0
4.	2517.10.10	Flint/grinding pebbles imported by VAT registered ceramic products manufacturing industries	20	0
5.	4410.11.10	Particle board imported by VAT registered furniture exporting industries	20	0
6.	6802.29.10	Silex/lining/abrasive/polishing disc imported by VAT registered ceramic products manufacturing industries	60	0
7.	8301.20.10	Locks of a kind used for motorcycle imported by VAT registered motorcycle manufacturing industry	20	0
8.	8418.69.93	Freezer or storage box of exceeding 2000 L capacity imported by VAT registered ice-cream manufacturing industries	30	0
9.	9403.20.10	Other metal furniture specially design to receive apparatus of heading 84.71 and 85.17	30	0
10.	9405.40.40	LED tube light	60	0

(ঙ) যে সকল পণ্যের উপর সম্পূরক শুল্ক (SD) আরোপ/বৃদ্ধি করা হয়েছেঃ

Sl. No.	H.S. Code	Description	Existing Rate (%)	Proposed Rate (%)
1.	03.04 (All H.S.Codes)	Fish fillets and other fish meat (whether or not minced), fresh, chilled or frozen.	0,20	20
2.	07.09 (All H.S.Codes)	Other vegetables, fresh or chilled.	0	20
3.	0802.90.11 0802.90.19	Betelnuts	20	30
	0804.50.31 0804.50.39	Mangosteens	20	30
	0805.10.10 0805.10.90	Oranges	20	30
	0805.20.10 0805.20.90	Mandarins (including tangerines and satsumas); clementines, wilkings and similar citrus hybrids	20	30
	0805.40.10 0805.40.90	Grapefruit, including pomelos	20	30
	0805.50.10 0805.50.90	Lemons (Citrus limon, citrus limonum) and limes (Citrus aurantifoli, citrus Latifolia	20	30
	0805.90.11 0805.90.19 0805.90.21 0805.90.29	Other citrus fruit, fresh or dried	20	30
	08.06 (All H.S.Codes)	Grapes, fresh or dried	20	30
4.	08.07 (All H.S.Codes)	Melons (including watermelons) and papaws (papayas), fresh.	0	30
5.	08.08 (All H.S.Codes)	Apples, pears and quinces, fresh	20	30
6.	08.09 (All H.S.Codes)	Apricots, cherries, peaches (including nectarines), plums and sloes, fresh.	0	30
7.	0810.90.10 0810.90.90	Other fresh fruits	20	30
8.	0902.30.00	Black tea (fermented) and partly fermented tea, in immediate packings of a content not exceeding 3 kg	0	20
	0902.40.00	Other black tea (fermented) and other partly fermented tea	0	20
9.	1702.30.20	Liquid glucose	20	30
	1702.30.90	Other glucose and glucose syrup	20	30
	1702.40.00	Glucose and glucose syrup, containing in the dry state at least 20% but less than	20	30

Sl. No.	H.S. Code	Description	Existing Rate (%)	Proposed Rate (%)
		50% by weight of fructose, excluding invert sugar		
10.	20.07 (All H.S.Codes)	Jams, fruit jellies, marmalades, fruit or nut puree and fruit or nut pastes, obtained by cooking, whether or not containing added sugar or other sweetening matter.	20	30
	20.09 (All H.S.Codes)	Fruit juices (including grape must) and vegetable juices, unfermented not containing added spirit, whether or not containing added sugar or other sweetening matter.	20	30
	21.03 (All H.S.Codes, (Excluding 2103.90.10)	Sauces and preparations therefor; mixed condiments and mixed seasonings; mustard flour and meal and prepared mustard.	20	30
11.	2105.00.00	Ice cream and other edible ice, whether or not containing cocoa	0	30
12.	22.01 (All H.S.Codes)	Waters, including natural or artificial mineral waters and aerated waters, not containing added sugar or other sweetening matter nor flavoured; ice and snow	20	30
	22.02 (All H.S.Codes)	Waters, including mineral waters and aerated waters, containing added sugar or other sweetening matter or flavoured, and other non-alcoholic beverages, not including fruit or vegetable juices of heading 20.09.	100	150
13.	3917.21.00	Tubes, pipes and hoses, rigid of polymers of ethylene	0	30
	3917.22.00	Tubes, pipes and hoses, rigid of polymers of propylene	0	30
	3917.23.90	Tubes, pipes and hoses, rigid of polymers of vinyl chloride (excluding PVC shrinkable tube (plain))	0	30
	3917.29.90	Tubes, pipes and hoses, rigid of other plastics (excluding Silicone tubing for laboratory use; Hoses pipe for gas cylinder)	0	30
14.	4802.54.90	Other paper and paperboard, not containing fibres obtained by a mechanical or chemi-mechanical process or of which not more than 10%	0	20

Sl. No.	H.S. Code	Description	Existing Rate (%)	Proposed Rate (%)
		by weight of the total fibre content consists of such fibres of weighing less than 40 g/m² (excluding yellow base paper imported by VAT registered manufacturing industries)		
15.	4813.10.90 4813.20.90 4813.90.90	Cigarette paper excluding imported by VAT registered manufacturing industries	60	100
16.	48.18 (All H.S.Codes)	Toilet paper and similar paper, cellulose wadding or webs of cellulose fibres, of a kind used for household or sanitary purposes, in rolls of a width not exceeding 36 cm, or cut to size or shape; handkerchiefs, cleansing tissues, towels, tablecloths, serviettes, bed sheets and similar household, sanitary or hospital articles, articles of apparel and clothing accessories, of paper pulp, paper, cellulose wadding or webs of cellulose fibres.	30	45
17.	4821.10.00	Printed labels	20	45
18.	5605.00.10	Metalized round yarn	0	20
19.	58.01 (All H.S.Codes)	Woven pile fabrics and chenille fabrics, other than fabrics of heading 58.02 or 58.06.	45	60
20.	60.01 (All H.S.Codes)	Pile fabrics, including "long pile" fabrics and terry fabrics, knitted or crocheted.	0, 45	60
	60.02 (All H.S.Codes)	Knitted or crocheted fabrics of a width not exceeding 30 cm, containing by weight 5% or more of elastomeric yarn or rubber thread, other than those of heading 60.01.	0	60
	60.03 (All H.S.Codes)	Knitted or crocheted fabrics of a width not exceeding 30 cm, other than those of heading 60.01 or 60.02	0	60
	60.04 (All H.S.Codes)	Knitted or crocheted fabrics of a width exceeding 30 cm, containing by weight 5% or more of elastomeric yarn or rubber thread, other those of heading 60.01	0	60
	60.05 (All H.S.Codes)	Warp knit fabrics (including those made on galloon knitting machines), other than of headings 60.01 to 60.04	0	60

Sl. No.	H.S. Code	Description	Existing Rate (%)	Proposed Rate (%)
	60.06 (All H.S.Codes)	Other knitted or crocheted fabrics	0,45	60
21.	61.01 (All H.S.Codes)	Men's or boys' overcoats, car-coats, capes, cloaks, anoraks (including ski-jackets), wind-cheaters, wind-jackets and similar articles, knitted or crocheted, other than those of heading 61.03.	45	60
	61.02 (All H.S.Codes)	Women's or girls' overcoats, car-coats, capes, cloaks, anoraks (including ski-jackets), windcheaters, wind-jackets and similar articles, knitted or crocheted, other than those of heading 61.04.	45	60
	61.03 (All H.S.Codes)	Men's or boys' suits, ensembles, jackets, blazers, trousers, bib and brace overalls, breeches and shorts (other than swimwear), knitted or crocheted.	45	60
	61.04 (All H.S.Codes)	Women's or girls' suits, ensembles, jackets, blazers, dresses, skirts, divided skirts, trousers, bib and brace overalls, breeches and shorts (other than swimwear), knitted or crocheted.	45	60
	61.05 (All H.S.Codes)	Men's or boys' shirts, knitted or crocheted.	45	60
	61.06 (All H.S.Codes)	Women's or girls' blouses, shirts, and shirt-blouses, knitted or crocheted.	45	60
	61.07 (All H.S.Codes)	Men's or boys' underpants, briefs, nightshirts, pyjamas, bathrobes, dressing gowns and similar articles, knitted or crocheted.	45	60
	61.08 (All H.S.Codes)	Women's or girls' slips, petticoats, briefs, panties, nightdresses, pyjamas, negliges, bathrobes, dressing gowns and similar articles, knitted or crocheted.	45	60
	61.09 (All H.S.Codes)	T-shirts, singlets and other vests knitted or crocheted.	45	60
	61.10 (All H.S.Codes)	Jerseys, pullovers, cardigans, waistcoats and similar articles, knitted or crocheted.	45	60
	61.11 (All H.S.Codes)	Babies' garments and clothing accessories knitted or crocheted.	45	60
	61.12 (All H.S.Codes)	Track suits, ski suits and swimwear, knitted or crocheted.	45	60
	6113.00.00	Garments, made up of knitted or	45	60

Sl. No.	H.S. Code	Description	Existing Rate (%)	Proposed Rate (%)
		crocheted fabrics of heading 59.03, 59.06 or 59.07.		
	61.14 (All H.S.Codes)	Other garments, knitted or crocheted.	45	60
	61.15 (All H.S.Codes)	Panty hose, tights, stockings, socks and other hosiery, including graduated compression hosiery (for example, stockings for varicose veins) and footwear without applied soles, knitted or crocheted.	45	60
	61.16 (All H.S.Codes)	Gloves, mittens and mitts, knitted or crocheted.	45	60
22.	61.17 (All H.S.Codes)	Other made up clothing accessories, knitted or crocheted; knitted or crocheted parts of garments or of clothing accessories.	45	60
23.	62.01 to 62.10 (All H.S. Codes)	All kinds of readymade garments and similar articles of men, women and children (excluding swimwear)	45	60
24.	67.02 (All H.S.Codes)	Artificial flowers, foliage and fruit and parts thereof; articles made of artificial flowers, foliage or fruit.	0	45
25.	69.07 (All H.S.Codes)	Unglazed ceramic flags and paving, hearth or wall tiles; unglazed ceramic mosaic cubes and the like, whether or not on a backing.	45	60
	69.08 (All H.S.Codes)	Glazed ceramic flags and paving hearth or wall tiles; glazed ceramic mosaic cubes and the like, whether or not on a backing.	45	60
26.	69.10 (All H.S.Codes)	Ceramic sinks, wash basins, wash basin pedestals, baths, bidets, water closet pans, flushing cisterns, urinals and similar sanitary fixtures.	45	60
27.	69.11 (All H.S.Codes)	Tableware, kitchenware, other household articles and toilet articles, of porcelain or china.	45	60
	69.12 (All H.S.Codes)	Ceramic tableware, kitchenware, other household articles and toilet articles, other than of porcelain or china.	45	60
	69.13 (All H.S.Codes)	Statuettes and other ornamental ceramic articles.	45	60
	69.14 (All H.S.Codes)	Other ceramic articles.	45	60

Sl. No.	H.S. Code	Description	Existing Rate (%)	Proposed Rate (%)
28.	7002.39.90	Glass tube	20	30
29.	7003.12.00	Cast glass and rolled glass non-wired sheets of coloured throughout the mass (body tinted), spacified, flashed or having an absorbent, reflecting or non-reflecting layer.	20	30
	7003.19.00	Other cast glass and rolled glass of non-wired sheets	20	30
	7003.20.00	Cast glass and rolled glass wired sheets	20	30
	7003.30.00	Cast glass and rolled glass profiles	20	30
30.	70.04 (All H.S.Codes)	Drawn glass and blown glass, in sheets, whether or not having an absorbent, reflecting or non-reflecting layer, but not otherwise worked.	20	30
	70.05 (All H.S.Codes)	Float glass and surface ground or polished glass, in sheets, whether or not having an absorbent, reflecting or non-reflecting layer, but not otherwise worked.	20	30
31.	8414.51.10	Domestic table, floor, wall, window, ce roof fans, with a self-contained electric n an output not exceeding 125 W room fan	30	45
	8414.90.10	Parts of fan	30	45
32.	8415.10.90 8415.20.00 8415.81.90 8415.82.90 8415.83.90	Air conditioning machines in CBU (Excluding requiring more than 90,000 BTU or equivalent)	60	100
	8415.90.10	Parts for imported by VAT registered air conditioner manufacturing industry	20	30
	8415.90.90	Parts for other importers	45	60
33.	8418.99.90	Other refrigerators, freezers parts (excluding imported by VAT registered refrigerator and freezer manufacturers)	0	30
34.	8544.42.00	Other electric conductors for a voltage not exceeding 1,000V fitted with connectors	0	20
35.	9404.21.00	Mattresses of cellular rubber or plastics, whether or not covered	0	30
36.	95.03 (All H.S.Codes)	Tricycles, scooters, pedal cars and similar wheeled toys; dolls' carriages; dolls; other toys; reduced-size ("scale") models and similar recreational models, working or not; puzzles of all kinds.	0,20	30

Sl. No.	H.S. Code	Description	Existing Rate (%)	Proposed Rate (%)
37.	9504.40.00	Playing cards	20	45

(চ) যে সকল পণ্যের আমদানি পর্যায়ে VAT প্রত্যাহার/আংশিক প্রত্যাহার/আরোপ করা হয়েছেঃ

Sl. No.	H.S. Code	Description	Existing VAT rate	Proposed VAT rate
1.	1511.10.90	Crude palm oil imported by cosmetics industries	10%	15%
2.	1512.11.00	Sunflower-seed or safflower oil and fraction thereof	15%	10%
3.	3507.90.10	Streptokinase	15%	0%
4.	5403.31.00	Other yarn, single of viscose rayon, untwisted or with a twist not exceeding 120 turns per metre	15%	0%
5.	9018.39.20	Insulin pen	15%	0%

(ছ) যে সকল পণ্যের সুনির্দিষ্ট আমদানি শুল্ক (Specific rate of duty) বৃদ্ধি করা হয়েছেঃ

Sl. No.	H.S. Code	Description	Existing Duty	Proposed Duty
1.	2523.10.20	Cement clinker imported by VAT registered manufacturers of cement	BDT 350 per MT	BDT 500 per MT
2.	2523.10.80	Other cement clinker imported by other	BDT 550 per MT	BDT 750 per MT
3.	8908.00.00	Vessels and other floating structures for breaking up.	BDT 1,000 per LDT	BDT 1,200 per LDT

(জ) যে সকল পণ্যকে প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে বিশেষ রেয়াতি সুবিধা প্রদান করে শুল্ক-কর হ্রাস করা হয়েছেঃ

(অ) মূলধনী যন্ত্রপাতি

Sl. No.	H.S. Code	Description	Existing Rate (%)	Proposed S.R.O Rate (%)
1.	6903.20.20	Alumina ball	12	3
2.	8415.81.20	Air handling unit & HVAC system for pharmaceutical industries requiring more than 90,000 BTU or equivalent	25	3
3.	8415.82.20	Air handling unit & HVAC system for pharmaceutical industries requiring	25	3

Sl. No.	H.S. Code	Description	Existing Rate (%)	Proposed S.R.O Rate (%)
		more than 90,000 BTU or equivalent		
4.	8419.40.20	Solar power water distillation plant	3	3
5.	8418.69.93	Freezer or storage box of exceeding 2000 L capacity imported by VAT registered ice-cream manufacturing industries	25	3

(আ) জাহাজ নির্মাণ শিল্পের উপকরণ

Sl. No.	H.S. Code	Description	Existing Rate (%)	Proposed S.R.O Rate (%)
1.	8483.10.00	Transmission shaft	12	5
2.	8487.10.00	Propeller	12	5
3.	7316.00.00	Anchor	12	5
4.	8311.10.00	Coated electrodes of base metal for electric-arc-welding rod	25	5